DENEN GOLD
VOLTAGE STABILIZERS
BOMBAY RADIO & ELECTRONICS
বোম্বে রেডিও এন্ড ইলেকট্রনিক্স
JANIGANJ, SILCHAR-788001
9435372245, 9435942146, 7086962975, 6001732440

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ ৪৯ ▢ সংখ্যা ৯৫ শিলচর ▢ মঙ্গলবার ▢ ২১ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ▢ ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ▢ ৬ সফর ১৪৪৮ হিজরি ▢ ১২ পাতা ▢ আট টাকা www.samayikprasanga.in

উদ্ধার অভিযানে সেনা, হেলিকপ্টার, ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক মানুষ, মৃত ৫

উজানে জলপ্রলয়, শতাধিক গ্রাম প্লাবিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২০ জুলাই : সময় গড়ালেও উজান অসমের শিবসাগর, চরাইদেউ, যোরহাট জেলায় বন্যার পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি হয়নি। নাগাল্যান্ডের মন জেলায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং উজান অসমে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সংশ্লিষ্ট তিনটি জেলায় জল প্রলয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দিখৌ, দরিকা, জাজি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কয়েক লক্ষাধিক মানুষ। বন্যার জলে ডুবে গেছে শ-শ গ্রাম। কয়েক হাজার বিঘা চাষের জমিও জলে তলিয়ে গেছে। বন্যার জলে ডুবে যাওয়ায় প্রচুর রাস্তাঘাটেরও ক্ষতি হয়েছে। প্রাণে বাঁচতে উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন প্রচুর মানুষ। হাহাকারের পরিবেশ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। বন্যাক্রান্তদের উদ্ধার অভিযানে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ বাহিনী। উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়েছেন সেনা জওয়ানদের

জলে ভাসছে উজান অসম। আশ্রয়ের খোঁজে বন্যার্তরা। সোমবার সব জায়গায়ই ছিল একই ছবি।

পাশাপাশি বায়ুসেনাও। যেসব এলাকায় এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ বাহিনী যেতে পারছে না, সেসব এলাকায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে বন্যাক্রান্তদের উদ্ধার করা হচ্ছে। বন্যার জলের স্রোতে সংশ্লিষ্ট তিনটি জেলায় বেশ কয়েকটি বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ ধারণ করেছে। জল প্রলয়ের ফলে উজান অভিমুখী বেশ কয়েকটি ট্রেনের চলাচল বাতিল করা হয়েছে। আবার পথ পরিবর্তনও করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেনের। বিভিন্ন এলাকায় আবদ্ধ ট্রেনযাত্রীদের উদ্ধার করে গুয়াহাটিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মাথায় রেখে শিবসাগরের বিভিন্ন এলাকায় হাঁটুজলে নেমে বন্যাক্রান্তদের খোঁজখবর নিয়ে চলেছেন তিন মন্ত্রী, কেশব মহন্ত, সুশান্ত বরগোহাঁই এবং বিমল বরা। পিছিয়ে নন মন্ত্রী অজন্তা নেওগও।

এরপর ছয়ের পাতায়

বন্যা মোকাবিলায় মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিকে মাঠে থাকার নির্দেশ হিমন্তের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২০ জুলাই : প্রবল বৃষ্টিপাতে অসমে বন্যা পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ নিয়েছে এবং এটি মোকাবিলায় সরকারের সব দফতরকে সমন্বয় বজায় রেখে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রত্যেক বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের পাশে থেকে পরিস্থিতি সামাল দেবেন। সোমবার নয়াদিল্লিতে এক বিশেষ বৈঠকের পর তিনি জানান, বন্যা মোকাবিলায় অসম সরকার 'হোল-অব-গভর্নমেন্ট' বা সরকারের প্রতিটি দফতরকে একযোগে কাজে লাগিয়ের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, 'মানুষের জীবন রক্ষা, দুর্গতদের উদ্ধার এবং সময়মতো ত্রাণ পৌঁছে দেওয়াই এখন সরকারের অগ্রাধিকার। মানুষের জীবন রক্ষা, আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার এবং দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া সবগুলো কাজ পাশাপাশি চলবে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের প্রতিটি দফতর সমন্বয় বজায় রেখে একসঙ্গে কাজ করছে এবং যতদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে, ততদিন এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।' গত কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিতে জাজি, দিখৌ এবং দিচাং নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করায় যোরহাট, শিবসাগর, চরাইদেও, ডিব্রুগড়-সহ উপর অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বহু গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরে হিমন্ত বলেন, 'টিটাবর-সহ

এরপর ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটিতে পাঁচ জায়গায় ভূমিধস, কৃত্রিম বন্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২০ জুলাই : গুয়াহাটি মহানগরে কৃত্রিম বন্যা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গত রবিবার মাঝরাতে মুষলধারে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে কৃত্রিম বন্যায় সোমবার বিভিন্ন এলাকায় মহানগর বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়েছে। মহানগরের জু-তিনিআলি, সোনকুচি, বেহারবাড়ি, পাঞ্জাবাড়ি, হাতিগাঁও, সিজুবাড়ি, ঘোড়ামারা, রুক্মিণীগাঁও, বরমটরিয়া, বেলতলা তিনিআলি, অনিল নগর, নবীন নগর, তরুণ নগর, চাঁদমারি, মালিগাঁও, লখরা-উদালবাক্রা এবং জতিয়া-কাহিলিপাড়ায় কৃত্রিম বন্যার ফলে রাস্তাঘাট জলে তলিয়ে যায়। পথচারীদের এদিন দুর্ভোগের শেষ ছিল না। কাজে যোগ দিতে সকালে যাঁরা এদিন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে মাঝরাস্তায় হাঁটু জলে পড়ে নাজেহাল হতে হয়েছে তাঁদের। অনেকের আবার মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায়, তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম বন্যার ফলে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের ঘরেও নালা-নর্দমার

এরপর ছয়ের পাতায়

তৃতীয়বার রাজ্যসভায় সুস্মিতা, শপথ বাংলাতেই

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : বিজেপিতে যোগ দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যসভার সাংসদ হন সুস্মিতা দেব এবং সোমবার তৃতীয়বারের মতো রাজ্যসভায় শপথ গ্রহণ করেন তিনি। সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনের উপস্থিতিতে তিনি বাংলায় শপথ গ্রহণ করেন।

এরপর ছয়ের পাতায়

জলমগ্ন রেললাইন ও স্টেশন, বাতিল-রুট বদল ৩০টির বেশি ট্রেন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ২০ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে রাজ্যের ১৬টি জেলায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও। সিমলুগুড়ি-সহ একাধিক এলাকায় রেললাইন জলের তলায় চলে যাওয়ায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (এনএফআর) ৩০টিরও বেশি দূরপাল্লা ও যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল, রুট পরিবর্তন কিংবা আংশিক যাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

শিবসাগর জেলার সিমলুগুড়ি স্টেশন ইয়ার্ড, রেললাইন, রেল কলোনি ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় সিমলুগুড়ি-নামতিয়ালি এবং সিমলুগুড়ি-সেলেংহাট অংশে অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে এনএফআর। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, উজানে ভারী বৃষ্টির জেরে ডিখৌ নদীর জল বেড়ে সিমলুগুড়ি স্টেশন ইয়ার্ড, রেল কলোনি এবং সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। একাধিক জায়গায় রেললাইনের উপর দিয়েও জল বইছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে সিমলুগুড়ি-নামতিয়ালি ও সিমলুগুড়ি-সেলেংহাট অংশে ট্রেন চলাচল পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। এর জেরে ডিব্রুগড় ও নিউ তিনসুকিয়া থেকে চলাচলকারী একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনকে রঙিয়া-রঙাপাড়া-উত্তর লখিমপুর হয়ে বিকল্প পথে চালানো হচ্ছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

সিজেপি-র মিছিলে টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ! হাজারো মানুষের সংসদ অভিযানে স্তব্ধ দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : পুলিশি অনুমতি ছিল না, চারদিকে জারি ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু সমস্ত রক্তচক্ষু ও ব্যারিকেড উপেক্ষা করেই সোমবার সকালে দেশজোড়া ক্ষোভ এসে আছড়ে পড়ল দিল্লির রাজপথে। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং শিক্ষা ব্যবস্থার চরম গলদের প্রতিবাদে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সি জে পি)-র ডাকে 'চলো সংসদ' অভিযানকে কেন্দ্র করে আক্ষরিক অর্থেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল নয়াদিল্লি।

সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই অন্তত ২০ হাজার মানুষের এই বিশাল মিছিল আটকানোকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের তুমুল খণ্ডযুদ্ধ বাঁধল। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে টিয়ার গ্যাসের সেল নিক্ষেপ ও

এরপর ছয়ের পাতায়

'ধরনা তুলে নিন', 'ককরোচ' নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পরই আর্জি কেন্দ্রের

সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা।

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিনিধিরা। এরপরই 'আরশোলা'দের ধরনা তুলে নেওয়ার আর্জি জানাল নরেন্দ্র মোদির সরকার।

দিল্লি পুলিশের তরফে অনুমতি না দেওয়া হলেও পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকালে সংসদ অভিযানে নামে ককরোচ জনতা পার্টি। ১৬৩ ধারা উপেক্ষা করে 'আরশোলা'দের এই অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা

এরপর ছয়ের পাতায়

ত্রিপুরায় সদর দফতরেই নিথর পুলিশের ডিজিপি! মৃত্যু ঘিরে ঘনাচ্ছে রহস্য

আগরতলা, ২০ জুলাই : সোমবার সকালে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হলেন ত্রিপুরার ডিজিপি অনুরাগ ধনকড়। আগরতলার পুলিশ সদর দফতরে তাঁর কক্ষেই দেহ উদ্ধার হয় এদিন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। অনুরাগ ধনকড়কে সোমবার তাঁর অফিসেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে আগরতলার গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া চলছে। হাসপাতালের চিকিৎসক প্রদীপ ভৌমিক জানিয়েছেন, দুপুর ১২টার সময় ধনকড়কে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তখন তাঁর নাড়ির স্পন্দন, রক্তচাপ বা জীবনের কোনও লক্ষণ ছিল না। চিকিৎসকেরা প্রায় ৪০ মিনিট সিপিআর চালিয়েও ফেরাতে পারেননি। দুপুর ১২টা ৪৮ মিনিটে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার পর সদর দফতর চত্বর ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ত্রিপুরা পুলিশের একাধিক

শীর্ষ আধিকারিক। মৃত্যুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি দেয়নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

অনুরাগ ধনকড় ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার এবং ত্রিপুরা ক্যাডারের সদস্য ছিলেন। চলতি বছর মে মাসে অমিতাভ রঞ্জনের উত্তরসূরি হিসেবে ত্রিপুরার ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে দায়িত্ব নেন। তার আগে তিনি ত্রিপুরায় ডিরেক্টর জেনারেল (ইন্টেলিজেন্স) হিসেবে

এরপর ছয়ের পাতায়

'অনশন ভাঙব না', নাড্ডা-'ককরোচ' বৈঠকের পরেও অনড় সোনম

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : দাবিমতো সোমবার ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। কিন্তু তারপরও অনড় পরিবেশকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি এখন অনশন ভাঙছেন না। শুধু তাই নয়, অনশন ভাঙার নয়া শর্তও দিয়েছেন তিনি।

সোমবার হাসপাতাল থেকেই স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমোর মাধ্যমে তিনি বার্তা দিয়েছে। সেখানে 'ককরোচ'দের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। হাতে লেখা একটি

এরপর ছয়ের পাতায়

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় তরুণ-বিরোধী প্রধানমন্ত্রী, মোদিকে আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী নেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। দাবি করলেন, দেশের ইতিহাসে তাঁর থেকে বড় তরুণ-বিরোধী প্রধানমন্ত্রী কেউই নেই। কংগ্রেস নেতার খোঁচা, প্রধানমন্ত্রী তরুণদের বিরুদ্ধে বলেই একজন 'ব্যর্থ' শিক্ষামন্ত্রীর থেকে ইস্তফাও চাইতে পারছেন না।

তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'এই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বৈধ প্রশ্ন তুললে তাদের লাঠিপেটা করা হয় এবং আটক করা হয়। যারা প্রশ্ন ফাঁসের জন্য দায়ী তারা মুক্ত, অথচ সত্যিই উদ্বিগ্ন পড়ুয়াদের টেনে নিয়ে মারধর করা হল। এই সরকার শুধু যুবকদেরই কেবল তরুণদের হতাশই করছে না, বরং তাদের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিচ্ছে।'

উল্লেখ্য, এদিন সকালে বাদল অধিবেশনের প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে মোদি খোঁচা দেন রাহুলকে। দেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, 'গত মাসে একাধিক সাফল্য দেখেছে দেশ। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, এমনকী এখন মহাকাশেও তৈরি হয়েছে গর্বের মুহূর্ত। সম্প্রতি একজন ভারতীয় নাগরিক আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছেন। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে স্টার্টআপও এক বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। যেখানে কর্মরত যুবকদের গড় বয়স ২৮ বছর। এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং একটি বার্তা। তা হল আমাদের দেশের তরুণদের সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা মহাকাশের মতোই সীমাহীন।' আর সেই সময়ই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমি কিন্তু ২৮ বছরের তরুণদের কথা বলছি। ৫৬ বছরের তরুণ নেতার কথা বলছি না।' মোদির এই খোঁচা যে মূলত রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। এই নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক মহলে বেশ চর্চা ও বিতর্ক শুরু হয়। এবার রাহুলও পাল্টা দিলেন মোদিকে। সোমবার সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনেই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অভিযান শুরু করেছে ককরোচ পার্টি। পরে তাদের তরফে দুই মুখপাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জে পি নাড্ডা। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলেই জানা যাচ্ছে।

প্রশ্নফাঁস এবং রামমন্দিরে চুরি নিয়ে উত্তপ্ত সংসদ, অধিবেশন মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযান ঘিরে যখন ধুন্ধুমার দিল্লিতে, তখন নিট প্রশ্নফাঁস এবং অনুদান চুরি নিয়ে বিরোধী দলের উত্তপ্ত বাক্যবাণে সোমবার উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদের উভয়কক্ষ। রাজ্যসভায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনার দাবি করেন বিরোধীরা। সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন তারা। হইহল্লা শুরু হলে এদিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি করেন চেয়ারম্যান। অন্যদিকে, লোকসভায় নিট প্রশ্নফাঁস এবং অনুদান চুরি নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান বিরোধী দলের নেতারা। এরপর সেখানেও এদিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি করেন স্পিকার।

সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই প্রশ্নফাঁস এবং রামমন্দিরে অনুদান চুরি নিয়ে প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী সিজেপি সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জের নিন্দা করেন। প্রশ্নফাঁস কাণ্ড নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তুলে তিনি বলেন, 'সমস্যা রয়েছে, গুরুতর সমস্যা।

এরপর ছয়ের পাতায়

রামমন্দিরে অনুদান চুরি নিয়ে রাজনীতি নয় : প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদান চুরির মামলা উঠছে সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর প্রতি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, রামমন্দিরে অনুদান চুরির বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করবেন না। পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, বিশেষ তদন্তকারী দলটিকে (এসআইটি) পুনর্গঠন করা সম্ভব কি না।

রামমন্দিরে অনুদান চুরির ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে তিনটি আবেদন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের সিএজি অডিট, নিরপেক্ষ সিবিআই তদন্ত, এছাড়াও ফরেন্সিক অডিট এবং ব্যাঙ্ক, ইউপিআই ও ডিজিটাল নথি সংরক্ষণের নির্দেশ চাওয়া হয়েছে। সোমবার শুনানিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও ভি মোহনার বেঞ্চকে জানান, একটি 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' (মামলার বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ক প্রতিবেদন) দাখিল

করা হয়েছে এবং আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আপাতত এর বেশি প্রকাশ করতে পারব না।'

সুপ্রিম বেঞ্চের তদন্ত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তুষার মেহতা আরও জানান, ইতোমধ্যে 'এসআইটি' বড় গলদ পেয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক বিশেষ তদন্তকারী দল কাজ করলেও বর্তমান উত্তরপ্রদেশ পুলিশ রামমন্দিরে অনুদান চুরির অভিযোগের তদন্ত করছে। পাল্টা জানতে চায়, একজন প্রবীণ

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন:
২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

Affidavit

I, **Nishant Sharma,** S/o-Chandra Kanta Sharma, resident of Vill.-Malugram, P.O.-Panibhora, P.S.-Dholai, Dist.-Cachar, Assam, Pin-788123, do hereby solemnly declare that my actual and correct Date of Birth is "18-06-2004" and which has been recorded in all my relevant documents but inadvertently in my National Institute of Open Schooling (Migration cum Transfer Certificate vide No. Sl. No. A/24 004150 Reg. 04/004089, Al-No.020007 Dtd. 27-06-2024 and Mark Sheet vide Sl. No. A/24 004298, REG04/004089, Al-No. 020007, Dated 27-06-2024 where in my Date of Birth has been written as "18-06-2007" instead of my actual and correct Date of Birth "18-06-2004" and sworn for the purpose of declaring the above facts by the affidavit before the Judicial Magistrate, Cachar, at Silchar on this the 12th day of May, 2026 vide Certificate No.IN-AS34519947402425Ydeclare that "NISHANT SHARMA" D.O.B.-"18-06-2004" and "NISHANT SHARMA "D.O.B.-"18-06-2007" (as per academic records) is one and same person i.e. myself with legal identity and accordingly submit the same to the concerned authority and request to make necessary correction of my correct Date of Birth on the above mentioned Marks Sheet & Migration cum Transfer Certificate and also issue fresh Marks Sheet & Migration cum Transfer Certificate mentioning the correct Date of Birth "18-06-2004".

Nishant Sharma, Deponent

হারিয়েছে

১৩-০৭-২০২৬ সালে প্রায় ২ ঘটিকা থেকে ৪ ঘটিকার মধ্যে মোটর সাইকেল নিয়ে কাটিগড়া সার্কল অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দুধপুরে কোথাও আমার অরিজিনাল রিজিস্টার জমিনের কাগজপত্র, অন্যান্য জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সহ বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টের ফাইল হারিয়ে গেছে। কোনও ব্যক্তি পেয়ে থাকলে নিম্নের ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Faruk Ahmed Mazumder
Vill.-Chandpur Part-III,
P.O.-Chandpur,
P.S. Borkhola, Dist. Cachar, Assam.
Mobile no. 9365160618
9854734113

AFFIDAVIT

I, **Salema Begum Laskar** age about 56 years, W/o. Rafi Ahmed Mazumder of Vill-Neairgram Pt.I, P.O. Neairgram, P.S.-Silchar, Dist. Cachar (Assam) by religion Islam, Nationality-Indian do hereby declared before the Magistrate at Silchar on 17th July, 2026 that my correct and actual name is SALEMA BEGUM LASKAR. But in my Bank Account Passbook S.B.I. New Silchar Branch vide Account No. 31268444271, my incorrect surname has been written with my name as SALEMA BEGUM MAZUMDER in place of my correct name SALEMA BEGUM LASKAR. That SALEMA BEGUM LASKAR and SALEMA BEGUM MAZUMDER is one and the same person in all legal purposes.

Salema Begum Laskar
Deponent

AFFIDAVIT

I, **Arshad Hussain Sodiol**, S/o Akthar Hussain Sodiol, resident of Water Works Road, Silchar, Cachar, Assam. But inadvertently in my HSLC Certificate, HS Certificate & Marksheet My name has been recorded as Arshad Hussain Sodial instead of Arshad Hussain Sodiol and my father's name has been recorded as Akthar Hussain Sodial instead of Akthar Hussain Sodiol. My mother's actual name is Husneara Begum Sodiol and also in the aforesaid HS Certificate & Marksheet my mother's name has been recorded as Husneara Begom Sodial and HSLC Marksheet & Certificate her name has been recorded as Husneara Begum Sodial instead of Husneara Begum Sodiol. I have corrected my and my father's & mother's name by an affidavit before the Executive Magistrate, Cachar at Silchar on 18.07.2026.
VMA

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

মাইবাঙের গর্ব নিট উত্তীর্ণ সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২০ জুলাই : মাইবাং তথা সমগ্র ডিমা হাসাও জেলার জন্য গর্বের মুহূর্ত এনে দিয়ে নিট ২০২৬ পরীক্ষায় ৫৯১ নম্বর অর্জন করে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে মাইবাঙের মেধাবী ছাত্র সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। সিদ্ধার্থ সঞ্জয় চক্রবর্তী ও পিয়ালী চক্রবর্তীর পুত্র। তাঁর বাবা একজন পুরোহিত এবং প্রাক্তন শিক্ষক। মা পিয়ালী চক্রবর্তী মাইবাঙের একটি সরকারি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত সিদ্ধার্থ মাইবঙের এভার গ্রিন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে ডিমা হাসাও জেলার শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এবার নিট ২০২৬-এ তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে আনন্দে উচ্ছ্বসিত মাইবাংবাসী। জানা গেছে, মাইবাঙের বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

শিলচর রেল স্টেশনে অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : শিলচর রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ।

জিআরপি জানিয়েছে, আনুমানিক বছর ৬৫-র ওই ব্যক্তিকে সোমবার সকালে প্ল্যাটফর্মে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

ডিজিটাল জনগণনার প্রস্তুতিতে কাছাড়ের পাঁচ রাজস্ব সার্কলে চার পর্বের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : ভারতের জনগণনা ২০২৭-কে সামনে রেখে সোমবার কাছাড় জেলায় ক্ষেত্র পর্যায়ের প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। জেলার পাঁচটি রাজস্ব চক্র শিলচর, লক্ষীপুর, উধারবন্দ, কাটিগড়া এবং সোনাই জুড়ে এনুমারেটর ও সুপারভাইজরদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কাছাড় জেলা জনগণনা সেলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের অন্যতম বৃহৎ পরিসংখ্যানভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য জেলার মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতির সূচনা হলো।

শিলচর রাজস্ব চক্রের উদ্বোধনী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কাছাড় কলেজে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রশিক্ষণের জন্য সাতটি প্রশিক্ষণ কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে শিলচর রাজস্ব চক্রের অধীন মোট ১,১৭১ জন এনুমারেটর এবং ১৮৭ জন সুপারভাইজর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

জেলার সকল ক্ষেত্র পর্যায়ের কর্মীদের সুসংগঠিতভাবে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি চারটি পর্যায়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায় ২০ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায় ২৪ থেকে ২৭ জুলাই, তৃতীয় পর্যায় ২৯ থেকে ৩১ জুলাই এবং চতুর্থ ও শেষ পর্যায় ৩ থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে। এতে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদানের পাশাপাশি জনগণনা সূচি, ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, গৃহতালিকা প্রস্তুতি, তথ্য যাচাই, রিপোর্টিং ফরম্যাট এবং মাঠপর্যায়ের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রদর্শনীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জেলা জনগণনা আধিকারিক তথা কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রক্তিম বড়ুয়া (এসিএস) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় জনগণনা সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচি চলাকালীন কাছাড়ের জেলা কমিশনার তথা জেলার প্রধান জনগণনা আধিকারিক রাহুলকুমার গুপ্তা কাছাড় কলেজ পরিদর্শন করেন এবং মাস্টার ট্রেনার, ফিল্ড ট্রেনার, এনুমারেটর ও সুপারভাইজরদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে জনগণনা কার্যক্রমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা, স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল জনগণনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা জনগণনা সেলের গৃহীত প্রস্তুতিরও তিনি প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি সকল এনুমারেটর ও সুপারভাইজরকে নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান, যাতে জনগণনা কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়। মূল বক্তব্যে জেলা জনগণনা আধিকারিক তথা কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলা কমিশনার রক্তিম বড়ুয়া (এসিএস) বলেন, জনগণনা ২০২৭ দেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়, কারণ এই প্রথমবারের মতো সমগ্র জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, জনগণনার তথ্যের গুণগত মান ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে মাঠপর্যায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তাই তিনি সকল এনুমারেটর ও সুপারভাইজরকে ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন, জনগণনার কার্যপদ্ধতি এবং সরকারি নির্দেশিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ হয়ে ওঠার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি জনগণনাকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাধারণ মানুষের পূর্ণ সহযোগিতারও আহ্বান জানান।

এই প্রথম জনগণনায় সাধারণ নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত অনলাইন জনগণনা পোর্টালের মাধ্যমে স্ব-গণনা করার সুযোগ রাখা হয়েছে। আগামী ২ থেকে ১৬ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত নাগরিকরা নিজেরাই অনলাইনের মাধ্যমে তাঁদের পরিবারের তথ্য আপলোড করতে পারবেন। এরপর ১৭ আগস্ট থেকে এনুমারেটররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহতালিকা প্রস্তুতি শুরু করবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই ও সংগ্রহ করবেন।

সেন্সাসের দায়িত্ব থেকে একক শিক্ষক বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক ও ৫৫ ঊর্ধ্ব শিক্ষকদের অব্যাহতির দাবি

কাটিগড়ার (অ্যাটাচ) সার্কল অফিসারের হাতে স্মারক পত্র তুলে দিচ্ছেন শিক্ষক সম্মিলনির প্রতিনিধিরা।

রশিদ আহমদ তাপাদার

তারিণীপুর, ২০ জুলাই : আসন্ন জাতীয় জনগণনা (সেন্সাস) কার্যক্রমে একক শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং ৫৫ বছরের উর্ধ্বে থাকা শিক্ষকদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান অথবা বিকল্প জনবল নিয়োগের দাবিতে সোমবার কাটিগড়া অ্যাটাচ সার্কল অফিসার চম্পক শর্মার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন কাটিগড়া খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনির প্রতিনিধিরা।

স্মারকলিপিতে শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়, কাটিগড়া খণ্ডে বর্তমানে প্রায় ৩৫টি একক শিক্ষক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক সেন্সাসের কাজে নিয়োজিত হলে বিদ্যালয়ের পাঠদান সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এছাড়া, ৫৫ বছরের অধিক বয়সি অনেক শিক্ষককে ডিজিটালভিত্তিক জনগণনা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে বলেও স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে, প্রধান শিক্ষকদের সেন্সাসের কাজে নিয়োজিত করা হলে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম, সরকারি নথিপত্র সংরক্ষণ, অনলাইন দাফতরিক কাজ সহ দৈনন্দিন অফিস পরিচালনা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দের দাবি, শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন পাঠদান ও বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে একক শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং ৫৫ বছরের উর্ধ্বে থাকা শিক্ষকদের সেন্সাসের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক অথবা বিকল্প জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করা হোক।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়া খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনির সভাপতি মকলিছুর রহমান বড়ভুইয়া, সম্পাদক দিলীপ চৌধুরী, সহ-সম্পাদক দিদারুল ইসলাম সদিয়ল, প্রশান্তকুমার নাথ, কোষাধ্যক্ষ বিমলেন্দু গোস্বামী সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আইভিএফ দিবসে মেডিল্যান্ডের উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : আন্তর্জাতিক আইভিএফ দিবস উপলক্ষে সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য দু'দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেছে মেডিল্যান্ড হাসপাতাল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ জুলাই ইটখলা মেডিল্যান্ড হাসপাতালের আইভিএফ ইউনিটে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা রোগী পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করা হবে। এছাড়া ২৫ জুলাই মেহেরপুরের মেডিল্যান্ড এক্সপ্রেস (বিমল অ্যাপার্টমেন্ট, সূর্য সেন লেনের বিপরীতে) সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পরামর্শ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। চিকিৎসা শিবিরে অংশগ্রহণে আগ্রহী সন্তানহীন দম্পতিদের পূর্বেই নাম নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গাঁজার হোম ডেলিভারি, শিলচরের ধৃত ২

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : ফোন করে অর্ডার দিলেই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় গাঁজার প্যাকেট।

গাঁজার 'হোম ডেলিভারি'র এই কারবারে জড়িত দু'জনকে পাকড়াও করল পুলিশ। ধৃত রাজীব দাস (২৭) ও অজিত দাস (২৯) শিলচর তপোবননগর এলাকার বাসিন্দা। রবিবার তাদের পাকড়াও করা হয় ন্যাশনাল হাইওয়ে সানলিট হাসপাতালের সামনে থেকে।

জানা গেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এদের পাকড়াও করেন। তারা একটি স্কুটিতে চড়ে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় দুই কেজি পরিমাণ গাঁজা। কোনও ক্রেতা ফোন করলে এরা ছোট ছোট প্যাকেট করে অর্থের বিনিময়ে গাঁজা পৌঁছে দেয় তাদের ঠিকানায়। বর্তমানে এনিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

GOVERNMENT OF ASSAM

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER :: INLAND WATER TRANSPORT DIVISION

:: CHANDMARI :: T.V. STATION ROAD :: TARAPUR :: SILCHAR - 788003 ::

Website : http://iwtdirectorate.assam.govt.in :: Telephone No. : 03842-262454 :: E-mail : iwtdivisionsilchar@gmail.com

RE-TENDER NOTICE

No. 108

The Executive Engineer of Inland Water Transport Division, Silchar invites re-tender for Leasing out 8 (Eight) Nos. of below mentioned Ferry Services in two cover bid system from the persons having experience in Ferry business. The name of the Ferry Services and assessment value are given below. Complete NIT and other documents shall be available on website of Inland Water Transport, Assam. http://iwtdirectorate.assam.gov.in and www.assamtenders.gov.in. Intending tenderers are required to register at portal of e-Tender of the Assam Govt. www.assamtenders.gov.in and participate through the online tender portal only. 10% of the total amount collected through E-Ticketing should be given to AMTRON, Assam.

1.	Tender Download Date and Time	20-07-2026 from 6 P.M.
2.	Tender Submission Start Date and Time	21-07-2026 from 3 P.M.
3.	Tender Submission End Date and Time	10-08-2026 up to 2 P.M.
4.	Tender Opening Date (Online) and Time	10-08-2026 at 3 P.M.

2. Detailed Schedule

Sl. No.	Name of the Ferry Service	Approx. Base Value 2024-2025 (Per Year)	EMD		Tender Fees
			General Category	OBC/MOBC/SC/ST	
1	Berenga	₹ 1,07,000.00	₹ 5,400.00	₹ 2,700.00	Rs.500.00 (Non-Refundable)
2	Gandhighat	₹ 2,53,000.00	₹ 12,700.00	₹ 6,400.00	
3	Chotto dudhpatil	₹ 1,50,000.00	₹ 7,500.00	₹ 3,800.00	
4	Jatinga	₹ 2,96,000.00	₹ 14,800.00	₹ 7,400.00	
5	Buribail	₹ 1,66,000.00	₹ 8,300.00	₹ 4,200.00	
6	Rajnagar	₹ 6,92,000.00	₹ 34,600.00	₹ 17,300.00	
7	Lathimara	₹ 3,24,000.00	₹ 16,200.00	₹ 8,100.00	
8	Bhanga Tukargram	₹ 1,00,000.00	₹ 5,000.00	₹ 2,500.00	

Executive Engineer
Inland Water Transport
Division, Silchar-788003

DIPR/CF/ SMK 899 21-Jul-26

কাটলিছড়ায় সার্কল অফিস স্থাপনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন আনোয়ার

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২০ জুলাই : আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার কাটলিছড়ায় পৃথক রাজস্ব সার্কল অফিস স্থাপনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক আনোয়ার হোসেন লস্কর। সোমবার হাইলাকান্দি সার্কল অফিস প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, কাটলিছড়া থেকে আলগাপুরের দূরত্ব বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষকে ভূমি ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তাই কাটলিছড়ায় পৃথক সার্কল অফিস স্থাপন সময়ের দাবি।

তিনি অভিযোগ করেন, প্রস্তাবিত রাজস্ব সার্কল পুনর্গঠনে আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রায় ২.৮০ লক্ষ ভোটার ও প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের এই বৃহৎ বিধানসভা কেন্দ্রে মাত্র একটি সার্কল অফিস রাখা বাস্তবসম্মত নয়। আনোয়ার হোসেন লস্কর বলেন, ৩২টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি মাত্র সার্কল অফিস থাকলে জমির পাট্টা, নামজারি, মিউটেশন, শংসাপত্র সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হবে। বিশেষ করে দক্ষিণ হাইলাকান্দি, লালা ব্লক ও মিজোরাম সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। তিনি কাটলিছড়ায় পৃথক সার্কল অফিস স্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানান এবং এ বিষয়ে বর্তমান বিধায়কের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করেন।

মাদক-বিরোধী অভিযান, অটোরিক্সা থেকে উদ্ধার মাদকদ্রব্য, গ্রেফতার অটোচালক

সাময়িক প্রসঙ্গ, ভাগা, ২০ জুলাই : বরাক উপত্যকায় মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল ধলাই থানা পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার বিকেলে ধলাই থানার সম্মুখে পরিচালিত বিশেষ নাকা তল্লাশি অভিযানে একটি পেট্রোলচালিত অটোরিকশা থেকে অভিনব কৌশলে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার বিকেল প্রায় ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ ধলাই থানার সামনে স্থাপিত নিয়মিত নাকা তল্লাশি চলাকালীন সময়ে আগে থেকেই প্রাপ্ত গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ভাগাবাজারের দিক থেকে শিলচর অভিমুখে যাওয়া এএস১১ ইসি৫৮৯৩ নম্বরের পেট্রোলচালিত অটোরিক্সা থামানো হয়। গাড়িটির চালকের আসনে ছিলেন শামাচরণপুর জিপির বাসিন্দা শাহানুর আলি বড়ভুইয়ার ২৭ বছর বয়সি পুত্র সেবুল হোসেন বড়ভুইয়া।

প্রথমে গাড়ির সাধারণ তল্লাশিতে তেমন কিছু না মিললেও পুলিশের সন্দেহ দূর হয়নি। পরে অটোরিকশার চালকের আসনের ভেতরে অত্যন্ত কৌশলে তৈরি করা গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা চারটি সাবানের কৌটায় ভরা সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করে ধলাই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্যগুলো কোথা থেকে আনা হচ্ছিল, কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, এসব বিষয় খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, বরাক উপত্যকার তিন জেলায় সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিকভাবে মাদক-বিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ। একের পর এক মাদক পাচারকারী গ্রেফতার এবং বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হলেও থেমে নেই অবৈধ মাদকের চোরাচালান বাণিজ্য। চোরাচালানকারীরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে তাদের অবৈধ পাচার বাণিজ্য চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অটোরিক্সার গোপন চেম্বার থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার সেটাই প্রমাণ করে।

সচেতন মহলের অভিমত, সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ নির্মূল করতে শুধু পুলিশের অভিযানই যথেষ্ট নয়। সচেতন নাগরিকদেরও এগিয়ে এসে মাদক-বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশকে তথ্য প্রদান এবং যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় মাদকের বিস্তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ হলে এ ঘটনায় আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।

অনাথ আশ্রমে সহমর্মী এনজিও-র অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বণ্টন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : সহমর্মী এনজিও-র সামাজিক দায়বদ্ধতার আরও একটি নজির। গত রবিবার শিলচর মেহেরপুরে অবস্থিত নিবেদিতা নারী সংস্থার অনাথ আশ্রমে গিয়ে তাঁদের ব্যানারে সুকন্যা অন্বেষা দে তাঁর প্রাপ্ত প্রগতি স্কলারশিপের অর্থ থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন আশ্রমে। এনজিও সভানেত্রী সম্পা দাস অঙ্কনের কিছু সামগ্রী তুলে দেন কর্তৃপক্ষের হাতে। এদিন এক ফ্রেমে সকলের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো ছিল। এনজিও সভানেত্রী সম্পা দাস ছাড়াও ছিলেন অপর্ণা পাল, পারমিতা চক্রবর্তী, অঙ্কিতা রায়, মালতি রায়, দীপক বাউরি, দেবশ্রী নাগ। তাছাড়া দাতার পক্ষে আত্মীয়স্বজনদের সমাবেশও ছিল। এটি যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং বার্তাবাহক তা আর আজ বলার অপেক্ষায় নেই। খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার সময় অন্বেষার মাতৃ কবিতা নাথ দে সহমর্মী-র সাথে ছিলেন।

দিনপঞ্জিকা

মঙ্গলবার, ৪ শ্রাবণ, ইং ২১ জুলাই, মুং ৬ শফর (ভাং তাং ৩০ আষাঢ়)। অ ৪ শাওন, ফসলী ২২ আষাঢ়, সংবৎ ৭ আষাঢ় সুদি। ৫।৪।৪৫ গতে সূর্যোদয়, ৬।২০।৫২ গতে সূর্যাস্ত। সপ্তমী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য ও অভিষ্ট বস্তু লাভ।

বৃষ : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে।

মিথুন : ভাগ্যোদয় ও স্বগৌরব সাফল্য। শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কর্কট : ব্যবসায়িক সাফল্য। বলবান শত্রুর মোকাবিলা। স্বাস্থ্যোন্নতি, সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। বিদেশযাত্রার যোগ।

সিংহ : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

কন্যা : বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

তুলা : সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ। নতুন যানবাহন ক্রয়।

বৃশ্চিক : বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

ধনু : সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ। উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ও অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি। সন্তানের কৃতিত্ব। ভ্রাতা-ভগিনীর স্বাস্থ্য ও কর্ম বিষয়ে শুভ।

মকর : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি। সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি।

মীন : বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের সাফল্য।

শ্রীভূমিতে হজযাত্রীদের সম্মান স্মারক প্রদান, অতিরিক্ত দশ হাজার আদায় নিয়ে ক্ষোভ

সুজন আহমদ

ফকিরবাজার, ২০ জুলাই : শ্রীভূমি জেলা হজ কমিটির পক্ষ থেকে ২০২৬ সালের হজযাত্রীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হল অনুষ্ঠানিকভাবে। শ্রীভূমি জেলার হজযাত্রীদের কানিশাইল মরকজ মসজিদে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হজ কমিটির পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। ওই সময় বিগত হজযাত্রীদের পক্ষ থেকে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হজযাত্রী হিসেবে সবাই তৃতীয় কিস্তি জমা দেওয়ার পর বিমানের টিকিট সহ ভিসা ইত্যাদি তাঁরা পান। এরপর তাঁরা হজে যান। অথচ হজে যাওয়ার পর আরও দশ হাজার টাকা জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই দশ হাজার হাজার টাকা অধিকাংশ হজযাত্রী জমা করেছেন মক্কায় থাকা অবস্থায়।

কারণ সেখানে এমনও কথা শোনা গেছে, দশ হাজার জমা না দিলে ফেরার বিমানের টিকিটে সমস্যা হতে পারে। তৃতীয় কিস্তি জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন অতিরিক্ত দশ হাজার আদায়? এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ অনেক হজযাত্রী। এছাড়া মক্কায় রান্না করার সুযোগ না থাকায় সমস্যা হয়েছে। খাবার পরিবেশন করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় হোটেল ছিল না। নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়রানির স্বীকার হতে হয়েছে। ভবিষ্যতে রান্নার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। কোরবানির জন্য ঝামেলা হয়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোরবানির খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে হাজিদের। যার দরুন মাথা হলক করতে সঠিক সময় নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়েছে অনেকের। স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন, স্মার্ট ওয়াচ ঘণ্টা দেড়েক সময় চার্জ থাকতো। এরচেয়ে বেশি সময় স্মার্ট ওয়াচ কাজ করেনি। এই বিষয়গুলি সহ যাতায়াতকল্পে বাস পরিষেবা নিয়েও তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জেলা হজ কমিটির পক্ষ থেকে বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক বাহাউদ্দিন চৌধুরী প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক খলিলুর রহমান চৌধুরীকে পাশে বসিয়ে বক্তব্যগুলি পয়েন্ট আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। জেলা কমিটির কর্মকর্তারা প্রতিটি অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে রাজ্য হজ কমিটিকে অবগত করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইনজীবী হোসেন আহমদ, আব্দুল জলিল, মানিক আহমদ, মুস্তাক আহমদ প্রমুখ।

শিলচর হোলসেল সমবায়ের বকেয়া শীঘ্র মেটানোর আশ্বাস

সমবায়ের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী : মন্ত্রী কৌশিক

মন্ত্রী কৌশিক রায়ের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন ভাইস চেয়ারম্যান বাসুদেব শর্মা ও সচিব হেমন্ত পুরকায়স্থ। সোমবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর ,২০ জুলাই: সমবায়ের ক্ষেত্রের ওপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগে কেন্দ্রে সমবায় নামে কোনও বিভাগ ছিল না। এখন সমবায় মন্ত্রক সৃষ্টি করে এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলা ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলিকে বহুমুখী কাজে নিয়োজিত করা।এ কথা বলেন রাজ্যের নগর উন্নয়ন, গণবন্টন ও উপভোক্তা, সমবায় বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়।

মন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর দেশজুড়ে সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের হাজার হাজার সমবায় সমিতিকে সক্রিয় ও স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

সোমবার শিলচর হোলসেল কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

এরপর সাতের পাতায়

নাবালিকাকে অপহরণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ন্যায়বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২০ জুলাই : শ্রীভূমি জেলার বদরপুর থানার অন্তর্গত উমরপুর জিপির বেন্দারগোল গ্রামে এক নাবালিকাকে অপহরণ ও সংঘবদ্ধ যৌন নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার স্থানীয় জনগণ জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে বেন্দারগোল গ্রামের ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে (পরিচয় গোপন রাখা হলো) জোরপূর্বক একটি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। পরিবারের অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী গ্রামের তিন যুবক এদিন বাড়ির নিকট থেকে ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে শনবিল এলাকায় নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। অভিযোগ অনুযায়ী, সেখানে প্রথমে অটোরিকশাতে তার বলপূর্বক শ্লীলতাহানি করে এবং অশালীন ভিডিও তুলে এবং পরে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে সংঘবদ্ধভাবে যৌন নির্যাতন করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের তিন যুবক।

দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল হান্নান অভিযোগ করেন, ঘটনায় জড়িত তিনজনই প্রাপ্তবয়স্ক এবং পেশায় অটোরিকশাচালক। তিনি বলেন, এলাকাবাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং আইনের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে রবিবার বদরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাবালিকাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসা পরীক্ষার প্রতিবেদন এবং তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।

অভিযোগে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন; দেউয়ারগোল গ্রামের কবির আহমেদ, (পিতা আব্দুল বাছিত), জিয়াব উদ্দিন, (পিতা আব্দুল খালিক) এবং হেমারমুখ গ্রামের সাকিব হোসেন (পিতা জালাল উদ্দিন)।

সোমবার আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে

এরপর সাতের পাতায়

বর্ষা কমলেই শ্রীভূমিতে সড়ক মেরামত শুরু

২০২৮ সালের মধ্যে জল জীবন মিশন সম্পূর্ণের লক্ষ্য : কৃষ্ণেন্দু

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীভূমি, ২০ জুলাই : শ্রীভূমি জেলার সার্বিক উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা, সড়ক যোগাযোগ ও পানীয়জল প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সোমবার জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি তথা বরাক উপত্যকা উন্নয়ন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। বৈঠকে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, জেলার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। সোমবার শ্রীভূমিতে।

কৃষ্ণেন্দু পাল জানান, শ্রীভূমির সড়ক উন্নয়নের জন্য এনএইচআইডিসিএল শিগগিরই একাধিক প্রকল্পের কাজ বরাদ্দ করবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান। এছাড়া মালুহার থেকে বাইপাস পয়েন্ট পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে এবং অচিরেই কাজের বরাদ্দ দেওয়া হবে। ধাপে ধাপে এনএইচআইডিসিএলের অধীন সমস্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলেও তিনি জানান। মন্ত্রী জানান, বৈঠকের বিষয় ছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সমগ্র বরাক উপত্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা। তিনি উল্লেখ করেন, চলতি বছরে অতিবৃষ্টির কারণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের গতি ব্যাহত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী এখনও ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা থাকায় কাজ শুরু করতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে বৃষ্টি কমলেই শ্রীভূমি শহরের সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

বৈঠকে জল জীবন মিশন নিয়েও বিস্তৃত পর্যালোচনা হয়েছে বলে জানান কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি বলেন, প্রতিটি পরিবারে প্রতিজনের জন্য দৈনিক ৫৫ লিটার বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে

এরপর সাতের পাতায়

সিমলুগুড়িতে বন্যার জেরে রেল চলাচল ব্যাহত, একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের রুট পরিবর্তন ও বাতিল

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২০ জুলাই: আপার অসমে অব্যাহত ভারি বৃষ্টির ফলে ডিখৌ নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় শিবসাগর জেলার সিমলুগুড়ি ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বন্যার জল সিমলুগুড়ি রেলস্টেশন চত্বর, রেললাইন, রেল কলোনি এবং সংলগ্ন এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এমনকি সিমলুগুড়ি সেকশনে রেললাইনের উপর দিয়েও জল প্রবাহিত হচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং রেল পরিচালনার স্বার্থে সিমলুগুড়ি, নামতিয়ালি ও সিমলুগুড়ি, সেলেংহাট রুটে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া থেকে চলাচলকারী বা ওই গন্তব্যের একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনকে রঙিয়া,রাঙাপাড়া নর্থ, উত্তর লখিমপুর হয়ে বিকল্প পথে চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি বহু লোকাল ও যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং কয়েকটি ট্রেনকে সংক্ষিপ্ত রুটে চালানো হচ্ছে।

রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্রেস, অবধ অসম এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেসসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনের রুট পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া রাজধানী এক্সপ্রেস, নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস, রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস,

এরপর সাতের পাতায়

জগন-যীশুর স্মৃতিতে শ্রীভূমিতে আবেগঘন একুশের পথচলা

ভাষা শহিদ দিবসের প্রাক্কালে পথচলায় সামিল সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

শ্রীভূমি, ২০ জুলাই : ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হওয়া শ্রীভূমির দুই তরুণ জগন ও যীশুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় শ্রীভূমি শহরে অনুষ্ঠিত হল আবেগঘন 'একুশের পথচলা'। ২১ জুলাইর ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদীপ মিছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। শহরের শম্ভুসাগর শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে পথচলার সূচনা হয়। এরপর প্রদীপ হাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে এওসি পয়েন্টে গিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি করেন। পথচলায় আট থেকে আশি বছরের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভাষাসেনানী, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে গোটা শহর যেন ভাষা শহিদদের স্মরণে এক আবেগঘন পরিবেশের সাক্ষী হয়ে ওঠে।

পথচলা শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় ভাষাসেনানী সুখেন্দু বিকাশ পাল বলেন, মাতৃভাষা একটি জাতির অস্তিত্ব ও সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। মাতৃভাষা সুরক্ষিত না থাকলে একটি সমাজও সুস্থভাবে বিকশিত হতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি উল্লেখ করেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০-এ মাতৃভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে অসম

এরপর সাতের পাতায়

হাতিখালিতে সড়ক দুর্ঘটনা হত দুই যুবক

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২০ জুলাই : ডিমা হাসাও জেলার লাংটিং থানার অন্তর্গত হাতিখালির মাতলাংপাই এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু ঘটে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রবিবার রাতে দুই যুবক একটি মোটরসাইকেলে করে হাতিখালি থেকে লামডিংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় মোটর সাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, দুই মোটর সাইকেল আরোহীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে।

নিহত দুই যুবক হলেন হাতিখালির কামাখিপুর এলাকার বাসিন্দা মোহিত ওয়ারিসা এবং লাংরডিসা এলাকার বাসিন্দা বিশাল লাংথাসা। দুর্ঘটনার পর তাঁদের দ্রুত লামডিং সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় সমগ্র হাতিখালি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনে সংহতি

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বাম বিক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির পরীক্ষা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের দুর্নীতির জন্য দায়বদ্ধ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে তার প্রতি সংহতি জানিয়ে সারা দেশের সঙ্গে ২০ জুলাই শিলচর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ছাত্র সংগঠন এসএফআই, যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছে নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সিটু, সারা ভারত কৃষক সভা এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন যুব নেতা দেবজিৎ গুপ্ত, এসএফআই নেতা সজল দেবনাথ, সিটু নেতা সমীরণ আচার্য, মহিলা নেত্রী রত্না দেব, কৃষক নেতা রেজামন্দ আলি বড়ভূইয়া এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাহুল দাশগুপ্ত। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট স্বর্ণালী ঘোষ, অতীন দেবচৌধুরী এবং পংকজ পাল ।

বিক্ষোভ সমাবেশ শিলচর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে। সোমবার।

প্রত্যেক বক্তা শুরুতেই অনশনরত পরিবেশ বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সমাজকর্মী সোনম

এরপর সাতের পাতায়

শিলচরের ২ স্পা মালিকের জামিনের আবেদন খারিজ, হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি পুলিশকে

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ হলো গ্রেফতার হওয়া শিলচরের ২ স্পা মালিক রোহিত ওরফে হীরক দেবনাথ এবং রূপালি দাস-এর। সোমবার কাছাড়ের জেলা ও দায়রা আদালত তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে ২ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

গত ২৫ জুন শহরের ক্লাব রোডের ইম্পিরিয়াল মলে থাকা লাভলি ও লোটাস নামের স্পা সেন্টার দু'টিতে অভিযান চালিয়ে পতিতাবৃত্তি চালানোর অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে ২৮ যুবতীকে। এর মধ্যে লাভলি স্পার স্বত্বাধিকারী রূপালি এবং লোটাসের স্বত্বাধিকারী রোহিত। ২৫ জুন অভিযান চলাকালীন ২৮ যুবতীকে গ্রেফতার করা হলেও সেদিন রূপালি এবং রোহিতকে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকে তারা ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে। এরমধ্যে তাদের পক্ষ থেকে গ্রেফতারি এড়াতে আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানানো হয়। শুনানি গ্রহণের পর আদালত গত ৮ জুলাই শর্তসাপেক্ষে দু'জনের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। স্পা সম্পর্কিত মামলায় আগাম জামিন মঞ্জুর হলেও ১১ জুলাই পুলিশ অন্য মামলায় তাদের পাকড়াও করে।

উধারবন্দ লাঠিগ্রামে ডাঃ জে পি দাসের পারিজাত হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে চলা পতিতাবৃত্তির

এরপর সাতের পাতায়

হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আরটিআই

পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের তথ্য চাইলেন আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই: হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি জেলায় পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের দাবিকে তথ্যভিত্তিকভাবে আরও জোরালো করার লক্ষ্যে শিলচরের বিশিষ্ট আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব আজ তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইন, ২০০৫-এর আওতায় হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পৃথকভাবে আবেদন দাখিল করেছেন।

আরটিআই আবেদনে দুই জেলার পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত মামলার পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে; বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব, সন্তানের হেফাজত, দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত কতগুলি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে, সেই তথ্য।

এছাড়াও, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত গত পাঁচ ক্যালেন্ডার বছরে কতগুলি পারিবারিক বিরোধ মামলা দায়ের হয়েছে এবং কতগুলি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, তার বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে কোন কোন আদালত এবং কোন পদমর্যাদার বিচারিক কর্মকর্তার সামনে এসব মামলা বিচারাধীন রয়েছে, সেই তথ্যও জানতে চাওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি জেলায় পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের বিষয়ে জেলা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে কোনও প্রস্তাব, সুপারিশ, পত্রাচার বা প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। যদি এমন কোনও নথি থেকে থাকে, তবে তার প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদানেরও আবেদন করা হয়েছে। আরটিআই আবেদনে আরও জানতে চাওয়া হয়েছে, পারিবারিক বিরোধ মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে বিচারিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কতগুলি পদ অনুমোদিত রয়েছে এবং সেগুলির বর্তমান অবস্থা কী।

ধর্মানন্দ দেব জানান, পারিবারিক বিরোধ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, 'দুই জেলায় পারিবারিক বিরোধ মামলার প্রকৃত সংখ্যা, মামলা নিষ্পত্তির হার এবং বিচারিক অবকাঠামোর বাস্তব চিত্র সামনে আনতেই এই আরটিআই আবেদন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের দাবিকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।'

এরপর সাতের পাতায়

আন্তর্জাতিক ফ্যাশন দুনিয়ায় ভারতীয় হ্যান্ডলুমের জয়জয়কার, বার্তা ডিজাইনার বৈশালীর

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: 'ভারতীয় কারুশিল্পের মূল আত্মা সবসময় খাঁটি ভারতীয়ই থাকা উচিত, বদল আনা প্রয়োজন কেবল তা উপস্থাপনের বৈশ্বিক ভাষায়।' সম্প্রতি রাজধানী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত 'ভারত টেক্স ২০২৬' মহোৎসবে যোগ দিয়ে এই মন্তব্য করেন প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার বৈশালী এস । গত ১৪ থেকে ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত এই বস্ত্রমেলায় এক বিশেষ নিবন্ধে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে নতুনভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

ডিজাইনার বৈশালী জানান, প্যারিস, টোকিও, নিউ ইয়র্ক বা মিলানের আধুনিক নারীরা কোনও নৃতাত্ত্বিক বস্ত্র কেনেন না, বরং এমন পোশাক খোঁজেন যা তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে। তাই তাঁর মতে, হস্তশিল্পকে আধুনিকীকরণ করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন একে ঘিরে বিশ্বব্যাপী আলোচনার ধরন পরিবর্তন করা। 'বৈশালী এস কুটুর' ব্র্যান্ডের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, তাঁরা ঐতিহ্যবাহী তাঁতিদের শতাব্দীপ্রাচীন কৌশল ত্যাগ করতে বলেননি, বরং তাঁতশিল্পীদের 'সহ-স্রষ্টা'র মর্যাদা দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন বয়নশৈলী উদ্ভাবন করেছেন এবং তাঁদের কাজের সঠিক ও উচ্চমূল্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৭০-এর দশকে ইতালি ও ফ্রান্স ঠিক এই পথেই তাদের কারিগরদের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছিল।

১৬ জুলাই আয়োজিত মেলার একটি মূল অধিবেশন; 'ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডস, গ্লোবাল অ্যাম্বিশনস: রিডিফাইনিং রিটেল গ্রোথ বিয়ন্ড বর্ডারস'-এ অংশ নেন বৈশালী। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী ভারতীয় বস্ত্র ও তাঁত খাতের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য গুণমান বজায় রাখার ওপর জোর দেন।

বস্ত্রমন্ত্রীর এই দূরদর্শিতাকে স্বাগত

এরপর সাতের পাতায়

বরাক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি; কাছাড় প্রশাসনের বন্যা সতর্কতা জারি

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই: ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ-এর সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী দুই থেকে তিন দিন অসমের বিভিন্ন জেলায় ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি গত কয়েক ঘণ্টা ধরে কাছাড় জেলায় অব্যাহত বৃষ্টিপাতের ফলে বরাক নদীর জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য বন্যা মোকাবিলায় কাছাড় জেলা প্রশাসন একটি বিস্তৃত জনসচেতনতামূলক সতর্কতা জারি করে জেলার বাসিন্দাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সাবধানতা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কাছাড়ের জারি করা এই পরামর্শে বলা হয়েছে, বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতির ফলে জেলার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বন্যা, আকস্মিক বন্যা এবং শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার আশঙ্কা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বৃষ্টিপাতের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে জেলার একাধিক নিচু এলাকায় বন্যাসদৃশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমগ্র পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। সমস্ত সংশ্লিষ্ট দফতর, জরুরি পরিষেবা সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের আধিকারিক ও কর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য যে কোনও বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও জরুরি প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আবেদন জানিয়েছে, ভারি বৃষ্টিপাতের সময় বিশেষ করে নিচু এলাকা, বন্যাপ্রবণ অঞ্চল এবং জলাবদ্ধ স্থানে অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। একই সঙ্গে নদী, ঝরনা, নালা, ড্রেন, কালভার্ট অথবা জলমগ্ন স্থানের আশেপাশে না যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ ওইসব এলাকায় জলের স্রোত হঠাৎ করেই অত্যন্ত প্রবল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। নিরাপত্তার স্বার্থে আরও বলা হয়েছে, বন্যার জল বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে অবিলম্বে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে, যাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানো যায়।

সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই প্লাবিত রাস্তা বা জলমগ্ন অংশ দিয়ে হেঁটে, সাইকেল, মোটরসাইকেল বা অন্য কোনও যানবাহন নিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ জলের নিচে লুকিয়ে থাকা গর্ত, ভাঙন, খোলা নর্দমা কিংবা অন্যান্য অদৃশ্য বিপদ প্রাণ ও সম্পত্তির জন্য গুরুতর ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

প্রতিটি পরিবারকে সম্ভাব্য জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগে থেকেই একটি জরুরি কিট প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওই কিটে শুকনো খাবার, নিরাপদ পানীয়জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ, টর্চলাইট, অতিরিক্ত ব্যাটারি এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ করে

এরপর সাতের পাতায়

ফানাই চা-বাগানে অগ্নিকাণ্ড, সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে শ্রমিকের পরিবার

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বাড়ি।

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ২০ জুলাই : মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁইটুকুও কেড়ে নিল বিধ্বংসী আগুন। রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফানাই চা বাগান এলাকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শিবকুমার ভর নামে এক হতদরিদ্র চা শ্রমিকের বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সোমবার ভোরে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে নিজের সহায়-সম্বল হারিয়ে সম্পূর্ণ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে অসহায় পরিবারটি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোররাতে যখন ফানাই চা বাগানের বাসিন্দারা গভীর ঘুমে

এরপর সাতের পাতায়

বিশেষজ্ঞদের সাথে দেখা করুন - অ্যাপোলো, চেন্নাই
গাইনকলজি ক্লিনিক
Apollo HOSPITALS CHENNAI
সমস্যা / লক্ষণ:
• গর্ভধারনে হওয়া সমস্যা • হোয়াইট ডিসচার্জ • অন্যান্য
• বারবার গর্ভপাত • গর্ভাশয়ের টিউমার গাইনোকলজিকেল
• অস্বাভাবিক রক্তপাত • ইউটেরাসের টিউমার সমস্যা
ডঃ ভিনুথা অরুণাচলম
MD., (OBST & GYN), DNB
জেষ্ঠ গাইনোকলজিষ্ট পরামর্শদাতা
অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাই

২৫ জুলাই ২০২৬
সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা
অ্যাপোলো হাসপাতাল, চেন্নাই
অ্যাপোলো ক্লিনিক- শিলচর
বীরবল বাজার, মেহেরপুর, শিলচর
For appointments Call: 7099003112 / 7099090222

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯৫, মঙ্গলবার, ২১ জুলাই, শ্রাবণ ৪, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

গণক্ষোভের এই মেজাজ কেন্দ্রকে কড়া বার্তা দিল

মন্ত্রী নাড্ডার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সমঝোতা শুভ ইঙ্গিতের সূচনা করলেও তার বাস্তবায়ন কীভাবে হয়, সেটাই এখন দেখার।

দেশের ঘুণধরা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যুবসমাজ যে আর নির্বিকার থাকতে রাজি নয়, কেন্দ্রের দুয়ারে সে বার্তা পৌঁছে যাওয়ার পর প্রবল চাপের মুখে কিছুটা উদারতা দেখাল নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার।

নিট মেডিক্যাল পরীক্ষায় কেলেঙ্কারি, সিইউটি পরীক্ষায় চরম অব্যবস্থা এবং সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পোর্টালে অসঙ্গতির দরুন পরীক্ষার্থী ও ছাত্রসমাজের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তাতে যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়েছিল, সেটা শুধু অভিভাবকদের মধ্যে সীমিত ছিল না, ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের সব শ্রেণির সচেতন মানুষের মনে। বারবার আবেদন-নিবেদনের পরও কেন্দ্রের ঘুম না ভাঙায় অসন্তোষ বহ্নি থেকে আত্মপ্রকাশ করা ব্যাঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্ম 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র উদ্যোক্তাদের মুখ থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারাটা বদলের দাবি কার্যত গণদাবিতে রূপান্তরিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা-সহ গোটা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে গত ৬ জুন থেকে দিল্লির রাজপথে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সরকারি উদাসীনতায় তার ব্যাপ্তি ঘটে পরিবেশ আন্দোলনের নেতা সোনম ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচিতে।

অনশনে অনড় সোনমের মনোভাবে উদ্দীপ্ত ককরোচ জনতা পার্টি এবং তাঁর সমর্থকদের মধ্যে উদ্দীপনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গোটা দেশে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া ক্রমশ রাজপথে ছড়িয়ে পড়ার পর ২১ দিনের মাথায় যন্ত্রণামন্থরে আন্দোলনস্থল থেকে সোনমকে পুলিশ তুলে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে। ওখানেও তাঁর অদম্য মনোভাব দেখে গোটা দেশ তাঁর পেছনে দাঁড়ায়। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-যুব সংসদ অভিযানে নামলে তা কড়া হাতে মোকাবিলায় পুলিশকে নামিয়ে দেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। এটা যে সরকারের কাছে এক বার্তা, তা অনুভবের পর আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা সোনম সমর্থকদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন। ঐ বৈঠকে নাড্ডা নরম সুরে আন্দোলনকারীদের দাবিগুলো বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। সরকারের আহ্বানে ককরোচ জনতা পার্টির তরফে আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে যদি সরকারকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায় তো ফের দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার আন্দোলন শুরু হবে।

সরকারিভাবে স্বীকার করা না হলেও উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আর কোনও বাক্যজালে আড়াল করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সরকারি মহলেও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়ে গেছে। সম্মানজনক মুখরক্ষার বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে চলছে পর্যালোচনা। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি মেনে নিলে যেমন সরকারের পক্ষে আত্মসম্মানে আঘাত আসবে, তেমনই বিভিন্ন পরীক্ষায় যে-সব গাফিলতি হয়েছে তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং গোটা ব্যবস্থাকে সংস্কারের বাস্তবতাকে লঘু করে দেখাও যে উচিত হবে না, সেটাও শাসক বিজেপি এবং সরকারের ভাবনায় এসেছে। আন্না হাজারের নেতৃত্বে ২০১১ সালে যে আন্দোলন কংগ্রেসের পতন যাত্রার সূচনা করেছিল সে স্মৃতি শাসকদলের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই সামনে রেখে মন্ত্রী নাড্ডার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সমঝোতা শুভ ইঙ্গিতের সূচনা করলেও তার বাস্তবায়ন কীভাবে হয়, সেটাই এখন দেখার। গোটা দেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র শক্তি বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি পেলেও পাশাপাশি অসন্তোষের মাত্রাও যে বাড়ছে, সেটাও চিন্তার বলয়ে এসেছে। তবে ছাত্র-যুবসমাজের এই আন্দোলনে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস-সহ অন্যান্যদের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতিকে যে জনগণ মোটেই ভাল চোখে দেখেনি এবং সেটা যে শাসক জোটের পক্ষে এক স্বস্তিদায়ক খবর, তা-ও অনায়াসে বলা যায়।

৮৬-র ভাষা আন্দোলনের চল্লিশতম বার্ষিকী সামনে রেখে

ভাষাগত আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম

আশিস চৌধুরী

আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনায় অনেকটা হতাশা নিয়েই ২১ জুলাইয়ের ভাবনা লিখতে উদ্যোগী হয়েছি। ১৯ মে বা ২১ জুলাই এলে ভাষার অধিকার, আত্মপরিচয়ের সংকট কিংবা বাঙালির আবহমান বঞ্চনা নিয়ে এই উপত্যকাবাসী আমাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে। শহিদবেদিতে মাল্যদান, সম্মিলিত পথচলা, স্মৃতিচারণা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন— এগুলো আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে— শহিদ তর্পণে এগুলোই তো স্বাভাবিক প্রকরণ। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরাবাঁধা উদ্‌যাপনের ব্যাপার বাদ দিলে আবহমান বঞ্চনা ও কিছুকাল অন্তর অন্তর ভাষার অধিকার ও আত্মপরিচয়ের অধিকার রক্ষা বা সামগ্রিকভাবে বাঙালির বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করার লক্ষ্যে চৈতন্যোদয়ের কোনও প্রমাণ আছে কি? এমনকী সামান্যতম কোনও লক্ষণ আছে কি? পুজো, জন্মদিন, মৃত্যুদিন বা কোনও বিশেষ ঘটনার সাংবাৎসরিক উদ্‌যাপনের মতোই কি হয়ে দাঁড়ায়নি এই দুটো বিশেষ দিন। অথচ এমনটি তো হওয়ার কথা নয়।

১৯৬০-৬১ সালে সরকারি ভাষা আইন, ১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম, ঠিক তার পরপর সম্ভবত ১৯৭৩ সালে স্কুলস্তরে অসমিয়া ভাষা পাঠকে বাধ্যতামূলক করা, ১৯৭৯-৮৫ পর্বে বিদেশি বিতাড়নের অজুহাতে সামগ্রিকভাবে বাঙালিকে ভিটেমাটিচ্যুত করার আন্দোলন। ১৯৮৫ সালে দেশের স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র উষাকালে 'অসম চুক্তি' সম্পাদনের মাধ্যমে রাজ্যের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে চিরকালীন অস্তিত্বের সংকটে নিক্ষেপ করা এবং তার পরপর আবার স্কুলশিক্ষায় বাধ্যতামূলক অসমিয়া চাপানোর সার্কুলার অনেকটা সময়ান্তরে ২০১৩-১৪ সাল থেকে সর্বোচ্চ আদালতে পোষকতায় নাগরিকত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়ার নামে গোটা বাঙালি জাতিকে এই রাজ্যে চরম মানসিক নির্যাতনে ঠেলে দেওয়া (যা আজও অমীমাংসিত)। সর্বোচ্চ আদালত ১৯৭১-কে মান্যতা দিলেও ভূমিপুত্র সংজ্ঞা নিরুপণে ১৯৫১-কে ভিত্তি করার অভিপ্রায় এখনও উন্মুক্ত)— একের পর এক প্রতিকূলতা বা সংকট নিয়েও তো আমরা দিব্যি আছি। এই দু'টি দিনের প্রতীকী উদ্‌যাপনের অতিরিক্ত বাকি সময়ে এর আর কোনও তাৎপর্য আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

অথচ আমরা, যারা যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যে উপস্থিত, আজকের সময়ে সবাই তো অবহিত, দেশভাগের আগে থেকে সেই ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ শাসনে, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে বৃহত্তর বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছেদ করে প্রশাসনিক সুবিধার স্বার্থে অসমের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া ইস্তক অসমে বা সেই অর্থে পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালির ওপর ক্রমাগত আঘাত হয়ে চলেছে। দেশভাগের পর স্বাধীনতার প্রথম প্রত্যুষেই তো 'অসমিয়ারাই অসমের একমাত্র প্রভু' সেই সগৌরব ঘোষণার সূত্রে বাঙালির বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণের নীলনক্সা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই নীলনক্সাকে ভিত্তি করে একের পর এক আঘাত এসেছে বাঙালির ভাষাগত পরিচয় ও আত্মপরিচয়ের অধিকারের ওপর। জীবনযাপনের যাবতীয় ক্ষেত্রে চাকরি-বাকরি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-মাটি— সব বিষয়ে হয় সরাসরি অধিকার হরণ, না হয় নানা কৌশলে বঞ্চনা— এই তো বাঙালির নিত্যদিনের পাঁচালি। সবই তো আমাদের এখন গা-সওয়া। কিন্তু এই প্রায় নির্বিকার গা-সওয়া অবস্থায় বাস করে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পরও তো বিপন্নতা আমাদের পিছু ছাড়ছে না। নব নব রূপে তা আমাদের ভাষা, আত্মপরিচয়, নাগরিকত্ব, চাকরি-বাকরি সবেতে বিপন্নতা ডেকে আনছে। এবার আসন্ন জনগণনাকে উপলক্ষ করে রাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষী, প্রধানত, বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর নতুন অভিযানের অভিপ্রায় এর মধ্যে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

১৯৬০-৬১ সালে সরকারি ভাষা আইন বা ১৯৭২ সালে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বাঙালিকে বঞ্চিত করার যে সংঘবদ্ধ প্রয়াস হয়েছিল, ১৯৭৮ সালে মঙ্গলদৈ লোকসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটার তালিকা থেকে তথাকথিত 'বিদেশি' বাছাই করে নাম বাদ দেওয়ার অছিলায় ক্রমে ক্রমে বিদেশি বিতাড়নের দাবির আড়ালে ধর্ম-নির্বিশেষে বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আক্রমণ নেমে আসে। এ সম্পর্কে বিস্তর ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই। ছয় বছরব্যাপী সেই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৮৫ সালের ১৪ আগস্ট 'অসম চুক্তি' সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। সেই চুক্তি, আইএমডিটি আইন ইত্যাদিকে অবলম্বন করে নতুন শতকের প্রথম থেকে শুরু হয় নাগরিকত্ব নির্ধারণের উদ্যম। আইন-আদালতের পথ ধরে শেষমেশ তা আকার নেয় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নবায়ন, যা এনআরসি নামে সমধিক পরিচিত। জাতীয়তাবাদীদের দাবিমত ১৯৫১-কে ভিত্তি না ধরে অসম চুক্তি অনুসারে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে ভিত্তি ধরেও এনআরসি নবায়নে রাজ্যজুড়ে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাঙালিদের দুটো বছর ধরে কী নির্যাতন সইতে হয়েছে তার ভুক্তভোগী নন এমন বাঙালি কেউ নেই। সেই এনআরসি নিয়ে দফায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পরও যখন ৮০ লক্ষ বা এক কোটি মানুষকে নাগরিকত্ব বাতিল করার ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণ হলো না, তখন প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপায়িত এই প্রক্রিয়াকে তুচ্ছ করে চূড়ান্ত এনআরসি প্রকাশ স্থগিত রাখা হলো আবার পরীক্ষা চালানোর অজুহাতে। তারও প্রায় ছ'বছর হলো। ২০১১ সালের দশ বছর পর নির্ধারিত ২০২১ সালের জনগণনা দেশজুড়েই করা হয়নি করোনা মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে। সেই জনগণনা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে দেশজুড়ে রূপায়িত হবে— এমনই সিদ্ধান্ত। আগস্ট মাস থেকে এই জনগণনার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা। এই রাজ্যে জনগণনাকে কেন্দ্র করে ভাষার রাজনীতি নতুন নয়। স্বাধীনতার পরপর প্রথম জনগণনায় রাজ্যে অসমিয়া ভাষাভাষীর সংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে তদানীন্তন সেনসাস কমিশনার বাঘাইওয়ালা সাহেব স্বয়ং আখ্যা দিয়েছিলেন 'বায়োলজিক্যাল মিরাকল'। অর্থাৎ, জৈবিক অঘটন। এই মিরাকল কী করে সম্ভব হয়েছিল, তা বহুচর্চিত সত্য। গোয়ালপাড়া থেকে শুরু করে সমগ্র নিম্ন অসমে বসবাসকারী মুসলমান অভিবাসীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রশক্তির তরফে— সবাই অসমিয়াকে মাতৃভাষা বলে পঞ্জিভুক্ত কর। 'ন-অসমিয়া' বা 'নতুন অসমিয়া' বলে তাদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটি বিষয় উল্লেখ করা খুব প্রাসঙ্গিক হবে, অসমে ভাষাগত বিদ্বেষকে ভর করে যখনই কোনও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, শাসকদলের অগ্রণী ভূমিকার সঙ্গে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ও সেসঙ্গে সাধারণভাবে অসমিয়া বুদ্ধিজীবী সমাজও তাতে সমান অংশীদার হয়েছে। ১৯৬০-র ভাষা বিল আনার দায় যেমন বিমলাপ্রসাদ চলিহা নেতৃত্বাধীন তদানীন্তন সরকারের ছিল, হরেশ্বর গোস্বামী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, হেম বরুয়ার মতো বিরোধী রাজনীতির অগ্রণী নেতারাও তাতে সমান উদ্যোগী ছিলেন। আর রাজ্যজুড়ে ভাষা-দাঙ্গায় সেই সময়কার যুবনেতা দুলাল বরুয়ার ভূমিকা তো সর্বজনবিদিত। ১৯৭৯-৮৫ এই পর্বে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের পক্ষে দেশব্যাপী জনমত গঠনে অ-কম্যুনিস্ট বিরোধী দলগুলোও বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী, জর্জ ফার্নান্ডেজ, রবীন্দ্র ভার্মা, সরকার-বিরোধী বুদ্ধিজীবী অরুণ শৌরি— এরা 'আসু'র আন্দোলনের সমর্থনে খোলাখুলি সক্রিয় ছিলেন।

> **২০১১ সালের দশ বছর পর নির্ধারিত ২০২১ সালের জনগণনা দেশজুড়েই করা হয়নি করোনা মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে। সেই জনগণনা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে দেশজুড়ে রূপায়িত হবে— এমনই সিদ্ধান্ত। আগস্ট মাস থেকে এই জনগণনার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা। এই রাজ্যে জনগণনাকে কেন্দ্র করে ভাষার রাজনীতি নতুন নয়। স্বাধীনতার পরপর প্রথম জনগণনায় রাজ্যে অসমিয়া ভাষাভাষীর সংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে রাজ্যের তদানীন্তন সেনসাস কমিশনার বাঘাইওয়ালা সাহেব স্বয়ং আখ্যা দিয়েছিলেন 'বায়োলজিক্যাল মিরাকল'।**

আসন্ন জনগণনা নিয়ে অনুরূপ পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সক্রিয় একের পর এক সংগঠন এই ইস্যুতে আসরে নামতে শুরু করেছে। একটি সংগঠন অসম চুক্তির উল্লেখ করে আহ্বান জানিয়েছে, যারা অসম চুক্তির ভিত্তিতে অসমে বৈধ নাগরিক রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের উচিত জনগণনায় মাতৃভাষা হিসেবে 'অসমিয়া' পঞ্জিকৃত করা। আরেকটি ধর্মভিত্তিক সংগঠন আবার বাঙালি, মাড়োয়ারি, বিহারিদের নাম করে তাদের 'অসমিয়া' পরিচয় ঘোষণা করতে বলেছে। অসমে সবসময় সক্রিয় জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো আগামীতে এই উদ্যোগে আরও ব্যাপকভাবে আসরে নামবে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষেত্রে আবার ধর্মীয় মেরুকরণের আধারও ব্যবহৃত হতে পারে। পঞ্চাশের দশকে অভিবাসী বাঙালি মুসলমানদের যেভাবে প্রলোভন ও চাপ দিয়ে 'অসমিয়া' পরিচয় আদায় করা হয়েছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মীয় দুর্বলতার জায়গাকে ব্যবহার করে বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাঙালি হিন্দুদের ওপর চাপ আনতে পারে 'অসমিয়া' ভাষা পঞ্জীকরণে। অভিবাসী মুসলমানেরা এমনিতেই কোণঠাসা হয়ে আছে নানাভাবে। ফলে তাদের ওপর 'অসমিয়া' লেখানোর চাপ অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া সরকারিভাবে অসমিয়া থাকার তো কয়েক দশক হয়ে গেল তাদের ক্ষেত্রে।

এই প্রেক্ষিতে বাস্তব পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে তা এখনই বলা না গেলেও বিভিন্ন শক্তি কিছুদিন ধরে জনগণনায় মাতৃভাষা বদলের প্রকাশ্য ডাক দিয়ে যেভাবে সক্রিয় হচ্ছে এবং আগামীতে জাতীয়তাবাদী প্রধান শক্তিগুলোও যদি এতে সায় দিয়ে সক্রিয় হয়, যার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালি এই রাজ্যে আবার এক বিপন্নতার সম্মুখীন হবে। এবার আর ভাষা, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি নয় একেবারে আত্মপরিচয়ের গোড়ায় ধরে টান পড়বে।

এই সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ ভাষাগত আত্মপরিচয় রক্ষায় আমাদের অনুকূলে সহায়ক হবে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। এই আলোচনায় আগেই দেখিয়েছি যে, পঞ্চাশ-ষাট দশকের ভাষার ওপর আক্রমণ হোক, সত্তর-আশির দশকে 'বিদেশি' আখ্যায়িত করে আমাদের বহিষ্কারের প্রয়াস হোক অথবা এনআরসি/সিএএ প্রকরণ হোক— কোনও ক্ষেত্রে কোনও প্রধান রাজনৈতিক শক্তি আমাদের পক্ষে দাঁড়ায়নি। আজকের পরিস্থিতি নানা কারণে আরও জটিল। ধর্মীয় মেরুকরণ এখন প্রায় সম্পূর্ণ। শাসকদলের রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি ধর্মীয় মেরুকরণ। সঙ্গে 'খিলঞ্জিয়া' বা ভূমিপুত্রদের রক্ষা করতে যাবতীয় প্রশাসনিক আইনি ব্যবস্থার সংকল্প। এই ভূমিপুত্র সংজ্ঞায় কিন্তু বাঙালি ব্যাপক অর্থে ব্রাত্য। অভিবাসী মুসলমানদের নিয়ে নানা সমীকরণ সামনে আসবে— এতে একদিকে যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদীরা একরকম অবস্থান নেবে আবার অন্যদিকে এই জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরেও দোলাচল থাকবে। বরাক উপত্যকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু যাদের সাধারণভাবে অসমিয়া জাতীয়তাবাদী শক্তি ভূমিপুত্র বলে মনে করে আসছে, তাদের মধ্যেও অতীতের মত নানা প্রশ্ন তোলা হবে। যাতে বরাকের বাঙালির অখণ্ড জাতিসত্তা বিপন্ন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালির ওপর চাপটা প্রবলতর হবে। সব মিলিয়ে জনগণনাকে উপলক্ষ করে বাঙালির ভাগ্যাকাশে আবার সংকটের হাতছানি।

হাসিনার পর এবার আসাদুজ্জামানকেও ফেরত চায় বাংলাদেশ

ঢাকা, ২০ জুলাই : শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারও চলতি মাসে নয়াদিল্লির কাছে নথিপত্র পাঠিয়েছে। ভারত সরকারের তরফে সরকারিভাবে নথির প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি সূত্রের খবর, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফেরত চেয়ে দিল্লিকে চিঠি পাঠিয়েছে ঢাকা।

শেখ হাসিনার সঙ্গে একই মামলায় আসাদুজ্জামান খান কামালেরও মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে। ২০২৪-র গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হাসিনার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল। মামলায় অভিযোগ করা হয়, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন কামাল। ২০২৫-র ১৭ নভেম্বর হাসিনা ও কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ট্রাইব্যুনাল। গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে তিনি দেশ ছাড়া।

শেখ হাসিনা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, তিনি আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আদালতের কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করবেন। কামালের ব্যাপারে হাসিনা এবং আওয়ামি লিগ কিছু জানায়নি। কামাল নিজেও এ ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। আওয়ামি লিগ সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলা বন্ধ রেখেছেন। কারণ, তিনি মুখ খুললেই দেশে তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন বেড়ে যাচ্ছে। তাঁদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তিনি আপাতত নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে হাসিনার সঙ্গে তিনিও একইসঙ্গে আদালতে হাজির হয়ে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করবেন কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

হাসিনার বিষয়ে ভারত সরকার সরাসরি না বললেও মোটের ওপর স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইন মেনে হাসিনাকে প্রত্যর্পণে নয়াদিল্লি আগ্রহী নয়। তারা মনে করে, ভারত সরকারের কাছে শেখ হাসিনা মোটেই পলাতক আসামি নন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিমান তাঁকে দিল্লিতে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তিনি ভারতের অতিথি হিসেবে আছেন। ভারতের অবস্থান হলো, শেখ হাসিনাই ঠিক করবেন তিনি কতদিন এ দেশে থাকবেন। ভারত তাঁকে কখনও এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলবে না।

কিন্তু আসাদুজ্জামান খান বাংলাদেশের আইনে পলাতক আসামি। প্রাণ বাঁচাতে তিনি নিজের উদ্যোগে দেশ থেকে পালান। তবে তাঁকেও প্রত্যর্পণ সহজ হবে বলে মনে করে না ভারতের সংশ্লিষ্ট মহল। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের বক্তব্য, প্রত্যর্পণ একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। তাঁর বিচার কতটা ন্যায্য হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের মতো চরম সাজা দেওয়ার অপরাধ তিনি করেছিলেন কিনা, সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করার পর তবেই সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা আছে।

সত্যকথনের আগুন ও আলো, 'নির্বাসিত' তসলিমার প্রত্যাবর্তন

প্রত্যুষা সরকার

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারেরও বহু আগে থেকে বই তথা পুথি নিষিদ্ধ করার সূচনা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে চিনের কিন রাজবংশীয় সম্রাট কিন শি হুয়াং নির্দেশ দেন রাষ্ট্রের আদর্শের বিরোধিতা করে এমন যে কোনও দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ধ্বংস করার জন্য। সরকারি মতাদর্শের বিরোধিতা করা বহু পণ্ডিতও নিপীড়নের শিকার হন। একই ধরনের দমন-পীড়নের নজির প্রাচীন গ্রিস ও রোমেও দেখা যায়, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়ভাবে বিতর্কিত লেখাগুলোকে বারবার নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আসলে সাহিত্যের ইতিহাস একই সঙ্গে সেন্সরশিপেরও ইতিহাস। সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক সংগঠনগুলো এমন বহু বই নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, অবিচারকে উন্মোচিত করেছে, যৌনতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছে অথবা বিপ্লবের দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, অনেক নিষিদ্ধ বই টিকে গিয়েছে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণেই। সেন্সরশিপ বহু সাহিত্যকর্মকে প্রতিরোধ, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতীকে পরিণত করেছে।

অনেক সময় শাসকগোষ্ঠী বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ জনসমক্ষে বই পুড়িয়ে তাদের মতাদর্শের বিরোধী চিন্তাকে ধ্বংস করার প্রতীকী প্রদর্শন করেছে? ১৯৩৩ সালে নাৎসি জার্মানির বই পোড়ানোর ঘটনা এর অন্যতম উদাহরণ। 'নিষিদ্ধ' বই গ্রন্থাগার, বইয়ের দোকান এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিতর্কিত বা শাসকবিরোধী বই মুদ্রণ ও প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অনেক লেখক বাধ্য হয়েছেন ছদ্মনামে লিখতে বা গোপন উপায়ে তাঁদের লেখা প্রকাশ করতেন।

নিষিদ্ধ সাহিত্য প্রচারের অভিযোগে লেখক, প্রকাশক ও বই বিক্রেতাদের কারাবাস, অর্থদণ্ড, নির্বাসন এমনকী মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। জেমস জয়েস, জর্জ অরওয়েল, ভ্লাদিমির নাবোকভ, ডি এইচ লরেন্স, সলমন রুশদি, টনি মরিসন, হেনরি মিলার, মায়া অ্যাঞ্জেলু, জে কে রাউলিং— কাকে ছেড়ে কার কথা বলি! ইতিহাস সাক্ষী, বই কেবল জ্ঞান বা সাহিত্যের বাহক নয়, অনেক সময় তা ক্ষমতা কাঠামোকে প্রশ্ন করেছে, প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে এবং সমাজের অস্বস্তিকর সত্যকে সামনে এনেছে। আর সে কারণেই নানা সময়ে সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ।

সলমন রুশদির 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' হোক কিংবা থমাস পাইনের 'এজ অব রিজন', রিচার্ড ডকিন্সের 'দ্য গড ডিলিউশন' কিংবা এই বাংলায় সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' থেকে বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভরে বৃষ্টি' হয়ে তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা'। সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইগুলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বনাম ধর্মীয় অনুভূতি, যৌনতা থেকে বন্ধ সামাজিক পরিকাঠামো— বিতর্কের একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। একইভাবে বিতর্কিত হন তসলিমা নাসরিন। বলাবাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে তসলিমা এক আগুনের নাম। লেখিকার কলম বারবার প্রশ্ন তুলেছে পুরুষতন্ত্র, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে।

তসলিমার উপন্যাস, আত্মজীবনী এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার উঠে এসেছে নারী-পুরুষের অসম ক্ষমতার সম্পর্ক, ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রসঙ্গ। বিশেষত 'দ্বিখণ্ডিত', 'আমার মেয়েবেলা', 'উতল হাওয়া' কিংবা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি এমন এক সমাজের ছবি এঁকেছেন, যেখানে নারীর স্বাধীনতা পুরুষের ইচ্ছা, পরিবার বা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে তাঁর লেখাকে কেউ দেখেছেন নারীমুক্তির সংগ্রামের ভাষা হিসেবে, আবার কেউ মনে করেছেন সেখানে পুরুষদের প্রতি একপাক্ষিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন রয়েছে। তসলিমার লেখালেখির কেন্দ্রে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সমালোচনা। আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে শুরু করে উপন্যাস, প্রবন্ধ কিংবা ব্যক্তিগত কলামে তিনি তুলে ধরেছেন নারীর ওপর সামাজিক, পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণের নানা অভিজ্ঞতা।

তসলিমার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আপসহীন ভাষা। তাঁর মতে, পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যেখানে পুরুষের কর্তৃত্বকে স্বাভাবিক এবং নারীর অধীনতাকে নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব থেকেছেন।

সমর্থকদের মতে, তাঁর সমালোচনা ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নয়, বরং বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে। যৌনতা, সম্পর্ক এবং নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে তাঁর অকপট মন্তব্যও বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফলে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন, নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে উচ্চারিত তীব্র প্রতিবাদকে কি সমালোচনা বলা হবে, নাকি তা বিদ্বেষ হিসেবে বিবেচিত হবে? এই প্রশ্নের নির্দিষ্ট কোনও উত্তর নেই। তবে এটুকু নিশ্চিত, তসলিমার সাহিত্য ও ব্যক্তিগত অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ, ধর্ম, লিঙ্গ-রাজনীতি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে চলমান আলোচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় (আমেরিকার সপ্তম-প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান)-র সহকারী অধ্যাপক জনাথন ই. কলিন্স তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'পলিসি সলিউশনস্ : হোয়াট শুড উই মেক অব বুক ব্যানস?'-এ উল্লেখ করেছেন, কোনও বই নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে সাধারণত দু'টি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়— ঘৃণাত্মক বক্তব্য এবং অশ্লীলতা। তবে তিনি এ-ও বলেন, কেবল এই উপাদানগুলোর উপস্থিতি বিচার করাই যথেষ্ট নয়— একটা বইয়ের সামাজিক গুরুত্ব, বৌদ্ধিক অবদান এবং পাঠকের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাবও সমানভাবে বিবেচনা করা জরুরি। অর্থাৎ, কোনও গ্রন্থকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার বিতর্কিত বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সমাজে তার সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত ভূমিকার দিকেও নজর দেওয়া উচিত। অথচ তার প্রয়োগ হচ্ছে কোথায়!

১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে তসলিমা লিখেছিলেন তাঁর অত্যন্ত সমালোচিত উপন্যাস 'লজ্জা'। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বিপর্যয়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ দত্ত পরিবার, বাবা সুধাময়, মা কিরণময়ী, ছেলে সুরঞ্জন এবং মেয়ে নীলাঞ্জনা। এই উপন্যাসে মূলত উঠে আসে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু দ্বন্দ্বের নির্মম রূপ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। ১৯৯৩ সালে প্রথম প্রকাশের পর এই বইটিকে বাংলাদেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে ফতোয়া জারি করে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয় লেখিকাকে।

এরপর আমেরিকা ও ইউরোপে কয়েক বছর কাটানোর পর ২০০৪ সালে তসলিমা কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর তাঁর জীবনে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। তসলিমার লেখা 'দ্বিখণ্ডিত' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে কলকাতা। মৌলবাদী শক্তির আগ্রাসন ও তীব্র অশান্তি সামলাতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারকে আধাসেনা পর্যন্ত নামাতে হয়েছে। কলকাতায় উগ্রপন্থী ও মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপক হিংসাত্মক বিক্ষোভ এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে তাঁকে শহর ছাড়তে একরকম বাধ্য করা হয়। সেই সময় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি ফোরামের ছত্রচ্ছায়ায় কয়েকজন প্রতিবাদকারী তসলিমাকে কলকাতায় থাকতে না দেওয়ার দাবিতে মধ্য কলকাতা অঞ্চলের একটি বড় অংশ অবরোধ করে, ইচ্ছাকৃত হিংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এরপর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তাঁকে রাজ্য ছাড়ার নির্দেশ দেয়। ফলে বাংলাদেশের পর 'সংস্কৃতির শহর' কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে বাধ্য হন লেখিকা।

সাম্প্রতিক অতীতেও ব্যান কালচার দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ করে সাহিত্য ও শিল্পকলা ক্ষেত্রে 'ব্যান' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন এমন কবি, সাহিত্যিক, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী বোধহয় নেই। যদিও পালাবদলের পশ্চিমবঙ্গে আশার আলো দেখছেন অনেকেই। সেই আলোর উজ্জ্বলতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দল একটি খবর— ২০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে তসলিমার প্রত্যাবর্তন। তসলিমার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, আগামী ১ আগস্ট ২০২৬ কলকাতার রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর কবিতা, গান, সাহিত্যকর্ম দিয়েই সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব।

পলকে

মন্দিরে ধস

লখনউ, ২০ জুলাই : বিরাট আয়োজন করে ৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন করেছিল উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। তবে বর্ষার জল পেতেই ধসে গেল তিন শতাব্দী প্রাচীন বাবা বৈজুনাথের মন্দির। রবিবার দুপুরে ভেঙে পড়ার পর আপাতত পূজা-অর্চনা চালিয়ে যেতে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে সন্ত কবিরনগর জেলার বাসওয়ারী গ্রামে। মন্দিরটি ফের নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। গত ২৫ জুন এই মন্দিরে প্রার্থনা করতে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর সফরের আগে মহাআড়ম্বরে সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল মন্দিরটির। স্থানীয়দের দাবি, অত্যন্ত জাগ্রত এই মন্দিরে প্রতি সোমবার পুজো দিতে ভক্তদের ঢল নামে। জানা যাচ্ছে, গত রবিবার ভোর থেকে এলাকায় হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সেই বৃষ্টির জেরে মন্দিরে ফাটল দেখা যায়। এরপর দুপুর ১টা নাগাদ মন্দিরের গর্ভগৃহের গম্বুজ ও পিছনের ৭০ শতাংশ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে।

খতম অভিযুক্ত

আহমেদাবাদ, ২০ জুলাই : গুজরাটে এক নাবালিকা ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন যুবক। সোমবার ভোরে জেল থেকে পালাতে গিয়ে এনকাউন্টারে খতম ওই অভিযুক্ত। গুজরাটের আনন্দ জেলার ঘটনা। জানা গিয়েছে, নিহত ওই অভিযুক্তের নাম সুরেশ পারমার। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর চারেকের শিশুকে অপহরণের পর ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। রবিবার বিকেলে এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করতেই পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের। পুলিশ সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগেই চার বছরের মেয়েকে নিয়ে ভালসাদ রেলস্টেশনের ধারে থাকতে শুরু করেন বাবা-মা। পাকা কোনও বসবাসের জায়গা নেই বলে স্টেশনেই দিন কাটাচ্ছিল ওই পরিবার। রবিবার সকাল থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় শিশুটি।

বিপাকে তরুণী

মাস্কট, ২০ জুলাই : ওমানের মাস্কাটে পরিচারিকার কাজে গিয়ে বিপাকে হায়দরাবাদের তরুণী। তিনি অভিযোগ করেছেন, দিনে তাঁকে প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে কাজ করতে হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে না খাবার। পরিবর্তে মিলছে বেধড়ক মার এবং নির্যাতন। এমনকী তাঁকে বেতনও দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তরুণীর নাম শবনম বেগম। গত ২৬ মার্চ তিনি মাস্কাটে রওনা দেন। তাঁর দাবি, হায়দরাবাদের স্থানীয় এক এজেন্টের মাধ্যমে তিনি এই কাজের সন্ধান পান। মোটা টাকার বেতনেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর ছবিটা একদম বদলে যায়। গত তিন মাস ধরে তরুণী সেখানে 'বন্দি' হয়ে রয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, গত তিন মাস ধরে বিনা বেতনে দিনে প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে তাঁকে কাজ করানো হচ্ছে। ঠিক মতো খেতেও দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনেরও অভিযোগ তুলেছেন শবনম।

হামলা ইউক্রেনের

কিয়েভ, ২০ জুলাই : রাশিয়ার রাজধানী মস্কো ও এর আশপাশের অঞ্চলে ইউক্রেনের এক ডজনেরও বেশি ড্রোন আঘাত হানায় তিনজন চিনা নাগরিকসহ মোট ১০ জন আহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে রাশিয়ার রাজধানী লক্ষ্য করে পরিচালিত অন্যতম বৃহৎ এই ড্রোন হামলায় ৪০০টিরও বেশি ইউক্রেনীয় ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে বলে মস্কো দাবি করেছে। মস্কোর মেয়র সেগেই সোবিয়ানিন বার্তা সংস্থা টেলিগ্রামে জানান যে রাতভর ইউক্রেন তাদের দিক থেকে অন্তত ৪০০টির বেশি ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। তিনি দাবি করেন যে ড্রোনের বড় একটি অংশ রাজধানীর সীমানার বাইরে ধ্বংস করা হয়েছে, যার মধ্যে মস্কোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকা ৮৫টি ড্রোন মাঝপথেই ভূপাতিত করে রাশিয়া। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস একে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে মস্কোর ওপর ইউক্রেনের অন্যতম বড় হামলা বলে বর্ণনা করেছে। মস্কো অঞ্চলের গভর্নর আন্দ্রে ভোরোবিওভ রাশিয়ার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ম্যাক্স-এ জানান যে আকাশ প্রতিরক্ষা ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধ ব্যবস্থার মাধ্যমে আক্রমণ ঠেকানো হলেও পোডোলস্ক, ডমোদেডোভো এবং ওডিনত্সোভো জেলায় প্রধান ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি আরও জানান যে ভূপাতিত ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে বেশ কিছু ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কয়েকটি স্থানে আগুন ধরেছে এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ইরাকে মার্কিন সেনার মৃত্যু, ইরানে হামলা বাড়ানোর নির্দেশ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাই : ইরানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে এবার ইরাকে মৃত্যু হল আরও এক মার্কিন সেনার। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, ইরানের ফেলে যাওয়া বিস্ফোরক বোঝাই ড্রোন নিষ্ক্রিয় করতে গিয়েছিলেন ওই জওয়ান। তখনই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তাঁর। পাশাপাশি আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আরও এক জন। এই ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত ১৭ জন মার্কিন জওয়ানের মৃত্যু হল যুদ্ধে। সেন্ট্রাল কমান্ডের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, গত ১৮ জুলাই উত্তর ইরাকে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইরান। সেই হামলার পর অবিস্ফোরিত একটি ড্রোন নিষ্ক্রিয় করার সময় বিস্ফোরণে এক জওয়ান শহিদ হয়েছেন। ইরানের হামলায় আরও এক মার্কিন সেনার মৃত্যুর পর ওই অঞ্চলের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী সোমবার ভোরে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা শুরু করেছে। এই নিয়ে টানা ৯ রাত ইরানে হামলা চালাল আমেরিকা। সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় ২.৩০ নাগাদ বেশ কিছু বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে নানা জায়গায়। সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইরানের সামরিক ক্ষমতা চূর্ণ করতে হামলার ঝাঁজ আরও বাড়ানো হবে। আমেরিকার এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ ও বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা। উল্লেখ্য, এর আগে জর্ডানে আমেরিকার দুই জওয়ান নিহত হওয়ার পর রবিবার মার্কিন সেনা ইরানের ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে।

জর্ডানে ইরানি হামলার পর একজন জওয়ান নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার জর্ডানে অজ্ঞাতপরিচয় দেহাবশেষ উদ্ধার হয়েছে। এই দেহ মার্কিন জওয়ানের কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে আমেরিকা ও ইরানের সংঘাত ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিতে শুরু করেছে। ইরানের সামরিক ঘাঁটির পাশাপাশি সেখানকার সেতু, জল শোধনাগার এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র-সহ বেসামরিক কাঠামোগুলিতে হামলা করেছে। এর জবাবে তেহরানও মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির ওপর হামলা চালিয়েছে। ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র আটকাতে কুয়েত, জর্ডান, বাহরিন এবং কাতার তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে।

হায়দরাবাদে আইপিএস ট্রেনি অফিসারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মহিলা সহকর্মী

হায়দরাবাদ, ২০ জুলাই : হায়দরাবাদে ট্রেনি এক আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুললেন তাঁরই এক মহিলা সহকর্মী। অভিযোগ, হায়দরাবাদের সর্দার বল্লভভাই পটেল ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ চলাকালীনই তাঁকে হেনস্তার শিকার হতে হয়। মহিলা জানান, আইপিএস প্রবেশনারি অফিসার উদয় কৃষ্ণ রেড্ডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মহিলা জানান, তাঁকে স্টিকং, শারীরিক নির্যাতন, ভয় দেখিয়ে গোপনে ব্যক্তিগত ভিডিও করা সহ একাধিকভাবে হেনস্তা করা হয়। ১৮ জুলাই দায়ের করা অভিযোগে অভিযোগকারী অফিসার জানান, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ট্রেনিং চলাকালীন ওই অফিসার তাঁকে নানারকমভাবে হেনস্তা করছিলেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্ত তাঁকে অশ্লীল ও যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা পাঠাতেন। অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে অপমান করতেন। ধীরে ধীরে তাঁর আচরণ আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ও অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেন বলে অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়, অভিযোগকারীর দাবি, গত ৯ জুলাই তাঁকে জোর করে টেনে একটি ঘরে নিয়ে যান অভিযুক্ত। সেখানে তাঁকে মারধর করা হয়, ছুরি দেখিয়ে ভয় দেখানো হয়। অভিযোগ সেই সময় অভিযুক্ত তাঁর দিকে কন্ডোমের প্যাকেট ছুড়ে মারেন। অভিযুক্ত ওই অফিসার নাকি জোর করে মহিলা সহকর্মীর মোবাইল ফোন চেক করতে চাইতেন। বহুবার তাঁর ফোনও কেড়ে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ব্যক্তিগত চ্যাট দেখার জন্য পাসওয়ার্ড জানতে চাপ দিতেন বহুবার।

সম্মতি ছাড়াই একাধিকবার তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টাও করেন তিনি। অভিযোগে আরও দাবি করা হয়, গোপনে একটি অন্তরঙ্গ ভিডিও রেকর্ড করেন ওই অফিসার এবং সেই ভিডিও অভিযোগকারীর স্বামীকে পাঠিয়ে দেবেন বলে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ওয়াংচুকের অনুরোধে অনশন ভাঙলেন ককরোচ প্রধান অভিজিৎ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধে অনশন ভাঙলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রধান অভিজিৎ দীপকে। এ ছাড়া, দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশনরত আরও তিন পড়ুয়া উপবাসে ইতি টেনেছেন সোমবার। বিরোধী সাংসদদের অনুরোধে এবং আশ্বাসে তাঁরা অনশন থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে প্রতিবাদ-আন্দোলন চলবে। সোনম নিজে এখনও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সোমবার সিজেপি-র ডাকে সংসদ ভবন অভিযানে যোগ দিতে দিল্লিতে প্রায় ১০ হাজার মানুষের জমায়েত হয়েছে। পুলিশ প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল। সংসদের উদ্দেশে মিছিল পা বাড়াতেই তা দমনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জমায়েতে লাঠিচার্জও করেছে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে ককরোচ প্রধান নিজে অনশন ভাঙার কথা ঘোষণা করলেন। গত শনিবার যন্তর মন্তরের সামনে থেকে অনশনরত সোনমকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সাদা পোশাকের পুলিশ। তাঁকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর দাবি, নুনজল ছাড়া তাঁর স্বামী আর কিছু খাচ্ছেন না। সোনমের সঙ্গেই গত ২৮ জুন থেকে যন্তর মন্তরে অনশনে বসেছিলেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) তিন সদস্য; নেহা বোরা, মণীশ কুমার এবং আমিন অমিতোজ। রবিবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী শাবানা আজমি। এছাড়া, আরজেডি-র রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝা, লিবারেশনের সাংসদ রাজারাম সিংহ, রাজস্থানের সাংসদ আমরা রাম দেখা করেছিলেন অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের দাবি সংসদের আলোচনায় তোলা হবে, আশ্বাস দেন বিরোধী নেতৃত্ব। তার পরেই সোমবার নেহা-সহ তিন জন অনশন থামানোর সিদ্ধান্ত নেন।

ব্রিটেনের ৫৯তম প্রধানমন্ত্রী হলেন অ্যান্ডি বার্নহ্যাম

লন্ডন, ২০ জুলাই : ব্রিটেনের রাজনীতিতে শুরু হলো নতুন নেতৃত্বের অধ্যায়। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির নতুন নেতা অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে দেশের ৫৯তম সরকারপ্রধানের দায়িত্ব নেন তিনি। বাকিংহ্যাম প্যালেসে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে বৈঠকে তাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বার্নহাম। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর রাজার সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠক করেন বার্নাম। বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অ্যান্ডি বার্নাম রাজা তৃতীয় চার্লসের প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলের নেতা বা সরকার গঠনে সক্ষম ব্যক্তিকে বাকিংহাম প্যালেসে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজা সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন।

ভারতীয়দের ইরান ছাড়ার সতর্কবার্তা দূতাবাসের

তেহরান/নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ইরান-আমেরিকার সংঘাত ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে ইরানে বেড়াতে না যাওয়ার পরামর্শ তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের। শুধু তাই নয়, যারা এই মুহূর্তে ইরানে রয়েছেন, অবিলম্বে তাঁদের দেশ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইরানে টানা ৯ রাত মার্কিন হামলার মাঝেই প্রকাশ্যে এসেছে এই বিবৃতি। রবিবার তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের ইরান সফরে না যাওয়াই মঙ্গল।' পাশাপাশি যারা ইতিমধ্যেই ইরানে রয়েছেন, তাঁদের যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বার্তা দিয়ে লেখা হয়েছে, 'যদি সম্ভব হয় অবিলম্বে ইরান ছেড়ে চলে আসুন।'

যুদ্ধের মাঝে যারা ফিরতে পারছেন না, তাঁদের পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সামরিক তৎপরতা রয়েছে এমন সব এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস। জরুরি পরিস্থিতির জন্য ফোন ও ইমেলে হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে। গত শুক্রবার আমেরিকান সেনাঘাঁটিতে লাগাতার মিসাইল হামলা চালায় ইরান। তাতেই দুই আমেরিকান সেনার মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। নিখোঁজ আরও এক জওয়ান। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। পাল্টা ইরানে লাগাতার এয়ার স্ট্রাইক শুরু করেছে আমেরিকান সেনাও। এর মধ্যে ইজরায়েলের সঙ্গেও উত্তেজনা বেড়েছে। তাদের উপরে মিসাইল হামলা হলে 'পূর্ণশক্তিতে জবাব দেওয়া হবে' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় বৃহত্তর যুদ্ধের আশঙ্কা আরও জোরালো হচ্ছে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক মহলের একাংশ।

২০ দিনে চিনে ৬০০ কোটি ডলারের তেল বিক্রি করেছে ইরান

তেহরান, ২০ জুলাই : ইসলামাবাদ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর গত ১৭ জুন ইরানের তেল রফতানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে যুক্তরাষ্ট্র। তবে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ায় ৭ জুলাই আবারও সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়। এই ২০ দিনের ব্যবধানে ইরান চিনের কাছে প্রায় ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের অপরিশোধিত তেল বিক্রি করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইরান প্রায় ২০টি ট্যাংকারে মালয়েশিয়ার পূর্ব উপকূলীয় রুট ব্যবহার করে চিনের বিভিন্ন বন্দরে তেল পাঠায়। ১৭ জুন থেকে ৩০ জুন, এই ১৩ দিনে দেশটি প্রায় ৭ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল চীনে রফতানি করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। বর্তমান বাজারদরে ওই তেলের মূল্য প্রায় ৬০০ কোটি ডলার।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ১৯৭৯ সালে ইরানের তেল রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরবর্তী বছরগুলোতে ধাপে ধাপে সেই নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম ১৯৭৯ সালে ইরানের তেল রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরবর্তী বছরগুলোতে ধাপে ধাপে সেই নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করা হয়। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরান থেকে তেল আমদানি বাড়িয়েছে চিন। বর্তমানে দেশটি ইরানি তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। ইরানের মোট তেল রফতানির প্রায় ৯০ শতাংশই যায় চীনে। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকাকালে ইরানি ট্যাংকারগুলো সাধারণত দক্ষিণ চীন সাগরের 'ইস্টার্ন আউটার পোর্ট লিমিটস (ইওপিএল)' এলাকায় অবস্থান নেয়। সেখানে অপেক্ষমাণ চীনা ট্যাংকারে জাহাজ থেকে জাহাজে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল স্থানান্তর করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে এই পদ্ধতিতেই চীনের কাছে তেল বিক্রি করে আসছে ইরান।

চিসিনাউতে দ্রৌপদী মুর্মুকে উষ্ণ সংবর্ধনা

চিসিনাউ, ২০ জুলাই : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও মলডোভার রাষ্ট্রপতি মাইয়া সান্দুর সোমবার চিসিনাউতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত, মলডোভা সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মলডোভা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দুর সঙ্গে যৌথ সংবাদ বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই সফরের সময় আমাকে ও আমার প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আন্তরিক আতিথেয়তা জানানোর জন্য আমি প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মলডোভায় এই রাষ্ট্রীয় সফর করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং আমাদের পারস্পরিক আস্থা ও ক্রমবর্মান বন্ধুত্বেরই প্রতিফলন। আজ আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। পাশাপাশি, আমরা বিভিন্ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করেছি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে কথা বলেছি। আমরা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) শক্তিশালীকরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করব। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিন মলডোভার রাষ্ট্রপতি মাইয়া সান্দুর সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেন। এছাড়া একটি ব্যবসায়িক ফোরামে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি। সে দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন রাষ্ট্রপতি। কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রপতির মলডোভায় সফর এই প্রথম। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার মলডোভার চিসিনাউতে এসে পৌঁছন। চিসিনাউ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর মলডোভা প্রজাতন্ত্রের উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী মি মিহাই পপসয় তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে মলডোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্দুর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা ও গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয় রাষ্ট্রপতিকে।

দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগের নির্দেশ

সিওল, ২০ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত নিজেদের নাগরিকদের দ্রুত অঞ্চল ত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। ইরান, ইজরায়েলসহ ১৭টি দেশের কূটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকের পর এই সতর্কবার্তা দিয়েছে দেশটির বিদেশমন্ত্রক। বৈঠকে ওই অঞ্চলে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক ও জাহাজগুলোর নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশটির দ্বিতীয় উপ-বিদেশমন্ত্রী কিম জিনা বলেন, গত মার্চ থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ লেভেল-৩ ভ্রমণ সতর্কতার আওতায় রয়েছে। তাই জরুরি কাজ না থাকলে সেখানে অবস্থানরত স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণকারীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী এবং সৌদি আরবকে ঘিরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণে লোহিত সাগরে চলাচল করা দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

চতুর্থ সন্তানের বাবা হলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও তার স্ত্রী উষা ভ্যান্স তাদের চতুর্থ সন্তানের জন্মের ঘোষণা দিয়েছেন। রোববার মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বেথেসডায় অবস্থিত ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে তাদের পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এক যৌথ বিবৃতিতে দম্পতি জানান, 'আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আজ সকালে আমাদের পুত্র অ্যালেক নিল ভ্যান্স জন্মগ্রহণ করেছে। উষা ও নবজাতক দু'জনই সুস্থ আছেন। আর আমাদের অন্য সন্তানরা তাদের ছোট ভাইকে পেয়ে ভীষণ আনন্দিত।' ওহাইওর বাসিন্দা জেডি ভ্যান্স ও ভারতীয় অভিবাসী পরিবারের মেয়ে উষা ভ্যান্স ইয়েল ল' স্কুলে পড়ার সময় একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন। ২০১৩ সালে তারা সেখান থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। দম্পতির প্রথম ছেলে

ইওয়ানের জন্ম ২০১৭ সালে। দ্বিতীয় ছেলে বিবেক জন্ম নেয় ২০২০ সালে এবং কন্যা মিরাবেলের জন্ম হয় ২০২১ সালে। এবার তাদের পরিবারে যোগ দিল চতুর্থ সন্তান অ্যালেক নিল ভ্যান্স।

হোয়াইট হাউস হিস্টোরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, দায়িত্বে থাকা কোনো মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের ঘরে ১৫০ বছরেরও বেশি সময় পর সন্তানের জন্ম হলো। এর আগে সর্বশেষ ১৮৭০ সালে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট স্কাইলার কোলফ্যাক্স দায়িত্বে থাকাকালে তার ছেলে স্কাইলার কোলফ্যাক্স তৃতীয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মার্কিন স্থল অভিযানের অপেক্ষায় ইরান

তেহরান, ২০ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী যদি দক্ষিণাঞ্চলীয় খার্গ দ্বীপ দখলের উদ্দেশ্যে কোনও ধরনের দুঃসাহসিকতা বা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাদের কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলে সতর্ক করেছেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘেই। তিনি আরও জানান যে তেহরানের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই স্থল অভিযানের মাধ্যমে মার্কিন বাহিনী আসার খবর উদযাপন করতে এবং তাদের মোকাবিলা করতে 'মিনিটের হিসাব কষছেন'। সোমবার বিদেশমন্ত্রকের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং থেকে মুখপাত্রের এই কঠোর হুঁশিয়ারির কথা জানা গেছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় বুশেহর প্রদেশ থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার বা ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত এই খার্গ দ্বীপটি হলো ইরানের পুরো তেল শিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলমান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন সুযোগে একাধিকবার কৌশলগত এই দ্বীপাঞ্চলটি দখলের তাগিদ ও হুমকি দিয়ে আসছিলেন, যার কঠোর জবাব দিল তেহরান। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘেই মার্কিন পদক্ষেপের কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করে বলেন যে দেশটির সামরিক বাহিনী যেকোনো আগ্রাসন রুখে দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। ভূখণ্ড রক্ষায় ইরান তাদের পুরো সামর্থ্য ব্যবহার করবে বলেও ইরানের পক্ষ থেকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

ইউক্রেন যুদ্ধে সমর্থনের জন্য উত্তর কোরিয়াকে ধন্যবাদ জানালেন পুতিন

মস্কো, ২০ জুলাই : ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখায় উত্তর কোরিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রোববার রাশিয়া সফররত উত্তর কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী চোয়ে সন হুইয়ের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্রেমলিন প্রকাশিত ভিডিওতে পুতিন বলেন, ইউক্রেনে পরিচালিত রাশিয়ার 'বিশেষ সামরিক অভিযান'-এ উত্তর কোরিয়ার সমর্থনের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়ার সেনাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাশিয়া কখনও ভুলবে না এবং তাদের নিজ দেশের নাগরিকদের মতোই সম্মান জানানো হবে। এ সময় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে গড়ে ওঠা পারস্পরিক আস্থা ও

বোঝাপড়ারও প্রশংসা করেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

এর আগে শনিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বিদেশমন্ত্রী সেগেই লাভরভের আমন্ত্রণে সরকারি সফরে রাশিয়ায় গেছেন উত্তর কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী চোয়ে সন হুই। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে সেনা মোতায়েনের পাশাপাশি মস্কোর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে বিশ্লেষকদের মতে, এর বিনিময়ে উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা, খাদ্য, জ্বালানি এবং সামরিক প্রযুক্তিগত সহযোগিতা পেয়েছে। এপ্রিলের শেষদিকে জ্যেষ্ঠ রুশ কর্মকর্তাদের পিয়ংইয়ং সফরের সময় উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনও ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং মস্কোর বিজয় নিশ্চিত করতে সহায়তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

একের পাতার পর

বন্যা মোকাবিলায় মন্ত্রী

বন্যাকবলিত প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের পরিস্থিতি আমি ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা মানুষের পাশেই রয়েছেন। এই সংকট মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।' তিনি জানান, বন্যাকবলিত সমস্ত জেলার সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী এবং উর্ধ্বতন প্রশাসনিক আধিকারিকদের মাঠে থেকে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে তাঁরা উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজ তদারকি করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বন্যাকবলিত জেলার সমস্ত সাংসদ এবং বিধায়কদের এলাকায় থেকে পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখতে বলেছি। আমি প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি এবং অসম সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি।'

জলস্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকায় উদ্ধার অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে এবং নদীর জলস্তর বাড়ছে। তাই মানুষকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে।'

উদ্ধারকাজে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর সঙ্গে জেলা প্রশাসন দিনরাত কাজ করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এই নজিরবিহীন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একজন মানুষকেও যাতে সাহায্যের বাইরে থাকতে না হয়, তার জন্য কোনও রকম প্রচেষ্টার ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। আমাদের দলগুলি এনডিআরএফ-এর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করছে। যারা আটকে পড়েছেন তাঁদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে আমরা দৃঢ়ভাবে রয়েছি।'

বন্যার জল ক্রমশ বাড়তে থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধগুলিকে আরও শক্তিশালী করার কাজও চলছে। বালির বস্তা, নিয়ন্ত্রিত পাইলিং এবং অন্যান্য বন্যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভাঙন ও জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে প্রশাসন, যাতে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমানো যায়। স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। শিশু, প্রবীণ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন জোগান এবং জলবাহিত ও মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরকে পর্যাপ্ত ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী মজুত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে জরুরি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রাণশিবিরগুলিতে খাদ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। হিমন্ত বলেন, 'সমস্ত বন্যাকবলিত এলাকায় পর্যাপ্ত খাদ্যশস্যের জোগান নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি। সরকারের প্রতিটি দফতরকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে এবং পূর্ণ শক্তি নিয়ে মানুষের উপর বন্যার প্রভাব যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।' ত্রাণশিবিরে প্রশাসনের উপস্থিতি এবং উদ্ধারকাজের কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ত্রাণশিবিরগুলিতে থেকে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি এলাকায় খাদ্যসামগ্রী, ত্রাণ এবং চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।' ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। শেষে তিনি বলেন, 'মানুষের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কোনও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আমরা একা ছেড়ে দেব না। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সমস্ত সুবিধা যাতে দ্রুত প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত সরকারের প্রতিটি দফতর মাঠে থেকেই কাজ চালিয়ে যাবে।'

তৃতীয়বার রাজ্যসভায় সুস্মিতা

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর এদিন ছিল তাঁর রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে তৃতীয় শপথ। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে তিনি দু'বার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। জুন মাসে তিনি রাজ্যসভার সদস্যপদ এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয় থেকেই ইস্তফা দেন। এমাসের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

সোমবার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন মোট ন'জন নবনির্বাচিত সদস্য রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সুস্মিতা দেব, সুখেন্দু শেখর রায় এবং প্রকাশ চিক বরাইক। এছাড়াও গুজরাট, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম ও রাজস্থান থেকে নির্বাচিত সদস্যরাও এদিন শপথ গ্রহণ করেন। বরাক উপত্যকার রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ সুস্মিতা কংগ্রেসের হয়ে শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হন। এবার রাজনৈতিক জীবনের আরেক নতুন অধ্যায়ে বিজেপির প্রতিনিধিত্ব করে তৃতীয়বারের মতো রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন তিনি।

গুয়াহাটিতে পাঁচ জায়গায় ভূমিধস

নোংরা জল ঢুকে পড়ে। অনিল নগর, নবীন নগর, তরুণ নগর, রুক্মিণীগাঁও, লাচিতনগর, রাজগড় সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর বাড়ি-ঘরে হাঁটু জল পরিলক্ষিত হয়। অনিল নগর, নবীন নগর, রুক্মিণীগাঁও, রাজগড় এবং লাচিতনগরে জল নিষ্কাশনে ব্যবহার করা হয় একাধিক পাম্প। এদিকে গতকাল রাত থেকে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টির ফলে মালিগাঁওয়ের মাধবদেবনগর, পান্ডুর টেম্পল ঘাট, কামাখ্যা কলোনির গণেশ মন্দিরের কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। একই ঘটনা ঘটেছে পশ্চিম-কামাখ্যাগাঁওয়ের জলের ট্যাঙ্কারের কাছে এবং কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার পথে প্রশান্ত নেলের পেছনেও। ভূমিধসের ফলে বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাণে বেঁচেছে চারজনের একটি পরিবারও। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত ওই পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। ভূমিধসের ঘটনার জন্য কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার পথে যানবাহন চলাচলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এদিকে ভূমিধসের ঘটনার পর নড়ে-চড়ে বসেছে কামরূপ (মহানগর) জেলা প্রশাসন। দরকার না হলে মহানগরের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে না যাওয়ার জন্য আমজনতাকে অনুরোধ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। বিশেষ করে মালিগাঁও এবং পান্ডুর পাহাড়ি এলাকাগুলোতে।

উজানে জলপ্রলয়

এদিকে, বন্যার পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার দিল্লিতে অসমের দলীয় সাংসদদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আলোচনায় নিজ নিজ এলাকার বন্যার পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য সাংসদদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংসদের অধিবেশন শুরু হলেও, কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা এবং সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসাকে অসমে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, বন্যার জলে ভেসে যাওয়ায় মরিয়নির লুখুরাখন গ্রামের প্রতিম গগৈ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তিতাবরের নাহরাণি গ্রামেও জলে ভেসে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে দুই কিশোরীর। এছাড়াও যোরহাট এবং কার্বি আংলং জেলায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের।

শ্রাবণের শুরুতে বন্যায় এখনও পর্যন্ত শিবসাগর, চরাইদেউ, যোরহাট, বিশ্বনাথ, কাছাড়, ধেমাজি, গোলাঘাট, ডিব্রুগড়, কার্বি আংলং, লখিমপুর, তিনসুকিয়া, ওদালগুড়ি, শোণিতপুর, চিরাং, কামরূপ, কামরূপ (মহানগর) জেলার ৪৫টি রাজস্ব সার্কলের ৭৯৪ টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে শিবসাগর, চরাইদেউ এবং যোরহাট জেলার ৪৫৯ টি গ্রামের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নাগাল্যান্ডের মন জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে অকস্মাৎ বন্যায় শিবসাগর, যোরহাট এবং চরাইদেউ জেলায় হাহাকার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বন্যার জলে বাড়ি-ঘর ডুবে যাওয়ায় দুর্ভোগের সীমা ছাড়িয়ে গেছে তিনটি জেলার সাধারণ মানুষের। প্রাণে বাঁচতে গাছে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন অনেকে। বন্যার জলে ভেসে গেছে প্রচুর গবাদি পশুও। ঘরের ছাদ পর্যন্ত জল হওয়ায় প্রচুর মানুষ অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। তবে বন্যাক্রান্তদের উদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তিনটি জেলার প্রশাসন। শিবসাগরে ২৪ টি এবং চরাইদেউ জেলায় ১০ টি লাইফ বোটের সাহায্যে বন্যাক্রান্তদের উদ্ধার করতে অভিযানে নেমে পড়েছে এসডিআরএফ বাহিনী। পিছিয়ে নয় এনডিআরএফ বাহিনীও। বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার অভিযানে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হচ্ছে। সেনা জওয়ানরাও নেমে পড়েছেন উদ্ধার অভিযানে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে মাথায় রেখে এদিন হাঁটু জলে নেমে শিবসাগরের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বন্যার্তদের খোঁজখবর নেন তিন মন্ত্রী বিমল বরা, কেশব মহন্ত ও সুশান্ত বরগোহাঞি। বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করার পর মন্ত্রী সুশান্ত বলেন, শিবসাগরে এধরনের ভয়াবহ বন্যা গত ৮০-১০০ বছরেও কেউ দেখেননি। নাগাল্যান্ডের মন জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, বন্যাক্রান্তদের পাশে রয়েছে সরকার। বন্যার জলে আবদ্ধ মানুষদের উদ্ধার করতেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বর্তমানে। পরবর্তীকালে বন্যার্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এখনও প্রায় ৭০ শতাংশ বন্যাক্রান্ত মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চারটি হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযানে নেমে পড়েছে। বিভিন্ন এলাকায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে খাদ্য সামগ্রীও বিতরণ করা হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবাও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। ত্রাণ শিবিরে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে বন্যাক্রান্তদের। ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়া মানুষদের সাহায্যে কোনও রকমের ত্রুটি রাখা হবে না। তিনি বলেন, ধেমাজি লখিমপুরে বন্যা হয়েই থাকে। মানুষও অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু শিবসাগরের মানুষ এধরনের জলপ্রলয় আগে কখনও দেখেননি। মন্ত্রী বিমল বরা বলেন, বন্যাক্রান্তদের উদ্ধার অভিযানে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। হেলিকপ্টারের পাশাপাশি এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ বাহিনী লাগাতার উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বন্যায় আক্রান্তদের সাহায্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তিনটি জেলার প্রশাসন। মন্ত্রী কেশব মহন্ত সংশ্লিষ্ট তিনটি জেলার বন্যার পরিস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে জানান। তিনি বলেন নাগাল্যান্ডের মন জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে শিবসাগর, চরাইদেউ ও যোরহাট জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। নাজিরা মহকুমার ১২৬ টি গ্রাম এখন জলমগ্ন। পরিস্থিতির সামাল দেওয়াটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্যার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এদিন তিনটি জেলার জেলা কমিশনার এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন তিন মন্ত্রী। উজান অসমের বিজেপির বিধায়করাও বন্যাক্রান্তদের খোঁজখবর নিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। অন্যান্য বিধায়কদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি দিলীপ শইকিয়া।

জলমগ্ন রেললাইন ও স্টেশন

সোমবারের জন্য গুয়াহাটি-লেডো ও লেডো-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-রাজেন্দ্র নগর এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি-ডিব্রুগড় নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস, রঙিয়া-নিউ তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি এবং লুমডিং-তিনসুকিয়া ও তিনসুকিয়া-লুমডিং ডিএমইউ-সহ একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবারও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় নিউ তিনসুকিয়া-অমৃতসর এক্সপ্রেস, নিউ তিনসুকিয়া-রঙিয়া ও রঙিয়া-নিউ তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি, সিমলুগুড়ি-ডিব্রুগড় ও ডিব্রুগড়-সিমলুগুড়ি প্যাসেঞ্জার, তিনসুকিয়া-যোরহাট টাউন ও যোরহাট টাউন-তিনসুকিয়া প্যাসেঞ্জার-সহ আরও একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেস, অমৃতসর-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস এবং ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস-সহ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনকে নির্ধারিত গন্তব্য পর্যন্ত না চালিয়ে ডিমাপুর, মরিয়ানি, গুয়াহাটি ও রঙিয়া থেকে আংশিক যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড়-লালগড় অবধ অসম এক্সপ্রেস, হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস, গোমতীনগর-ডিব্রুগড় অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস, লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস, লালগড়-ডিব্রুগড় অবধ অসম এক্সপ্রেস, কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস এবং নয়াদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেসকে রঙিয়া-রঙাপাড়া-উত্তর লখিমপুর হয়ে বিকল্প পথে চালানো হচ্ছে। বন্যার জেরে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য খাবারের প্যাকেট, পানীয় জল, টিকিটের অর্থ ফেরত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নামতিয়ালি থেকে যাত্রীদের শিবসাগর টাউন স্টেশনে পৌঁছে দিতে অসম রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম (এএসটিসি)-র বাস এবং স্থানীয় গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবসাগর টাউন থেকে ডিব্রুগড় ও নিউ তিনসুকিয়ার উদ্দেশে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

মিছিলে টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ!

লাঠিচার্জ) চালাল পুলিশ। বিক্ষোভের উত্তাপ এতটাই বেড়ে যায় যে, নিরাপত্তার খাতিরে মধ্য দিল্লির বহু এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

আগে সংসদ মার্গ থানার কাছেই যেকোনও মিছিলকে আটকে দেওয়া হত। তবে, এবার কাঁদানে গ্যাসের শেল, লাঠিচার্জের অভিযোগের পরও 'ককরোচ জনতা পার্টি' পৌঁছে গেছে সংসদ ভবনের গেট পর্যন্ত। নতুন সংসদ ভবন হওয়ার পর এই প্রথম কোনও দল সংসদের সামনে পর্যন্ত পৌঁছতে পারল। সোমবার সকাল থেকেই যন্তর মন্তরে জমা হতে শুরু করেছিলেন হাজার হাজার তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের মূল দাবি একটাই, নিট কেলেঙ্কারির সঠিক বিচার, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ২০ হাজারের জমায়েত যখনই যন্তর মন্তর থেকে সংসদের দিকে এগোতে শুরু করে, তখনই তাঁদের পথ আটকায় দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বিক্ষোভকারীরা পুলিশের দেওয়া বড় বড় ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে শুরু হয় তীব্র ধস্তাধস্তি। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটাতে শুরু করে পুলিশ। চারদিক সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। এর পর ভিড় হটাতে বেপরোয়া লাঠিচার্জও শুরু করে পুলিশ কর্মীরা। এতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী ছাত্র এবং কয়েকজন পুলিশ কর্মী সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। রাজপথের এই রণক্ষেত্রের প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে দিল্লির গণপরিবহন ব্যবস্থার ওপর। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন মধ্য দিল্লির ৫টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন সাধারণ যাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার আপিল জানিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। নিজেদের অফিসিয়াল বার্তা দিয়ে দল বলেছে, 'আপনাদের যদি কোনও জায়গায় আটকে দেওয়া হয়, তাহলেও মাথা ঠান্ডা রাখুন এবং শান্তি বজায় রাখুন। আমরা কেবল শান্তি ও ভালবাসার পথেই জয়ী হব।'

চলতি বছরের মে মাসে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এক মন্তব্যের (পরজীবী ও ককরোচ সম্পর্কিত) প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এই 'ককরোচ জনতা পার্টি' গঠন করেছিলেন ৩০ বছরের অভিজিৎ দিপকে। গত দু'বছর তিনি আমেরিকায় ছিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে এই ডিজিটাল আন্দোলন সোশ্যাল মিডিয়ায় কোটি কোটি মানুষের সমর্থন পেতে শুরু করে। দেশের বিরোধীরা, শিল্পী, খেলোয়াড় থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

'ধরনা তুলে নিন'

নেয় রাজধানী। ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। এই আবহে সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং সিজেপি নেতা আশুতোষ রঙ্কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাড্ডা। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'বিক্ষোভকারীদের অনুরোধে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তাদের সঙ্গে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা ১১টা ৫০মিনিট নাগাদ এই বৈঠকটি হয়। আন্দোলনকারীরা একটি পিটিশনও জমা দিয়েছে।' নাড্ডা বলেন, 'আমি সকল আন্দোলনকারীকে তাদের অবস্থান কর্মসূচি শেষ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাতে তাঁরা যেন প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে। দিল্লি পুলিশ বিক্ষোভকারীদের শান্তি বজায় রাখতে, সংযম প্রদর্শন করতে এবং শান্তি ও জনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, গুজব বা ভুল তথ্য ছড়ানোর বিষয়েও সতর্ক থাকার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে তারা।' এদিকে ককরোচ জনতা পার্টি যে তিন দফা দাবি জানিয়েছে সেগুলি হল সোনমের অবিলম্বে 'মুক্তি', শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং আত্মঘাতী হওয়া সকল নিট পরীক্ষার্থীর জন্য ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ।

'অনশন ভাঙব না'

চিঠিতে সোনম লেখেন, 'আমি আমার অনশন চালিয়ে যাব। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত তরুণদের উপর যে নির্মম আচরণ করা হয়েছে, তা দেখেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত তরুণ নেতারা সংসদ ভবনে গিয়ে সাংসদদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাবেন বা তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অনশন চলবে।' সোনমের কথায়, 'আশা করি, তার আগেই সরকার শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। উসকানি সত্ত্বেও তরুণরা যেভাবে শান্তি বজায় রেখেছে, তাতে আমি অভিভূত। ওদের সমস্যার যাতে দ্রুত সমাধান করা হয়।' দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে তুলে সোনমকে শনিবার সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করেছে দিল্লি পুলিশ। এখনও তাঁর অনশন ভাঙানো যায়নি। তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি দাবি করেছেন, হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাঁকে খাদ্যগ্রহণের জন্য চাপ দিলেও সোনম এখনও তরল খাবারও গ্রহণ করেননি। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। শোনা যাচ্ছিল, এদিন তিনি অনশন প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু তা হল না। অনশন চলবে বলেই জানিয়েছেন সোনম।

অধিবেশন মুলতুবি

আপনারা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত নন, অথচ যুবাদের উপর কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছেন, তাঁদের মারধর করছেন। কিসের জন্য? এরা আমাদের সন্তানসম।' এদিকে প্রশ্নফাঁস নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তোলায় ককরোচ জনতা পার্টি ধন্যবাদ জানিয়েছে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বিরোধীদের তোলা সংসদে আলোচনার দাবি না মানলেও আগেই ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছিল কেন্দ্র।

ত্রিপুরায় সদর দফতরেই নিথর

কাজ করেছেন। সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআইতেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। কর্মজীবনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। পেশাদারিত্ব এবং দীর্ঘ পুলিশি অভিজ্ঞতার জন্য ধনকড় ত্রিপুরার অন্যতম প্রবীণ আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রামমন্দিরে অনুদান চুরি নিয়ে

আধিকারিককে নিয়োগ করে এসআইটি পুনর্গঠন সম্ভব কি না। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি বলেন, বিষয়টি নিয়ে যেন রাজনীতি না হয়। তিনি বলেন, 'আমরা কেবল সতর্ক করছি, বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ দেবেন না। তদন্ত অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে এবং যৌক্তিকসংগত হওয়া চাই।' এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ জুলাই। বিচারপতিদের বেঞ্চ জানিয়েছে, সেদিনই প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হবে।

এদিকে 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট' পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে নির্মোহী আখড়া। সংগঠনের তরফে মামলা করেছেন মহন্ত রাজা রামচন্দ্রাচার্য অতীত গুরু রঘুনাথ দাস। ট্রাস্টের গঠন কাঠামো এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। নির্মোহী আখড়া অভিযোগ করেছে, 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর কাঠামো এবং কাজের ধরন প্রাইভেট ট্রাস্টের মতো। ট্রাস্টের কর্মপদ্ধতি সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন রঘুনাথ দাস। সুপ্রিম কোর্টের কাছে তিনি একাধিক বিষয়ে নির্দেশিকার দাবি জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, 'পাবলিক ট্রাস্ট' হিসেবে 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর পুনর্গঠন, ট্রাস্টে রামানন্দী বৈরাগী সম্প্রদায়ের সাধু-সন্তদের তদারকির অধিকার এবং ট্রাস্টের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও গাইডলাইন চাওয়া হয়েছে। নির্মোহী আখড়ার সাফ কথা, রামমন্দিরের অনুদান চুরির ঘটনায় স্পষ্ট ট্রাস্ট নিজের কাজে ব্যর্থ হয়েছে।

ডিমাসা পিপলস কাউন্সিলের প্রতিনিধিদল জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিভিন্ন দাবি উত্থাপন

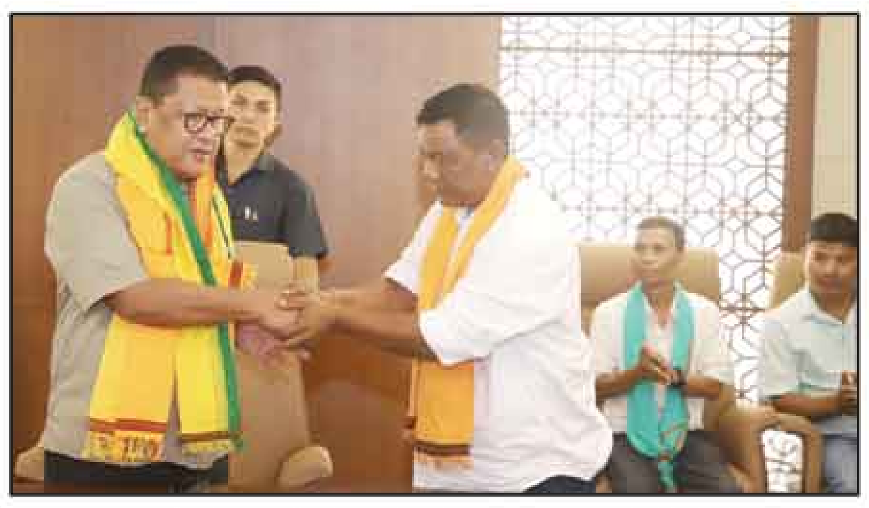

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ২০ জুলাই : ডিমাসা পিপলস কাউন্সিল (ডিপিসি)- অসমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে ৪৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭ জুলাই দিসপুরস্থিত অসম সচিবালয়ে সমতল এলাকার জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডিমাসা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিনিধিদলে ডিপিসির ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কমিটি, ডিমা হাসাও, কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং, হোজাই, নগাঁও, শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি ও কাছাড় জেলা কমিটির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উদালগুড়ি, তামুলপুর ও বাকসা জেলার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া লঙ্কার লালুংডুবি খারিখানা এলাকার বীর ডেমালু মেমোরিয়াল কলেজ, ডিমাসা সাহিত্য সভা (বিটিএডি), হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (উমরাংসো-গারামপানি), হিরিম্বা বর্মণ সমিতি (শ্রীভূমি) এবং অন্যান্য ডিমাসা সংগঠনের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদল ডিমাসা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স (ডিএনএসএফ), ডিএইচডি উভয় গোষ্ঠী এবং ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ)-র সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মস)-এর কার্যকর বাস্তবায়নের দাবি তোলে।

পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বরাক উপত্যকা এবং অসমের পার্বত্য জেলাগুলিতে বসবাসকারী ডিমাসা কাছারি জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ও মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। ডিপিসির দাবি অনুযায়ী, ডাঃ রণোজ পেগু প্রতিনিধিদলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং সমঝোতা স্মারকের কার্যকর বাস্তবায়নের পাশাপাশি ডিমাসা সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ডিমাসা পিপলস কাউন্সিল প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া এবং ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক আশ্বাস প্রদানের জন্য জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী ডা. রণোজ পেগুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ডিমাসা পিপলস কাউন্সিলের সভাপতি দিলীপ নুনিসা।

অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে জয়া ফাউন্ডেশনের বৃক্ষরোপণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : রবিবার জয়া ফাউন্ডেশনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে এবং সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে জয়া ফাউন্ডেশনের সদস্যরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ৮৫টি গাছের চারা রোপণ করেন। কৃষ্ণচূড়া বেল, বট, নিম, হরিতকি, আম,কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা রোপণ করা হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় জেলা বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আতাউর রহমান লস্কর, সম্পাদক গোপাল চৌহান, রোটারিয়ান জাকারিয়া বড়ভূইয়া, আইটি সেল আহ্বায়ক আলি আহমদ তালুকদার, কমরুল হক বড়ভূইয়া, পুষ্পা চৌহান। জয়া ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আশিস চক্রবর্তী, সম্পাদক শিল্পী চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ জয়দীপ ভট্টাচার্য। এদিনের এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে স্থানীয়দের মধ্যেও প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। স্থানীয়দের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন শিবম কাহার, পাপু গোয়ালা, মায়া কাহার, সন্দীপ দোষার, জীবন কাহার, প্রভাস দাস, মিলন কাহার এবং আরো অনেকেই। সম্পাদক শিল্পী চক্রবর্তী গাছ কাটার কুফল এবং গাছ লাগানোর সুফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ফাউন্ডেশনের সদস্যরা জানান, প্রতিবছর বা যখনই সময় বা সুযোগ পাবেন তারা এভাবে বৃক্ষরোপণ করে সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেবেন। এভাবে সকলে সহযোগিতা করায় সভাপতি আশিস চক্রবর্তী স্থানীয়দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানান।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অপমান : বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি

কলকাতা, ২০ জুলাই : দেশের গর্ব, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের অবমাননাকর, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ইতিহাসবিরোধী মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছে 'আমরা বাঙালি'। দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সচিব তপোময় বিশ্বাস বলেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নন, তিনি ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদা, বীরত্ব ও আপসহীন দেশপ্রেমের প্রতীক। সেই মহান বিপ্লবীকে অপমান করার দুঃসাহস কোনও দেশপ্রেমিক ভারতীয় মেনে নিতে পারে না। বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের মন্তব্য শুধু ইতিহাসের প্রতি অজ্ঞতার পরিচয় নয়, এটি সমগ্র বাঙালি জাতি ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ওপর প্রকাশ্য আঘাত।'

তিনি আরও বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপির বিভিন্ন নেতা বারবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিতর্কিত ও অসম্মানজনক মন্তব্য করে চলেছেন। এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করার এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ। যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কার্যত কোনও ভূমিকা রাখেননি, তাঁরাই আজ দেশের মহান বিপ্লবীদের সম্মানহানি করার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন।'

'আমরা বাঙালি' মনে করে, একজন সাংসদের মুখ থেকে এ ধরনের মন্তব্য কেবল অগ্রহণযোগ্য নয়, সাংবিধানিক দায়িত্ববোধেরও চরম অবমাননা। জনগণের প্রতিনিধি হয়ে ইতিহাস বিকৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়কদের অসম্মান এবং জাতীয় আবেগকে আঘাত করার কোনও নৈতিক অধিকার তাঁর নেই।

'আমরা বাঙালি' বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের এই ন্যক্কারজনক মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করছে। পাশাপাশি, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে এই মন্তব্যের বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হবে। নীরবতা মানেই এই অপমানকে সমর্থন করা।

আমরা বাঙালি অসম রাজ্য কমিটি ও এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানায়। অসম রাজ্য কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেন, স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই; নেতাজিকে অপমান করা মানে বাঙালির আত্মসম্মানকে অপমান করা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবকে অপমান করা। বাংলার মানুষ এই অবমাননা কোনোদিন মেনে নেবেন না। নেতাজির মর্যাদা, ইতিহাসের সত্য এবং বাঙালির সম্মান রক্ষায় 'আমরা বাঙালি' অতীতের মতো ভবিষ্যতেও রাজপথে এবং গণ-আন্দোলনে সরব থাকবে।

হাইলাকান্দিতে রাষ্ট্রীয় শিশুবিজ্ঞান সমারোহের জেলা আয়োজক কমিটি গঠন

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২০ জুলাই : আসন্ন রাষ্ট্রীয় শিশুবিজ্ঞান সমারোহ সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলার আয়োজক সমিতি গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের অধীনস্থ আসাম বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবেশ পরিষদ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী এ বছরের সমারোহ উপলক্ষে এই কমিটি গঠন করা হয়। জেলা সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে আসাম বিজ্ঞান সমিতি, হাইলাকান্দি শাখা মূল দায়িত্ব পালন করবে। পাশাপাশি শিক্ষাগত সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকবে শ্রীকিষন সারদা মহাবিদ্যালয়, হাইলাকান্দি। গঠিত কমিটিতে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ড. মিলন দাস-কে প্রধান পরামর্শদাতা এবং জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক তাপস দত্ত-কে পরামর্শদাতা করা হয়েছে।

আয়োজক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীকিষন সারদা মহাবিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপিকা সুকন্যা চৌধুরী। উপ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন শংকর চৌধুরী, এবং কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম কল্যাণ। মেন্টর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে থাকছেন প্রাক্তন জেলা সমন্বয়ক লুৎফুর রহমান বড়ভুইয়া।

এবারের জেলা সমন্বয়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীকিষন সারদা মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. দেবাশিস গুহঠাকুরতা। সহকারী জেলা সমন্বয়ক হিসেবে জেলার তিনটি শিক্ষাখণ্ডের তিনজন শিক্ষাবিদকে মনোনীত করা হয়েছে। তারা হলেন কাটলিছড়া শিক্ষা খণ্ডের অলক মহন্ত, লালা শিক্ষা খণ্ডের মৌসুমী দাস এবং হাইলাকান্দি শিক্ষা খণ্ডের সিমি দাস। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় শিশুবিজ্ঞান সমারোহ উপলক্ষে একটি জেলা শৈক্ষিক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শ্রীকিষন সারদা মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. রূপম সেন। একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন নাজমুল হোসেন মজুমদার। কার্যকরী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বাহারুল ইসলাম লস্কর, ড. গোলাব নন্দী, ড. পিনাকপানি নাথ চৌধুরী, সঞ্জীব দেব, পারভিন চৌধুরী প্রমুখ। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড. সৌরভ শর্মা-কে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়োজক সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্তরে শিশুবিজ্ঞান সমারোহের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত সিনোপসিস সহ আবেদন করে এই বিজ্ঞান সমারোহে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রশ্নের মুখে নিট পুনঃপরীক্ষা, নম্বরে বিপুল অসঙ্গতির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : প্রথমবার পরীক্ষা হওয়ার পর উঠেছিল অনিয়মের অভিযোগ। দাবি-দাওয়া মেনে তাই, কড়া নিরাপত্তাবিধি মেনে হল দ্বিতীয় বার পরীক্ষা। ফল প্রকাশও হয়েছে দিন কয়েক আগে। কিন্তু নিট ইউজি ২০২৬ পুনঃপরীক্ষাও এড়াতে পারল না অভিযোগের বন্যা। এই পরীক্ষাতেও নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেন একাধিক পরীক্ষার্থী। অভিযোগ-তালিকার মধ্যে একটিতে, অসঙ্গতির মাত্রা গুরুতর।

প্রতিভা ত্রিবেদী নামে এক ছাত্রীর দাবি, যে ফলাফল তাঁর প্রত্যাশিত ছিল, আর যা এনটিএ-র তরফে সে পেয়েছে, দু'য়ের মধ্যে ফারাক ৬০০ নম্বরের! তিনি জানিয়েছেন, তিনি উত্তরমালা খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং যে ক'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তার মধ্যে মাত্র দু'টিতে ভুল করেছেন। বছর উনিশের ছাত্রীটি জানিয়েছেন, মোট ১৮০টি প্রশ্নের মধ্যে তিনি ১৬২টির উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর মতো আরও অনেকে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। শিক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, তারা প্রতিটি অভিযোগ খুঁটিয়ে দেখছে। তবে এখনও পর্যন্ত যে ক'টি অভিযোগ এসেছে, তার কোনওটিই সত্য নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনে এআই-নির্মিত ভুয়ো উত্তরপত্র ঘুরছে যা পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছে বলেও এনটিএ-র তরফে দাবি করা হয়েছে।

প্রতিভার দাবি, তিনি এ বছর প্রথম নিট ইউজি পরীক্ষায় বসেছেন। পুনঃপরীক্ষা দেওয়ার পর গত ১৩ জুলাই যে চূড়ান্ত উত্তরমালা প্রকাশিত হয়েছিল, তা তিনি খুঁটিয়ে দেখেছেন। তার পরই নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ফল প্রকাশের পর, তা দেখে চমকে যান। প্রতিভার প্রত্যাশিত ছিল মোট ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৩৮ নম্বর পাওয়া। কিন্তু তিনি পেয়েছেন মাত্র ৩৮ নম্বর। এর পরই এনটিএ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি লিখে তাঁর ওএমআর শিট (উত্তরপত্র) পুনরায় খতিয়ে দেখতে এবং নম্বরের পুনর্মূল্যায়ন করতে আবেদন করেন। প্রতিভার দাবি, তাঁর মতো অন্তত ৬০০ পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরে অসঙ্গতি রয়েছে, যার তদন্ত প্রয়োজন।

দিল্লি পুলিশের হাতে আটক ডিম্পল যাদব, নিন্দায় অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-কে সমর্থন করে সংসদ অভিযান। সোমবার দুপুরে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হলেন অখিলেশ যাদবের স্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব। এমনটাই দাবি করেছে তাঁর দল। গোটা ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়েছেন অখিলেশ।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা-সহ 'ককরোচ'দের একাধিক দাবিকে সমর্থন করে প্রতিবাদে নামেন ডিম্পল। সোমবার তাদের সঙ্গে সংসদ অভিযানে পা মেলান তিনি। তাঁর হাতে একটি প্ল্যাকার্ডও দেখা যায়। ডিম্পল বলেন, 'দেশের পরিস্থিতি এমন যে, তরুণরা তাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরতে চায়। কিন্তু সরকার তা শুনতে বা আলোচনায় বসতে নারাজ। শিক্ষার্থীরা বারবার আলোচনার দাবি জানিয়েছেন। সরকার এতটাই অনমনীয় এবং উদাসীন যে, তারা অন্য কারও মতামতকে গুরুত্ব দিতেই চায় না। আমি শিক্ষার্থীদের পাশে আছি।' তিনি আরও বলেন, 'পুরো প্রক্রিয়াটিই দুর্নীতিগ্রস্ত। আর দেশের তরুণরা এর ফল ভোগ করছে। মানসিক চাপের শিকার হচ্ছে।'

দিল্লি পুলিশের তরফে অনুমতি না দেওয়া হলেও পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকালে সংসদ অভিযানে নামে ককরোচ জনতা পার্টি। ১৬৩ ধারা উপেক্ষা করে 'আরশোলা'দের এই অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজধানী। ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। প্রায় ৫০০০ পুলিশ ও আধা সেনা নামিয়ে কার্যত ঘিরে ফেলা হয় যন্তর মন্তর চত্বর। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। সেই মিছিলেই ছিলেন ডিম্পল। সমাজবাদী পার্টির দাবি, সাংসদকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। তাদের এহেন পদক্ষেপে নিন্দায় সরব হয়েছেন অখিলেশও। তাঁর কথায়, 'স্বৈরাচারী কৌশল অবলম্বন করছে বিজেপি। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদও সহ্য করতে পারছে না তারা।'

মণিপুরে পণ্যবাহী লরিচালকদের নিরাপত্তা চরম সঙ্কটে, পথজুড়ে চলছে চাঁদা আদায়

কবীর আহমদ

লক্ষীপুর, ২০ জুলাই : অসম-মণিপুর সীমান্তের জিরিবাম থেকে মণিপুর পৌঁছাতে ২০০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হয় পণ্যবাহী লরিচালকদের। লরি চালকদের কাছে এক বিপদসংকুল যাত্রা। একদিকে সড়কের বেহাল অবস্থা আবার অন্যদিকে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ চলাচল। জিরিবাম থেকে ইম্ফল পর্যন্ত পৌঁছাতে তাদের বেশ কটি স্থানে দিতে হয় গুণ্ডা ট্যাক্স। এক দুই টাকা নয়, কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ট্যাক্স দিয়ে ইম্ফল পৌঁছতে হয়। নতুবা রয়েছে প্রাণ সংশয় চালকদের। প্রতিবেশী রাজ্য তথা অশান্ত মণিপুরে পণ্যবাহী ট্রাক চালকদের নিরাপত্তা এখন চরম সংকটে। মণিপুরের জিরিবাম সীমান্ত থেকে রাজধানী ইম্ফল পর্যন্ত মাত্র দুশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই এক ট্রাকচালককে গুনতে হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা 'গুণ্ডা ট্যাক্স'। চরম হতাশা ও ক্ষোভ নিয়ে ফিরে এসে সামাজিকমাধ্যমে সেই অবৈধ চাঁদা আদায়ের রসিদ প্রদর্শন করে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এক চালক যা বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকহারে ভাইরাল হচ্ছে।

সুখেন্দুকুমার পাল নামের ভুক্তভোগী চালকের অভিযোগ, জিরিবাম থেকে ইম্ফল যাওয়ার পথে মোড়ে মোড়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে বিভিন্ন সশস্ত্র ও স্থানীয় দুষ্কৃতী দল। প্রতিটি ঘাঁটিতেই তাদের নিজেদের নির্ধারিত সাত হাজার থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত চাঁদার হার বা 'ট্যাক্স' নির্দিষ্ট করা রয়েছে। পণ্য নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে গেলে এই নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়া ছাড়া চালকদের কাছে আর কোনও উপায় থাকে না। না দিলে হয়রানির শিকার হতেই হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকাশ্যেই চলছে এই ট্যাক্স আদায়। অর্থ আদায়ের পর দুষ্কৃতকারীরা রীতিমতো রসিদও ধরিয়ে দিচ্ছে চালকদের হাতে। এসব কথা নিরাপত্তা বাহিনীর অজানা নয়। তবু লরিচালকদের নিরাপত্তায় নেই কোনও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

সামাজিক মাধ্যমে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে ওই চালক আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন তোলেন, ভারতের মতো একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে যদি পণ্য পরিবহনের সময় এভাবে পদে পদে গুণ্ডা ট্যাক্স দিতে হয় তবে চালকরা কীভাবে নিরাপদে গাড়ি চালাবেন? এ ঘটনাটি দেশের পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং মণিপুরের আইনশৃঙ্খলার অবনতির এক চূড়ান্ত নিদর্শন। নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গুণ্ডা ট্যাক্স আদায় নিয়ে মুখ খোলেন না লরি চালকরা। গুণ্ডা ট্যাক্সের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একজন পণ্যবাহী লরিচালক ফিরে এসে সামাজিক মাধ্যমে এসব খোলসা করে দিয়েছেন। ভুক্তভোগী লরিচালকের ভাষ্য মতে, জিরিবাম থেকে ইম্ফল পর্যন্ত রাস্তায় লরিচালকদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই।

বেন্দারগোল স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন

কমিটি গঠনের সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা।

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ২০ জুলাই : বদরপুর চৈতন্যনগর ব্লকের অধীন উমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বেন্দারগোল স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে সোমবার নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আদরকোণা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএইচসি)-র ইনচার্জ ডাঃ আব্দুস সাহিদ লস্কর। সভায় এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও কার্যকর, সুশৃঙ্খল ও জনমুখী করে তুলতে বেন্দারগোল স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নতুন পরিচালনা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নবগঠিত পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মজির উদ্দিন। সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এএনএম রূপা দে এবং যুগ্ম চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ডাঃ আব্দুস সাহিদ লস্কর। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য বিনা চায়া, উমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য আইনজীবী ঝুমা বেগম, রিয়াজুর রহমান, পারভিন সহিদা, আফিয়া বেগম, আব্দুল কালাম, আনার উদ্দিন, আব্দুর রহিম, আব্দুল মালিক, নজমা বেগম, আব্দুল হান্নান প্রমুখ। এছাড়া নতুন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে নিঃস্বার্থভাবে জমি দান করার জন্য বেন্দারগোল স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের ভূমিদাতা তথা দক্ষপুর গ্রামের প্রাক্তন সদস্য আব্দুল হান্নানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন, নবগঠিত পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে বেন্দারগোল স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে এবং এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা লাভ করবেন।

প্রচুর মাদক সহ দু'জনকে গ্রেফতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার, ২০ জুলাই : মাদকবিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে নিলামবাজার পুলিশ। নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধির নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাথারকান্দি থানার অধীন লামারগাঁও-র কমরুল ইসলাম (২২), গনিরগোল গ্রামের আপ্তাব হোসেন(২০)-কে আট হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। রবিবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী মাদক ও দুই পাচারকারীকে স্কুটি সহ দুর্গানগর এলাকা থেকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। নিলামবাজার পুলিশের এই সাফল্যে বৃহত্তর নিলামবাজার এলাকার জনগণ সাধুবাদ জানিয়েছেন নিলামবাজার থানার ওসি আনন্দ মেধিকে। এ প্রয়াস ভবিষ্যতে আরও সচেতন থাকার জন্য ওসি-র প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জনগণ।

এশিয়ার দীর্ঘতম ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সেতু, নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হওয়ার পথে

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ২০ জুলাই : মেঘালয়ের ধুবড়ি ও ফুলবাড়িকে সংযোগকারী ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর নির্মিত দেশের দীর্ঘতম নদী সেতুটির প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ৪,৯৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটির নির্মাণকাজ ২০২৮ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। মেঘালয়ের ধুবড়ি ও ফুলবাড়ির মধ্যে সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে। এই সেতুটি মেঘালয়ের ধুবড়ি ও ফুলবাড়ির মধ্যকার দূরত্ব বর্তমানে ২০৬ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে মাত্র ২০ কিলোমিটারে নিয়ে আসবে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এই সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হলো, আন্তর্জাতিক সীমান্ত জেলা ধুবড়ি প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়ের অধিবাসীদের ভূমি। এতদিন ধরে মেঘালয় রাজ্যের মানুষকে নদীপথে যাতায়াত করতে হতো। সেতুটি সম্পন্ন হলে এই দূরত্ব অনেক কমে যাবে। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-র ঋণ সহায়তায় সেতুটি নির্মাণের জন্য বর্তমানে মোট ৪,৯৯৭ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এনএইচ ১২৭বি সড়কটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সড়কটি মেঘালয়ের ধুবড়ি এবং ফুলবাড়ি, তুরা ও পশ্চিম গারো পার্বত্য জেলার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যান চলাচল সহজ করার পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করবে।

কৃষি ভূমি রক্ষা আন্দোলনের নেতার মুক্তির দাবিতে নগাঁওয়ে বিক্ষোভ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২০ জুলাই : বরদুয়ার এবং ইংলে পথারের কৃষি ভূমি রক্ষা আন্দোলনের নেতা প্রণব দলে, আদিত্য রাভা এবং অন্যান্য সকলকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সোমবার নগাঁওয়ে কয়েকটি সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। কৃষি ভূমি রক্ষা আন্দোলনের এই নেতাদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে সংগঠনগুলি নগাঁও শহরের মতিরাম বরা ক্ষেত্রে বিক্ষোভ কর্মসূচি রূপায়ণ করে। নিখিল ভারত কৃষক সভা, অসম রাজ্য কৃষক সভা, সদৌ অসম গ্রামীণ শ্রমিক সংস্থা, সিআইটিইউ, সদৌ অসম প্রগতিশীল নারী সংস্থা, নিখিল ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গণতন্ত্র সুরক্ষা মঞ্চ, মানব একতা মঞ্চ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তোলেন। সংগঠন কয়টি দিল্লির যন্তর মন্তরে সোনম ওয়াংচুকসহ অনশনকারী সকলের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে। অন্যদিকে, নগাঁও জেলা শিক্ষার্থী সমাজের উদ্যোগে এবং নগাঁও নাগরিক সমাজের সহযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আজ মতিরাম বরা উদ্যানের কাছে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়। এই সংগঠন দু'টি তাদের দাবির সমর্থনে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া পরিলক্ষিত হয়। এই সংগঠন দু'টি সোনম ওয়াংচুকের অনশনের প্রতি সমমর্মিতা প্রকাশ করে।

বিভিন্ন সংগঠনের গণঅবস্থান কর্মসূচি।

বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম-এর আত্মপ্রকাশ

রাজ্যের হিন্দু বাঙালিদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ২০ জুলাই : রাজ্যের হিন্দু বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে রবিবার 'বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম'-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গুয়াহাটিতে। তিনসুকিয়ার উত্তম দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চিত্ত পালকে সভাপতি এবং উত্তম দাস ও পঙ্কজকুমার দেবকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ২১ সদস্যের এক অ্যাডহক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। আগামী তিনমাসের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের বিস্তারের কাজ সম্প্রসারিত হবে।

এদিনের বক্তব্যে চিত্ত পাল বলেন, অসমে বসবাসকারী বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিদের নানাধরনের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। রাজ্যে বসবাসরত বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করা হবে। একইসঙ্গে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো সরকারের দৃষ্টিগোচর করার পাশাপাশি বিধানসভার বিরোধী দলনেতার কাছেও তুলে ধরা হবে যাতে এগুলো সর্বস্তরে গুরুত্ব পায়। তিনি বলেন, সরকার জনস্বার্থে ভাল কাজ করলে নবগঠিত এই সংগঠন তার প্রশংসা করবে, আবার প্রয়োজনে গঠনমূলক সমালোচনাও করতে পিছপা হবে না। তার মতে, বাঙালি জাতীয় পরিষদ অসমের বাঙালির ভাগ্যবিধাতা নয়। এই জনগোষ্ঠীর জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে সরকারের শরণাপন্ন হতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ যাতে এই সংগঠনে প্রতিফলিত না হয় সেজন্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে আহ্বান জানান চিত্ত পাল। তিনি আরও বলেন, রাজ্যজুড়ে ইতোমধ্যেই একাধিক বাঙালি সংগঠন কাজ করে চলেছে। নবগঠিত 'বাঙালি জাতীয় পরিষদ, অসম' তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বৃহত্তর হিন্দু বাঙালি সমাজের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণে কাজ করে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বক্তব্য রাখেন হেমাঙ্গশেখর দাস, রাজা সাহা, আশিস দত্ত, পঙ্কজকুমার দেব,উত্তম দাস প্রমুখ। সভায় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন পঙ্কজকুমার দেব। এদিকে নবগঠিত কমিটিতে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে শিলচরের হেমাঙ্গশেখর দাস, সহ-সভাপতি হিসেবে বরপেটার রাজা সাহা, ডিব্রুগড়ের আপন দাস এবং বঙাইগাঁওয়ের ধীরেনচন্দ্র সরকারকে মনোনীত করা হয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বজালির শঙ্করলাল দাস। অর্থ সচিবের দায়িত্ব পেয়েছেন হাফলঙের আশিস দত্ত। সচিব (জনসংযোগ ও সমাজমাধ্যম) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন উমরাংশুর রঞ্জন চৌধুরী এবং সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রীভূমির অমিত নন্দী। সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন দীপায়ন চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত সদস্যরা রাজ্যব্যাপী সাংগঠনিক বিস্তার, হিন্দু বাঙালিদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নবগঠিত সংগঠনের প্রচার সচিব রঞ্জন চৌধুরী এ খবর জানিয়েছেন।

তিনের পাতার পর

সমবায়ের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব

পরিদর্শনে এসে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। অনুষ্ঠানে সমবায়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও সমস্যার কথা তুলে ধরে মন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার আগে পড়ে শোনান সমবায়ের ভাইস চেয়ারম্যান বাসুদেব শর্মা। অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় সংস্থা বরাক উপত্যকার অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। একসময় লোকসানে চলা এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে লাভজনক অবস্থায় এসেছে। তিনি সমবায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। মন্ত্রীর হাতে মানপত্র তুলে দেন সমবায়ের চেয়ারম্যান বিনয়ভূষণ শর্মা। স্মারকলিপি তুলে দেন বাসুদেব শর্মা ও সচিব হেমন্ত পুরকায়স্থ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কৌশিক রায় বলেন, সমবায় আন্দোলনের একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। একসময় এই প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বেতন দিতেও সমস্যা হতো, লোকসান ছিল এবং কাজকর্মও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতো না। তবে গত কয়েক বছরে পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই সমিতির কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমবায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্মারকলিপি পেয়ে বক্তব্য রাখার সময় তিনি জানান সমবায়ের পাওনা বকেয়া কিভাবে শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়া যায় এ নিয়ে কমিশনারের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। বর্তমানে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিলচর হোলসেল সমবায় সারের ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবছে এটা খুবই আশার কথা। প্রয়োজনীয় অনুজ্ঞাপত্র নিয়ে এটা শীঘ্র শুরু করা হলে ভালো হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে সমবায়ের বোর্ড এবং সচিবদের এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। সমবায়ের কাজে যাতে জটিলতা না থাকে সেজন্য গণবন্টন বিভাগের সঙ্গে সমবায় বিভাগের দায়িত্বও তাকেই দেওয়া হয়েছে যাতে সমন্বয়ে সমস্যা না থাকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ, ধলাইয়ের বিধায়ক অমিয়কান্তি দাস, জেলা বিজেপির সভাপতি রূপম সাহা, স্টোর্সের চেয়ারম্যান বিনয় ভূষণ শর্মা, সাপ্লাই সুপারিনটেনডেন্ট আতিকুর রহমান, বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সদস্যবৃন্দ, জিপিস্তরের সমবায়ের চেয়ারম্যান ও সচিব, সমবায় মার্কেট কমপ্রেক্সের দোকানদার, রেশন ডিলার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। সমবায়ের ডিরেক্টর রথীন্দ্রনাথ সাহা ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শিলচরের ২ স্পা মালিকের জামিনের

মামলায় (উধারবন্দ থানায় নথিভুক্ত মামলা নং -৬১/২০২৬) তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের বক্তব্য, জে পি দাসের তত্ত্বাবধানে চলা পতিতাবৃত্তি ও মানব পাচারের কারবারে রোহিত এবং রূপালিরও সংযোগ রয়েছে। এই মামলায় গ্রেফতারের পরদিন ১২ জুলাই দু'জনকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে সেদিন দু'জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হলেও চলতে থাকে তাদের জামিনের আবেদনের শুনানি প্রক্রিয়া। এসবের মাঝে পুলিশও দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানায়। সবকিছু বিচার বিবেচনা করে দেখার পর সোমবার আদালত দু'জনের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাদের দুই দিনের জন্য পুলিশের হেফাজতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এদিকে, রোহিত ও রূপালির জামিনের আবেদন খারিজ এবং তাদের হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি নিয়ে পুলিশের এক সূত্র বলেন,দু'জনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের স্বপক্ষে যেসব নথিপত্র পেশ করা হয়েছে সেসব যে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য, আদালতের নির্দেশে তা প্রমাণ হয়েছে। এসব নথিপত্র পর্যাপ্ত মনে হওয়ায়ই আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে হেফাজতে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এবার দু'জনের সূত্রে পতিতাবৃত্তি এবং মানব পাচার সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছে পুলিশ।

জগন-যীশুর স্মৃতিতে শ্রীভূমিতে

সরকারেরও নতুন শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিতর্কিত ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহার করা উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ভাষা আন্দোলনের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী গৃহীত সমস্ত কর্মসূচি সফল করতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। ভাষাসেনানী রজত চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অসম গণ পরিষদ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে তিন ভাষা চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে বরাক উপত্যকা জুড়ে তীব্র প্রতিবাদের সূচনা হয়। সেই সময় তৎকালীন করিমগঞ্জে প্রয়াত হরিপদ দের বাড়িতে 'করিমগঞ্জ ভাষা শিক্ষা ছাত্র সংগ্রাম সমিতি' গঠিত হয় এবং ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের পাশাপাশি বরাক উপত্যকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। তিনি আরও বলেন, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বৃন্দাবন গোস্বামী ও মন্ত্রী শহিদুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হলেও আন্দোলনকারীরা প্রথমে ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি জানানোয় সেই আলোচনা আর এগোয়নি। পরবর্তীতে ২১ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তের করিমগঞ্জ সফরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। সেই গুলিতে জগন ও যীশু শহিদ হন। ওই দিনের পুলিশি দমন-পীড়নের স্মৃতি এখনও বরাকবাসীর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে তিনি উল্লেখ করেন। রজত চক্রবর্তী ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন জননেতা রথীন্দ্রনাথ সেন, প্রাক্তন সাংসদ নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক কেতকী প্রসাদ দত্ত, গীতিন্দ্রলাল দে-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অবদানের কথাও স্মরণ করেন। একইসঙ্গে বর্তমান বিধানসভা অধিবেশনে বরাক উপত্যকার ১৩ জন বিধায়ককে ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সরব হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সভায় সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৮৬ সালের ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ২১ জুলাইয়ের একটি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রায় এক মাস ধরে গোটা করিমগঞ্জ জেলাজুড়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলেছিল এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণে তা এক গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই আন্দোলনের ইতিহাস, আত্মত্যাগ এবং ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। উপস্থিত ছিলেন রথি রঞ্জন শর্মা, মৃণাল কান্তি ভট্টাচার্য,সমীরণ দেবনাথ, পূর্ণিমা চৌধুরী, সুবীর বরণ রায়, রাহুল চক্রবর্তী, সৌমিত্র পাল, অসিত দত্ত, সুখেন্দু দাস, জ্যোতিকা দে, ঝুমা দাস প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শ্রীভূমির দুই তরুণ জগন ও যীশু শহিদ হন। সেই আত্মত্যাগের চার দশক পূর্তি উপলক্ষে '২১ জুলাইর ৪০ বছর পূর্তি উদযাপন সমিতি' বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২১ জুলাই প্রতিটি বসতবাড়ি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন সকলে যেন দু'টি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে শহিদ জগন ও যীশুকে স্মরণ করেন এবং কম পক্ষে ১৫ মিনিট আলো নিভিয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, এর আহ্বান জানানো হয়। এদিকে ২১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে শহরের বিপিন চন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে। অনুষ্ঠানে সবার উপস্থিতি কামনা করেছেন আয়োজকরা।

ফানাই চা-বাগানে অগ্নিকাণ্ড

আচ্ছন্ন ছিলেন, ঠিক তখনই শিবকুমার ভরের ঘরে হঠাৎ করে আগুনের সূত্রপাত হয়। বাঁশ ও কাঠের তৈরি ঘর হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার সময় পরিবারের সকল সদস্য ঘরের ভেতরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। তবে আগুন দেখতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে চিৎকার করে তাঁদের ঘুম ভাঙান এবং দ্রুত সবাইকে অক্ষত অবস্থায় ঘর থেকে বের করে আনেন। ফলে অল্পের জন্য পরিবারের সদস্যরা প্রাণ রক্ষা পায়। চোখের পলকে পরিবারটির শেষ সম্বলটুকু ছাই হয়ে যায়।

এদিকে, আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরা বালতি বালতি জল নিয়ে দ্রুত ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতোটাই বেশি ছিল যে, শেষ পর্যন্ত কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঘরের আসবাবপত্র, পরিধেয় পোশাক-আশাক, মজুত করা খাদ্যসামগ্রীসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। বছরের পর বছর ধরে চা বাগানের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গড়ে তোলা ঘরটি হারিয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছে হতদরিদ্র চা শ্রমিকের পরিবারটি। বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেওয়া এই পরিবারটিকে পুনর্বাসন দিতে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও সহৃদয় মানুষের কাছে জরুরি সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। অগ্নিকাণ্ডের এই দুঃখজনক খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান চেরাগি জেলা পরিষদের সদস্য পঙ্কজ রায় শর্মা। তিনি সর্বস্বান্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের খোঁজখবর নেন এবং গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে ঘর তৈরি ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী প্রদানসহ সব ধরনের সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বরাক নদীর জলস্তর বৃদ্ধি

রাখতে বলা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

পাশাপাশি সকলকে তাঁদের মোবাইল ফোন সম্পূর্ণ চার্জ করে রাখতে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা সময়মতো পাওয়া যায়। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে অবিলম্বে জেলা জরুরি পরিচালন কেন্দ্র, সংশ্লিষ্ট রেভিনিউ সার্কল অফিস, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, শিলচর পুরনিগমের কন্ট্রোল রুম অথবা নিকটবর্তী থানার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। জরুরি সহায়তার জন্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কাছাড়ের অধীন জেলা জরুরি পরিচালন কেন্দ্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে; ল্যান্ডলাইন: ০৩৮৪২- ২৩৯২৪৯ / ০৩৮৪২-২৩৪০০৫, মোবাইল: ৯৪০১৬-২৪১৪১, ই-মেল: ddmacachar@ assam.gov.in.

পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের তথ্য

তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, দেশভাগের পূর্বে কাছাড় জেলায় কোনও স্থায়ী সেশনস কোর্ট ছিল না। সে সময় সিলেট সেশনস কোর্টের সার্কিট কোর্ট শিলচরে বসত এবং দেশভাগ পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। দেশভাগের পর বৃহত্তর কাছাড় জেলা দীর্ঘদিন যোরহাটের জেলা ও দায়রা জজের অধীন ছিল। পরবর্তীতে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে কাছাড় জেলার জেলা ও দায়রা জজ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার অধীনে বর্তমান শ্রীভূমি (তৎকালীন করিমগঞ্জ) ও হাইলাকান্দি জেলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমা ১ জুলাই ১৯৮৩ সালে জেলায় উন্নীত হয় এবং সেখানে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১০ মে ১৯৮৫ সালে উদ্বোধন করা হয়। একইভাবে, করিমগঞ্জ জেলায় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ১৩ জুলাই ১৯৮৩ সালে উদ্বোধন করা হয়। ফ্যামিলি কোর্ট প্রতিষ্ঠার আইনি দিক ব্যাখ্যা করে ধর্মানন্দ দেব বলেন, ফ্যামিলি কোর্টস অ্যাক্ট, ১৯৮৪-এর ধারা ৭ ও ৮ অনুযায়ী পারিবারিক বিরোধ, বিবাহ বিচ্ছেদ, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট বা স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের অধীন ডিভোর্স সংক্রান্ত মামলা মূলত ফ্যামিলি কোর্টের এখতিয়ারভুক্ত। তবে যেখানে পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানে জেলা আদালত এসব বিষয় বিচার করতে পারে। তিনি জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সালে প্রণীত ফ্যামিলি কোর্টস অ্যাক্ট, ১৯৮৪-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক ও বৈবাহিক বিরোধের দ্রুত, নিরাপদ ও কার্যকর নিষ্পত্তির জন্য পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য, হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি জেলায় দীর্ঘদিন ধরেই পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের দাবি উঠছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পারিবারিক বিরোধ মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যমান আদালতগুলির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পৃথক ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপন সাধারণ মানুষের জন্য দ্রুত ও কার্যকর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক ফ্যাশন দুনিয়ায় ভারতীয়

জানিয়ে বৈশালী বলেন, তাঁর ব্র্যান্ডের মূল ভাবনাও এর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়, যেখানে প্রাধান্য পায়: কারিগরদের ক্ষমতায়ন: তাঁতশিল্পীদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন এবং সামাজিক স্বীকৃতি। সাস্টেইনেবিলিটি ও ট্রেসেবিলিটি: ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে পোশাকে স্বচ্ছতা আনা, যা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে। অধিবেশনে আইটিপিও-র চেয়ারম্যান জাভেদ আশরাফ আন্তর্জাতিক স্তরে সঠিক গল্প বলা এবং প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে ভারতীয় কারুশিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কৌশলগত পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এমএসএমই, ডিজাইনার এবং কারিগরদের সহায়তায় নেওয়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কথা জানান।

মিলান, নিউ ইয়র্ক, বার্সেলোনা এবং প্যারিস-এর মতো বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সব ফ্যাশন উইকে সমাদৃত একমাত্র ভারতীয় লাক্সারি ব্র্যান্ড হিসেবে 'বৈশালী এস কুটুর' আজ সমাদৃত। ডিজাইনার বৈশালী দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, প্যারিস ফ্যাশন উইকে যখন তাঁর কালেকশন প্রদর্শিত হয়, আন্তর্জাতিক মহল তখন পোশাকের সুতো কোথা থেকে এসেছে তা পরে জানতে চায়; প্রথমে তারা মুগ্ধ হয় এর অনন্য ডিজাইন এবং আধুনিক লাক্সারি রূপ দেখে। নিবন্ধের শেষে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'ভারত টেক্স ২০২৬ প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের জয়যাত্রা কেবল শুরু। যখন ডিজাইনার, কারিগর এবং নীতি-নির্ধারকরা একযোগে কাজ করছেন, তখন ভারতীয় কারুশিল্প কেবল সংরক্ষিতই থাকবে না, বরং বিশ্বমঞ্চে গৌরবের সঙ্গে উদযাপিত হবে।'

নাবালিকাকে অপহরণ ও সংঘবদ্ধ

জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান। এলাকাবাসীর বক্তব্য, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের প্রতিটি দিক গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের

ওয়াংচুকের আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রত্যন্ত এই কাছাড় জেলাও এ আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি জনসম্মুখে উদঘাটিত হবার পর সারা দেশে গোটা পরীক্ষা বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। যেসব ছাত্রের পরীক্ষা ভালো হয়েছিল তারা হতাশাগ্রস্ত হলেন । তাদের মধ্যে প্রায় ২২ জন আত্মহত্যা করেছে। বক্তারা প্রশ্ন তোলেন, এই আত্মহত্যার দায় কার। শুধু এবার নয়, খবর অনুযায়ী বিগত ১০ বছরে এ ধরনের ৯০টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে তাঁর দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিগত ২২ দিন ধরে পরিবেশ বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক অনশন করছেন। তাঁর এই আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সিজেপি সহ অসংখ্য সাধারণ যুব সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছেন । বক্তারা বলেন, এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। তারা আরও বলেন, প্রায় সমস্ত বিরোধী দলের নেতারা অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংহতি জ্ঞাপন করেছেন। সোনম ওয়াংচুক কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। শাসক দলের কোনও নেতা মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতও করেননি। তারা বলেন, দিল্লি পুলিশ পাঁজাকোলা করে অনশন ভাঙতে তাকে যেভাবে সফদরজং সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কার্যত বন্দি করে রেখেছে তা নিন্দনীয়। বক্তারা আরও বলেন, আজ ২০ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টি অর্থাৎ সিজেপির ডাকা দিল্লি যন্তর মন্তর থেকে জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সংস্কার ও নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে দায়বদ্ধ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সংসদ অভিযানের কর্মসূচিতে দিল্লি পুলিশ যেভাবে নির্বিচারে লাঠিচার্জ করেছে তার নিন্দার কোনও ভাষা নেই। লাঠিচার্জ সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ শেষ পর্যন্ত ব্যারিকেড ভেঙে সংসদ অভিযান সফল করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। বক্তারা শিলচর তথা কাছাড় জেলাতেও এই আন্দোলন সফল করার আহ্বান জানান।

সিমলুগুড়িতে বন্যার জেরে রেল

বিবেক এক্সপ্রেসসহ বেশ কয়েকটি ট্রেন আংশিকভাবে বাতিল বা নির্দিষ্ট স্টেশন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, তিনসুকিয়া-যোরহাট টাউন প্যাসেঞ্জার, তিনসুকিয়া-লামডিং ডেমু, লিডো-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি, লিডো-রাঙিয়া ইন্টারসিটি, ডিব্রুগড়-সিমলুগুড়ি প্যাসেঞ্জার, রঙিয়া-নিউ তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি, ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস এবং গুয়াহাটি-লিডো ইন্টারসিটি-সহ একাধিক ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে এবং যাত্রীদের জন্য খাবারের প্যাকেট, পানীয়জল ও টিকিট ফেরতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নামতিয়ালি থেকে শিবসাগর টাউন পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের জন্য এএসটিসি বাস ও স্থানীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবসাগর টাউন থেকে ডিব্রুগড় ও নিউ তিনসুকিয়ার উদ্দেশে বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, সেলেংহাটে বিবেক এক্সপ্রেস থেকে নামা ২১৭ জন যাত্রীকে সড়কপথে মারিয়ানি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া মারিয়ানিতে নেমে পড়া কামরূপ এক্সপ্রেসের ৫৭০ জন এবং অমৃতসর-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেসের ৪৯০ জন যাত্রীর জন্যও প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কে কে শর্মা।

২০২৮ সালের মধ্যে জল জীবন মিশন

জেলার জল ও স্যানিটেশন কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা কমিশনারের নেতৃত্বে প্রশাসন, জেলা পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট দফতর সমন্বিতভাবে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশনের কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, জেলার সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, এদিন চারটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের কাজ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শ্রীভূমি শহরে কৃত্রিম জলাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ভারি বর্ষণের সময় জল জমার সমস্যা শুধু শ্রীভূমির নয়, দেশের বিভিন্ন শহরেই দেখা যায়। তবে বৃষ্টির জল যাতে দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, গৃহনির্মাণ ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী কৌশিক রায় শহরের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগের মাধ্যমে শ্রীভূমি শহরের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়িত হবে। পাশাপাশি এনএইচআইডিসিএল উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে বর্ষার সময় জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকটাই কমে আসে। জল জীবন মিশনের অগ্রগতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে প্রকল্পের প্রায় ৮১ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, জল জীবন মিশন একটি জন অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প এবং এর সফল বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি জানান। সরকারের লক্ষ্য অনুযায়ী, ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জল জীবন মিশনের শতভাগ কাজ শেষ করে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। এদিন সভায় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কমিশনার প্রদীপ কুমার দ্বিবেদি, পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদ সভাপতি অনিল কুমার ত্রিপাঠি, জেলা বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব বণিক, পুলিশ সুপার লীনা দোলে, বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, কৃষ্ণ দাস প্রমুখ।

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার সন্দেহভাজন হেরোইন ও বহু চোরাই সামগ্রী, গ্রেফতার ২

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ২০ জুলাই : মাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযানে আরও এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে শ্রীভূমি সদর পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে সদর এলাকার গিরীশগঞ্জের একটি বাড়ি থেকে সন্দেহভাজন হেরোইন, মাদক ব্যবসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী এবং প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশের ধারণা, এটি কেবল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এর সঙ্গে বৃহত্তর মাদক ও চোরাই মালামাল কেনাবেচার চক্র জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে গোপনে তথ্য সংগ্রহের পর গিরীশগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা হেনা বেগম (৪০)-র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উদ্ধার করা হয় সন্দেহভাজন হেরোইন ভর্তি ৮টি কন্টেনার, ১২০টি খালি কন্টেনার, ৫০০টি ছোট খালি কন্টেনার, ১৩টি মোবাইল ফোন, একটি ডেস্কটপ কম্পুটার এবং দু'টি ক্যামেরা। এছাড়া উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে এমন কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, যেগুলোর বৈধ মালিকানা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযান চলাকালীন ঘটনাস্থল থেকেই হেনা বেগম (৪০) এবং কাওসার আহমদ (২৪)-কে আটক করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে খুচরো পর্যায়ে মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে চোরাই ইলেকট্রনিক সামগ্রী সংগ্রহ ও কেনাবেচার সঙ্গেও তাদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, উদ্ধার হওয়া বিপুল সংখ্যক খালি কন্টেনার মাদক সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন, ডেস্কটপ কম্প্যুটার ও ক্যামেরাগুলোর ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি, যোগাযোগের নেটওয়ার্ক এবং লেনদেনের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। পাশাপাশি ধৃতদের মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও অন্যান্য নথিপত্র খতিয়ে দেখে মাদকের উৎস, সরবরাহের রুট, সম্ভাব্য ক্রেতা এবং সহযোগীদের সনাক্ত করার কাজ চলছে। তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলেও আশাবাদী তদন্তকারী কর্মকর্তারা। শ্রীভূমি জেলায় সাম্প্রতিক সময়ে মাদক-বিরোধী অভিযানে পুলিশের ধারাবাহিক সাফল্যের মধ্যে এই অভিযানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদক চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশি নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসনের মতে, সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে এধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এদিকে, উদ্ধার হওয়া ইলেকট্রনিক সামগ্রীগুলোর প্রকৃত মালিকদের সন্ধানেও তদন্ত শুরু হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন চুরির ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা, সেটা যাচাই করতে জেলার বিভিন্ন থানার নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী জেলার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে বলে জানা গেছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ধৃত দুই অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, কোনও আন্তঃজেলা বা আন্তঃরাজ্য মাদক চক্রের সংযোগ রয়েছে কিনা, সেদিকেও তদন্তকারীরা গুরুত্ব সহকারে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

পুলিশের বিশেষ অভিযানে উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন হেরোইন, মাদক ব্যবসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী ও গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্ত।

মন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে ক্ষোভ শ্রীভূমিতে

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানাবেন ব্রজেন্দ্র রোডের জনগণ

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২০ জুলাই : জমা জলের সমস্যা নিরসনে নির্ধারিত কোনও পরিকল্পনা ছাড়া ব্রজেন্দ্র রোডে উচ্ছেদ অভিযানের নামে ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য পুরসভা কর্তৃপক্ষ ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় ভাঙচুর চালিয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এমনকী রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাধারণ প্রশাসন-সহ অন্যান্য বিভাগের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী কেশব মহন্তের নির্দেশকে রীতিমতো অমান্য করেই গোটা উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে বলে তারা জানান। ব্রজেন্দ্র রোডে উচ্ছেদের শিকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত ১৫ মে টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে শ্রীভূমি শহরের সিংহভাগ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ব্রজেন্দ্র রোড এলাকাও মানুষের ঘরবাড়িতে জল প্রবেশ করে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। ব্রজেন্দ্র রোড এলাকার কিছু মানুষ বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং পূর্তপথ ও উপ-পূর্তপথের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। জমা জলের সমস্যা নিরসনের নামে ব্রজেন্দ্র রোডবাসীকে পরোক্ষে শায়েস্তা করতে শুরু হয় অবৈধ জমি দখলমুক্ত করার পরিকল্পনা। সদর সার্কল অফিসের কর্মীদের দিয়ে মাপজোখ করিয়ে লাল দাগ বসানো হয়। গত ১ জুন জেলা কমিশনারের সভাকক্ষে আয়োজিত নাগরিকসভায় মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল ও অবৈধভাবে হটাওয়ার ও স্ট্যান্ড সরানোর পরামর্শ দেন। যদিও লোকদেখানোভাবে ঘটালাইন ও পূর্ত বিভাগের রাজিয়াল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ বাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। গত ২৫ জুনের পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিকের স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় প্রেরণ করা হয়। মোট ৬২ জনকে নোটিশ দিয়ে তিনদিনের মধ্যে সবকিছু সরানোর কথা বলা হয়। ২৫ জুন ইস্যু করা নোটিশ ২৬ জুন সকালে পুরসভার তরফে সবার কাছে প্রেরণ করা হয়। ২৭ জুন স্পিডপোস্টের মাধ্যমে একই নোটিশের কপি দ্বিতীয়বার সবার বাড়িতে প্রেরণ করে তিনদিনের মধ্যে সবকিছু সরানোর কথা বলা হয়। ২৮ জুন ছিল সরকারি বন্ধ। ফলে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে আবেদনের কোনও সুযোগ প্রদান করা হয়নি বলে জানান স্থানীয়রা। এদিকে, ব্রজেন্দ্র রোড থেকে এক প্রতিনিধিদল দিসপুরে ছুটে গিয়ে রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সাধারণ প্রশাসন-সহ অন্যান্য বিভাগের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী কেশব মহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি লিখিত স্মারকপত্র প্রদান করেন। প্রায় শতাধিক লোকের স্বাক্ষরিত স্মারকপত্রে বাসিন্দারা উল্লেখ করেছেন, কয়েক দশক আগে নির্মিত অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক মাস্টার ড্রেনের কারণে প্রতি বর্ষায় ব্রজেন্দ্র রোডে ব্যাপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বছর বছর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। তাই বর্তমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নতুন ড্রেন নির্মাণ করলে সমস্যার সমাধান হবে। শহরের ৯, ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি এবং বিগত পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির তিনজন পুর কমিশনার বিশাল ভোটে জয়ী হয়েছেন। ফলে সরকারের কাছে পূর্ণ আস্থা রয়েছে সবার। তাই যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া এবং স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ না করে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলে জলাবদ্ধতার মূল সমস্যার সমাধান হবে না। প্রথমে এলাকাটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নতুন ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন করা হোক। ড্রেন তৈরি করতে গিয়ে যদি সরকারি জমি জবরদখলমুক্ত করতে হয় তাতেও স্থানীয়দের কোনও আপত্তি নেই বলে মন্ত্রী কেশব মহন্তকে জানানো হয়। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের স্পষ্ট রূপরেখা ছাড়া কোনও উচ্ছেদ অভিযান না চালানোর আবেদন জানানো হয়। স্মারকপত্র হাতে পেয়ে মন্ত্রী কেশব মহন্ত সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে ২৪ জুন শ্রীভূমির জেলা কমিশনারকে এক পত্রযোগে ব্রজেন্দ্র রোডের স্থানীয়দের আবেদনের বিষয়টি বিবেচনা করে এক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রেরণের নির্দেশ দেন। ২৫ জুন মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত চিঠি শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী কেশব মহন্তের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রীভূমি পুরসভার তরফে মাত্র তিনদিনের নোটিশ দিয়েই ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। ৩০ জুন পুরসভা ও সদর সার্কলের তরফে ব্রজেন্দ্র রোড এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উচ্ছেদ চালিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় বলে জানান স্থানীয়রা। তারা বলেন, কেশব মহন্তের মতো রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রীভূমি পুরসভা ও সদর সার্কল যে বেআইনি উচ্ছেদ চালিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরাসরি এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানো হবে।

বিধায়ক কিশোর নাথের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন বড়যাত্রাপুরের লাভলি আত্মসহায়ক দলের সদস্যারা।

জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে বড়খলার বিধায়ককে নালিশ আত্মসহায়ক দলের সদস্যাদের

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ২০ জুলাই : জালিয়াতি, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ এনে মামলা করার পরও থামেননি বড়যাত্রাপুর লাভলি আত্মসহায়ক দলের মহিলারা। শনিবার এ নিয়ে বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথের কাছে নালিশ জানান লাভলি এসএইচজি-র সদস্যারা। বড়য়াত্রাপুর সঙ্গম সিএলএফের সভানেত্রী নিলুফা ইয়াসমিন বড়ভূইয়া, রেজিমা বাহার বড়ভূইয়া ও পশুসখি রহিমা বেগম মজুমদার বড়যাত্রাপুর এলাকার দিনমজুর পরিবারের লেখাপড়া কম জানা মহিলাদের এসএইচজি গঠন করার প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই-টিপ সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন। তারা বলেন, নিরক্ষরতা ও সরলতাকে হাতিয়ার করে নিলুফার ও রেজিমা তাদের সঙ্গে দেড় লক্ষ টাকার প্রতারণা করেছেন। এছাড়া গ্রুপের দশ সদস্যাকে বঞ্চিত করে তাদের গ্রুপে অতিরিক্ত ১২ জনকে ঢুকিয়ে ছয়জনের নামে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতার চেক দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিলুফা ও রহিমা। উল্লেখ্য, রহিমার দুই কলেজপড়ুয়া মেয়ে ও পিসতুতো বোনের নামে চেক দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আসলে অতিরিক্ত ১২ জন মহিলা লাভলি এসএইচজি-র কোনও সদস্যা নন। বিধায়ক তাদের অভিযোগ মনোযোগের সঙ্গে শুনে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

জিরিঘাট শিবমন্দিরে অসম দর্শন প্রকল্পের কাজের সূচনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ২০ জুলাই : রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ 'অসম দর্শন' প্রকল্পের অধীনে জিরিঘাট দুর্গাপল্লীর ঐতিহাসিক পরমেশ্বর শিবমন্দিরের উন্নয়ন কাজের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সোমবার পবিত্র শ্রাবণ মাসের শুরুতে এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কাজের সূচনা করা হয়। এই উন্নয়নমূলক কাজের ফলে আগামী দিনে এলাকার ধর্মীয় পরিকাঠামোয় বড়সড় জোয়ার আসবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মন্দিরের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা সীমা দেব। প্রথম অবস্থায় বরাদ্দ মোট তিন লক্ষ টাকার মধ্যে প্রথম কিস্তির দেড় লক্ষ টাকায় এই নির্মাণকাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জিপি সদস্য বলরাম নাথ। এই বিশেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরিঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি শান্তনু চৌধুরী, জিপি সদস্য সদস্য পান্না পাল, মন্দির পরিচালন সমিতির সম্পাদক তথা জিপি সদস্য বলরাম নাথ এবং মন্দির কমিটির সভাপতি স্বরূপকান্তি দে। এছাড়া এলাকার বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও শিবভক্ত এই পুণ্যলগ্নে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক এই উপাসনালয়টিকে 'অসম দর্শন' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করায় এবং প্রয়োজনীয় তহবিল মঞ্জুর করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দা ও মন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায় এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও জিরিঘাট এলাকায় ব্যাপক খুশির হাওয়া পরিলক্ষিত হয়।

জিরিঘাট শিবমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন জেলা পরিষদ সদস্যা সীমা দেব।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি আসু-র

সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : আসু-র কাছাড় জেলা শাখা ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে শনিবার আসাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কথিত নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। একইসঙ্গে শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানো হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা প্ল্যাকার্ড হাতে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও সংস্কারভিত্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। আসু-র রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সমাবেশে অল কাছাড় জেলা কমিটির উপদেষ্টা কৃষ্ণমোহন বলেন, এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় আসু রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে সোচ্চার সোনম ওয়াংচুকের পাশে আসু সবসময় থাকবে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় আসু ইউনিটের সহ-সভাপতি বিক্ষোভকে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করে সব ছাত্রছাত্রীকে ন্যায্য ও স্বচ্ছ শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। শিলচর আঞ্চলিক আসু-র সাধারণ সম্পাদক বলেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে ছাত্রকল্যাণের উদ্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অধিকার রক্ষায় সোনম ওয়াংচুক বরাবরই সোচ্চার ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও ন্যায্য আন্দোলনের পাশে থাকবে আসু। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাতীয় পরীক্ষণ সংস্থা (এনটিএ)-র সমালোচনা করে বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এই সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের যথাযথ তদন্ত ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি। দিল্লিতে বৃহত্তর আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব না হলেও অসম থেকেই প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার কথা জানান তিনি। এক ছাত্র নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে জানায়, দু'বার নিট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের পরও প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে ওই ছাত্র। তার আশা, সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক ও কার্যকর পরিবর্তন আসবে। ছাত্রনেতা গম্ভীর মুদই বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে প্রকৃত অর্থে ভারতের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, বিক্ষোভে আসার পথে বহু যুবক-যুবতীকে সামাজিক মাধ্যমে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেলেও আন্দোলনে অংশ নিতে দেখা যায়নি। তিনি ছাত্রসমাজকে সামাজিক মাধ্যমের গণ্ডি পেরিয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বিক্ষোভকারীরা নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত, জাতীয় পরীক্ষণ সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারের দাবি জানান। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছাত্র সংগঠন আসু-র সদস্যরা।

নিলামবাজারে স্কুলের খেলার মাঠে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাফাই অভিযান, স্বস্তি স্থানীয়দের

অবশেষে সরল দীর্ঘদিনের আবর্জনার স্তূপ

সাময়িক প্রসঙ্গ, নিলামবাজার ও কটামণি, ২০ জুলাই : দীর্ঘদিনের অবহেলা, নোংরা পরিবেশ আর অসহনীয় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন নিলামবাজারের ব্যবসায়ী, স্কুলপড়ুয়া, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ। বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং স্থানীয় একটি স্কুলের খেলার মাঠ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল বিশাল আবর্জনার ভাগাড়ে। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিক, পচনশীল বর্জ্য ও নোংরা আবর্জনার স্তূপ শুধু এলাকার সৌন্দর্যই নষ্ট করেনি বরং জনস্বাস্থ্যের জন্যও সৃষ্টি করেছিল বড়ধরনের ঝুঁকি। অবশেষে প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপে সেই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের পথে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। নিলামবাজার খণ্ড উন্নয়ন কার্যালয়ের অন্তর্গত ফারমপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন নিলামবাজার শহরের বাজার এলাকা এবং সংলগ্ন এসভি বিদ্যানিকেতনের খেলার মাঠে রবিবার এক বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। নিলামবাজার খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অঞ্জিতা পালের নির্দেশ এবং তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দুপুর থেকেই শুরু হয় এই ব্যাপক সাফাই অভিযান। প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকায় মোতায়েন করা হয় এক্সকেভেটর-সহ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বিশাল আবর্জনার স্তূপ দ্রুত অপসারণ করে এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলে টানা কয়েক ঘণ্টা। অভিযানের শুরু থেকেই বিডিও অঞ্জিতা পাল নিজে উপস্থিত থেকে পুরো কার্যক্রম তদারকি করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকারী খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক অনুপকুমার সাহা এবং ব্লক বাস্তুকার আরিফ মহম্মদ। আধিকারিকদের উপস্থিতি ও সক্রিয় তদারকিতে সাফাই কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাজার এলাকায় আবর্জনা নিয়মিত অপসারণ না হওয়ায় প্রতিদিনই দুর্গন্ধে নাকাল হতে হচ্ছিল ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের। একইসঙ্গে স্কুলের খেলার মাঠটি আবর্জনায় ভরে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের খেলাধুলো ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রমও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। বর্ষাকালে জমে থাকা বর্জ্য থেকে মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়া-সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল। ফলে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় মানুষ। অবশেষে সেই দাবির প্রতিফলন ঘটল প্রশাসনের এই বিশেষ উদ্যোগে।

এক্সকেভেটরের সাহায্যে একের পর এক আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে বাজার এলাকা ও স্কুলের মাঠকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। অভিযানের পর পুরো এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসে এবং সাধারণ মানুষের মুখে ফুটে ওঠে সন্তোষের হাসি। প্রশাসনের এই জনস্বার্থমুখী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন নিলামবাজারের ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের মতে, বহুদিনের একটি জটিল সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। তবে তারা একইসঙ্গে মত প্রকাশ করেন, শুধুমাত্র একদিনের সাফাই অভিযান যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যতেও নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও সুসংগঠিত করা জরুরি। নিলামবাজার জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ রায় বলেন, দীর্ঘদিন এই আবর্জনার স্তূপ জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীদের অসহনীয় করে তুলেছিল। সর্বস্তরের জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিত স্থানীয় প্রশাসন ও নিলামবাজার উন্নয়ন খণ্ডের আধিকারিকের উদ্যোগে এই আবর্জনার স্তূপ সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী দিনে কোনও ব্যবসায়ী যাতে বিদ্যানিকেতনের খেলার মাঠের পাশে আবর্জনা না ফেলেন, সবার কাছে সেই অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরীর প্রতিনিধি হিসেবে মুহিদুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে এখানে আবর্জনা না ফেলে অন্যত্র ফেলার পরামর্শ দেন। এছাড়া নিলামবাজার-ফারমপাশা জিপির এপি সদস্য জীবিদেশ দাস, ওয়ার্ড সদস্য জ্যোতিষ্ক পোদ্দার ও দীপঙ্কর দাস, সমাজসেবী সৈয়দ ফজলুর রহমান এবং ব্যবসায়ী সমিতির বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সাধারণ মানুষের প্রতি সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা সবাইকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা এবং সরকারি সম্পত্তি ও জনপরিসর পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান। তাঁদের বক্তব্য, প্রশাসনের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেলেই নিলামবাজারকে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। স্থানীয়দের আশা, ভবিষ্যতেও এধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে নিলামবাজার আরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

এক্সকেভেটর লাগিয়ে বাজার এলাকা ও স্থানীয় স্কুলের খেলার মাঠ পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলছে। রবিবার নিলামবাজারে।

উৎসবমুখর পরিবেশে লালায় বিপদনাশিনী পূজা সম্পন্ন, দশ মেধাবী পড়ুয়াকে সংবর্ধনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ২০ জুলাই : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্ত সমাগম ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার মধ্যদিয়ে লালা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন সরণিতে নারী কল্যাণ মহিলা সমিতি, লালার উদ্যোগে আয়োজিত ২৮তম সর্বজনীন শ্রীশ্রী বিপদনাশিনী পূজা শনিবার রাতে উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় লালা শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে পূজার সূচনা হয়। পরে বিপদনাশিনী মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লালা এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী দশজন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। নারী কল্যাণ মহিলা সমিতির সভানেত্রী জয়া বসুমাতারির সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক অর্চনা দাসের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় আয়ুষ পাল, তানিশা পাল, শুভম শীল, পারমিতা দাস, নিবেদিতা দাস, অভিষেক দাস, শুভম মজুমদার, ঋষিতা দাস, রাধিকা শীল ও রিতিকা তেলিকে। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে তাদের হাতে সম্মাননা স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সম্পাদক অর্চনা দাস কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় আয়োজনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মেধাকে সম্মান জানানো এবং শিক্ষার প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে তোলাই এ বছরের পূজার অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালা রুরাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তনুজকুমার দে, সমাজসেবী উত্তম মুখার্জি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা কৃতী পড়ুয়াদের হাতে শংসাপত্র, স্মারক ও উপহার তুলে দেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তনুজকুমার দে নারী কল্যাণ মহিলা সমিতি ও বিপদনাশিনী পূজা কমিটির এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার মতো সামাজিক উদ্যোগ যুক্ত হওয়ায় পূজার তাৎপর্য আরও বেড়েছে। এধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে এবং সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে। ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি। শনিবার সকাল থেকে পূজামণ্ডপে ভক্তদের ঢল নামে। বিপদনাশিনী মায়ের পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, আরতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী ধামাইল নৃত্য, ভক্তিমূলক সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দিনভর ভক্তদের উপস্থিতিতে মুখরিত ছিল পূজামণ্ডপ। দুপুরে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তনে আরও ভক্তিময় হয়ে ওঠে পরিবেশ। রবিবার বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক বলরাম গোস্বামীর পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী ধর্মীয় উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লালা শহরের পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও বিপুলসংখ্যক ভক্ত সমবেত হন। বিপদনাশিনী পূজা উপলক্ষে লালা শহরের সূর্য সেন সরণি এলাকাজুড়ে ছিল উৎসবের আবহ। সুসজ্জিত পূজামণ্ডপ, বর্ণিল আলোকসজ্জা ও ভক্তিমূলক পরিবেশে আকৃষ্ট হন অসংখ্য দর্শনার্থী। পূজা কমিটির সভানেত্রী জয়া বসুমাতারি এবং সম্পাদক অর্চনা দাস জানান, প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক বন্ধন এবং শিক্ষার প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যেই পূজার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন সফল হয়েছে। পূজার সুষ্ঠু আয়োজনে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান তারা।

লালা শহরের সূর্য সেন সরণিতে নারী কল্যাণ মহিলা সমিতি আয়োজিত বিপদনাশিনী পূজায় ভক্তদের ভিড়।

রোজগার.com

আইআইটি খড়্গপুরের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গবেষক চাই

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি), খড়্গপুরে রয়েছে গবেষণা সংক্রান্ত কাজের সুযোগ। প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সুযোগ পাবেন। প্রতিষ্ঠানের 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের তরফে একটি গবেষণা প্রকল্পে কাজ করতে হবে। সিনিয়র রিসার্চ ফেলো নেওয়া হবে। প্রকল্পটিতে অর্থ সহায়তা করছে সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইন ইনস্টিটিউট লিমিটেড। নিযুক্তকে প্রতি মাসে ৪২ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে। যে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানের যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর হওয়া চাই। সিএসআর-ইউজিসি নেট উত্তীর্ণ হতে হবে। গবেষণার কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। প্রার্থীর বয়স ৩২ বছরের মধ্যে হওয়া বাধ্যতামূলক। বাকি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জানতে মূল বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নিতে হবে।

কীভাবে আবেদন করবেন?
আইআইটি খড়্গপুরের ওয়েবসাইটে 'হোমপেজ' থেকে 'জবস'-এ যেতে হবে। সেখান থেকে যেতে হবে 'টেম্পোরারি পজিশন'-এ। ওই বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি দেখা যাবে। বিজ্ঞপ্তি থেকে সরাসরি অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আগামী ২৫ জুলাই আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। বিজ্ঞপ্তি থেকেই এই সংক্রান্ত সবিস্তার তথ্য এবং শর্তাবলি জানা যাবে।

বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের প্রকল্পে কর্মী নিয়োগ, আবেদন গ্রহণ করবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা

হিমালয় পর্বতমালা এবং সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান মেলে। এর মধ্যে কিছু প্রজাতি বিরল এবং বর্তমানে বিপন্ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সেইসব উদ্ভিদের বীজ সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ গবেষণা প্রকল্পে কর্মী নিয়োগ করবে বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। ওই প্রকল্পে ছ'জন ফিল্ড অ্যাসিস্টান্ট নিয়োগ করা হবে। যোগদান করতে আগ্রহীদের যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে অন্তত এক বছরের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ৪৫ বছরের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত পদে নিযুক্তদের নয়ডা, শিলং, ইটানগর, সোলাং-সহ মোট পাঁচটি কেন্দ্রে নিয়োগ করা হবে। মোট তিন বছরের চুক্তিতে তাঁদের কাজ চলবে। প্রতি মাসের পারিশ্রমিক হিসাবে ১৪ হাজার ৪৭৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে আর্থিক অনুদান দিয়েছে ন্যাশনাল মিশন অন হিমালয়ান স্টাডিজ।

আবেদনের শর্তাবলি : ১৫ আগস্টের মধ্যে ডাকযোগে কিংবা ই-মেল মারফত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের জন্য জীবনপঞ্জি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের প্রমাণপত্রের সঙ্গে কর্মজীবনের শংসাপত্রের মতো নথিও পাঠানো প্রয়োজন। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে উল্লিখিত পদে আবেদনকারীদের যোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া হবে।

ডিআইসি-তে ইউএক্স ডিজাইনার চাই, আবেদনের শেষ দিন ২৬ জুলাই

ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্পোরেশনে রয়েছে চাকরির সুযোগ। সম্প্রতি সংস্থার ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনেই জমা দেওয়া যাবে আবেদনপত্র। নিযুক্তদের কর্মস্থল হবে দিল্লি। যদিও পরে তা বদলাতে পারে। ইউএক্স ডিজাইনার নিয়োগ করা হবে।

শূন্যপদ ১টি। চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে কর্মী। আবেদনের জন্য যে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজাইন, ইউজার এক্সপেরিয়েন্স ডিজাইন, ইন্টারঅ্যাকশন ডিজাইন অথবা কমিউনিকেশন ডিজাইন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে দু'বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাকি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জানতে মূল বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। আবেদন করবেন কীভাবে? ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে 'হোমপেজ' থেকে 'কেরিয়ার'-এ গেলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পাওয়া যাবে। তাতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৬ জুলাই। এই সংক্রান্ত সবিস্তার তথ্য এবং শর্তাবলি জানা যাবে বিজ্ঞপ্তি থেকে।

হাইলাকান্দির নিগমানন্দ যোগ কেন্দ্রে যোগ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ২০ জুলাই : সুর ভারতী কলা কেন্দ্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যোগ শিক্ষিকা মিতালী গোস্বামী ভট্টাচার্যের পরিচালিত নিগমানন্দ যোগ কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সোমবার লটারি ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অব হাইলাকান্দির সভাপতি অ্যাডভোকেট কামাল চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক দীপককুমার দে, প্রাক্তন সভাপতি শংকর চৌধুরী, বিশিষ্ট যোগ শিক্ষক অপু পাল, হাইলাকান্দি বিবেকানন্দ ক্লাব (এনজিও)-র সভাপতি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, নবনিযুক্ত সম্পাদক প্রকৃতিরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ২০১৩ সালের জাতীয় স্তরের পুরস্কারপ্রাপ্ত যোগ শিক্ষিকা মিতালী গোস্বামী ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, গত ৩১ মে নিগমানন্দ যোগ কেন্দ্রে 'ক', 'খ' ও 'গ', এই তিনটি বিভাগে যোগব্যায়াম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিযোগিতায় ক-বিভাগে রুদ্রিক রায় প্রথম, অদ্রিজা ভট্টাচার্য ও ঋদ্ধিমা শর্মা যৌথভাবে দ্বিতীয়, অঙ্কিতা দাস তৃতীয়, আবান আহমদ লস্কর চতুর্থ এবং শিবাংশু ভট্টাচার্য পঞ্চম স্থান অধিকার করে। খ-বিভাগে মল্লিকা মাইতি প্রথম, শুভজিৎ পাল ও কৃষ্ণা রায় যৌথভাবে দ্বিতীয়, কৃশানো দেবনাথ তৃতীয়, রনি দেবনাথ ও মনসনি দাস যৌথভাবে চতুর্থ এবং মনোজ মাইতি ও আয়ান আহমদ লস্কর যৌথভাবে পঞ্চম স্থান অর্জন করে। গ-বিভাগে হোসেন আক্তার বড়ভুইয়া প্রথম, অর্ণব দেবনাথ দ্বিতীয় এবং সারোয়ার মোস্তফা মজুমদার তৃতীয় স্থান লাভ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সূচনায় নিগমানন্দ যোগ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত অতিথিদের সামনে বিভিন্ন যোগাসনের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী পরিবেশন করে, যা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়। পরে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি, মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেন অতিথিরা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পড়ুয়া সহ বিশিষ্টজনেরা।

উত্তর-পূর্বে পর্যটন বিকাশে একসঙ্গে কাজ করবে অসম ও মিজোরাম

আইজল, ২০ জুলাই : পর্যটন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে অসম ও মিজোরাম। শনিবার গুয়াহাটিতে অসমের পর্যটনমন্ত্রী অজন্তা নেওগের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মিজোরামের পর্যটন মন্ত্রী লালনঘিংলোভা মারের সঙ্গে দুই রাজ্যের মধ্যে পর্যটন বৃদ্ধির বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকের পর লালনঘিংলোভা মার জানান, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মিজোরাম রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তিনি বলেন, 'মিজোরামে আসা অধিকাংশ পর্যটকই অসম থেকে আসেন। তাই পর্যটন খাতে দুই রাজ্যের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' অসমের পর্যটন মন্ত্রী অজন্তা নেওগও জানান, মিজোরামের সঙ্গে পর্যটন সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে অসম সরকার আগ্রহী। তাঁর মতে, দুই রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগ উভয়েরই পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দুই রাজ্যের পর্যটন দফতর যৌথভাবে পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

পাশাপাশি, শুধুমাত্র অসম ও মিজোরাম নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে সব রাজ্যকে একযোগে কাজ করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এদিন মিজোরামের পর্যটন মন্ত্রী রাজ্য সরকারের চলতি বছরের বিভিন্ন পর্যটন উৎসব ও অনুষ্ঠানের বিষয়ে অজন্তা নেওগকে অবহিত করেন এবং তাঁকে মিজোরাম সফর করে এসব অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মতি জানান অসমের পর্যটন মন্ত্রী। এছাড়াও, লালনঘিংলোভা মার গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত 'ইমাজিনারিয়াম ২.০, নর্থইস্ট ইভেন্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট লিডার্স' সামিট'-এ অংশ নেন। ১৮ থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত মেফেয়ার স্প্রিং ভ্যালি রিসর্টে অনুষ্ঠিত এই দুই দিনের সম্মেলনে উত্তর-পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

একান্ত সাক্ষাৎকারে অসম ও মিজোরামের পর্যটন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ ও লালনঘিংলোভা মার।

শিলচরে বন্দি জগ্গুর গ্যাঙের বড় মাথা 'লালা' আমেরিকায় গ্রেফতার, জামিন না দেওয়ার আর্জি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : শিলচর জেলে বন্দি আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার জগ্গু ভগবানপুরিয়ার গ্যাংয়ের সদস্য নীতিশ কৌশল ওরফে 'লালা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্ত অঞ্চলে ধরা পড়েছে। ফেডারেল প্রসিকিউটররা বিচার শুরুর আগে পর্যন্ত তাকে আটকে রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, 'লালার পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে এবং তা হবে সমাজের জন্য অতি বিপজ্জনক। কারণ সে আন্তর্জাতিক গ্যাঙের এক কুখ্যাত সদস্য।' ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীতিশ কৌশল ওরফে লালার বিরুদ্ধে গত মাসে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি মামলা হয়েছে, সে কথাও বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রসিকিউটররা।

গত ১৬ জুলাই মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে কানাডা সীমান্ত থেকে এক মাইলেরও কম দূরে ভারমন্টের আলবার্গ এলাকায় গ্রেফতার করে। অভিযোগ, সে কয়েক দিন ধরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে কানাডায় পালানোর চেষ্টা করছিল এবং মার্কিন বর্ডার প্যাট্রোলের হাতে ধরা পড়ার সময় ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করেছিল। পরদিন ভারমন্ট জেলার মার্কিন জেলা আদালতে ছয় পাতার আবেদন দাখিল করে সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি ডানা হিল বলেন, তাকে গত ২৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট গ্র্যান্ড জুরি কর্তৃক দাখিল করা ৪৪ পাতার ফেডারেল অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে ধরা হয়েছে। সেখানে লালা সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'রেকেটার ইনফ্লুয়েন্সড অ্যান্ড করাপ্ট অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট'র আওতায় অভিযোগ আনা হয়েছে। ফেডারেল প্রসিকিউটরদের দাবি, এই অপরাধচক্র বৃহৎ পরিসরে কোকেন পাচার, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি এবং আগ্নেয়াস্ত্র-সংক্রান্ত অপরাধে জড়িত। ক্যালিফোর্নিয়ার অভিযোগপত্রে অন্তত ১০০ কেজি কোকেন পাচারের উল্লেখ রয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, মাদক চুরির অভিযোগে লালা এক ব্যক্তিকে মারধর ও অপহরণ করেছিল। পরে তাকে একটি অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে চুরি হওয়া মাদকের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ হাজার মার্কিন ডলার জোগাড় করে দিতে বাধ্য করে। ওই ঘটনার সঙ্গে লালার যোগসূত্রের প্রমাণ হিসেবে অভিযোগপত্রে কয়েকটি ছবিও সংযুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটররা। তাঁরা লালার অপরাধমূলক অতীত এবং অভিবাসন-সংক্রান্ত তথ্যও আদালতের সামনে তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন যে, নীতিন ওরফে লালা ২০২২ সালে অ্যারিজোনার ইউমা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে এবং আদালতে হাজিরার নোটিশ দিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২০২৩ সালে তার বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনে একাধিক অভিযোগ আনা হয়। পরে একটি আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ৬০ দিনের কারাদণ্ডও ভোগ করে। চলতি বছরের শুরুতে তার বিরুদ্ধে একটি মাদক-সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দায়ের হয়।

আদালতে আরও দাবি করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই অপরাধচক্রের বিস্তৃত যোগাযোগ রয়েছে। ভারতের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগেরও অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটররা জানান, ক্যালিফোর্নিয়ার অভিযোগপত্র প্রকাশ্যে আসার পর গত ৭ জুলাই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করলেও খুঁজে পায়নি। তখনই সে আদালতের নজরদারিতে থাকা মোবাইল ফোনটি ফেলে দিয়ে আত্মগোপনে চলে যায়। এরপর এফবিআই-র মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তার নাম। তদন্তকারীদের ধারণা, গ্রেফতার হওয়ার আগে সে কানাডা সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে একটি গাড়ি ফেলে যায়। কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ সীমান্ত পেরিয়ে একজন ব্যক্তিকে হেঁটে যেতে দেখে। পরে ভারমন্টের এক বাসিন্দার নিরাপত্তা ক্যামেরায় তাকে একটি খামারে ঢুকতে দেখা যায়। মার্কিন বর্ডার পেট্রোল তাকে আটক করলে সে অন্য এক ব্যক্তির নামে ইস্যু করা নিউ জার্সির একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখায়। পরে আঙুলের ছাপ এবং তার শরীরে থাকা সিংহের উল্কি দেখে তার প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। প্রসিকিউটরদের আরও দাবি, লালা জামিনে মুক্তি পেলে সাক্ষীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। পালিয়ে যাওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই রিপোর্ট প্রস্তুত হওয়া এবং পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত তাকে হেফাজতেই রাখার নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রসিকিউটরদের মাধ্যমে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে মার্কিন সরকার।

নীতি আয়োগের ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলিনেস সূচকে নিয়ন্ত্রক সহজতায় অসম-সহ উত্তর-পূর্বকে টপকাল মেঘালয়

শিলং, ২০ জুলাই : নীতি আয়োগের প্রথম ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলিনেস ইনডেক্স-র 'রেগুলেটরি ইজ' বিভাগে উত্তর-পূর্ব ও পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে মেঘালয়। নীতি আয়োগ প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই বিভাগে মেঘালয়ের প্রাপ্ত নম্বর ৮.৫, যা এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ। মেঘালয়ের পরেই রয়েছে নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা, উভয় রাজ্যেরই স্কোর ৮.২। হিমাচল প্রদেশ পেয়েছে ৭.৯ নম্বর। অসম এবং উত্তরাখণ্ড যৌথভাবে ৭.৭ নম্বর নিয়ে পরবর্তী স্থানে রয়েছে। 'রেগুলেটরি ইজ' সূচকে রাজ্যগুলির প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, নীতির পূর্বানুমানযোগ্যতা এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দক্ষতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই সূচকের মাধ্যমে দেখা হয়েছে, রাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রক কাঠামো কতটা ব্যবসাবান্ধব এবং বিনিয়োগের পথে বাধা কমাতে কতটা কার্যকর। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসা শুরু করতে সময়, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও লাইসেন্সের সংখ্যা, বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ পাওয়ার গতি, শিল্প জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের দক্ষতার মতো বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, সিঙ্গেল-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থার কার্যকারিতা, বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি, বাণিজ্যিক আদালতের কার্যক্ষমতা এবং কোনও ব্যবসা বন্ধ বা গুটিয়ে নিতে কত সময় লাগে, তাও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নীতি আয়োগের মতে, যেসব রাজ্যে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা স্বচ্ছ, সহজ এবং পূর্বানুমানযোগ্য, সেসব রাজ্য বিনিয়োগ আকর্ষণে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকে। কারণ এতে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, ব্যয় এবং নিয়ম মেনে চলার চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। যদিও নিয়ন্ত্রক সহজতার নিরিখে উত্তর-পূর্ব ও পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে মেঘালয় শীর্ষস্থান দখল করেছে, তবুও সামগ্রিক ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলিনেস ইনডেক্সে রাজ্যটি 'ইমার্জিং পারফর্মার্স' শ্রেণিতে স্থান পেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামগ্রিক বিনিয়োগ প্রতিযোগিতায় আরও এগিয়ে যেতে মেঘালয়কে ভৌত পরিকাঠামো, ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং সম্পদের প্রাপ্যতা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করতে হবে।

সাংবাদিকদের স্বীকৃতি কার্ড প্রদানের দাবিতে কাছাড় জেলা কমিশনারকে জাফা-র স্মারকপত্র

এডিসি জাগৃতি কালোয়ারের হাতে স্মারকপত্র প্রদানের পর জাফা-র কর্মকর্তারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : কাছাড়ে সুদীর্ঘ বছর ধরে কর্মরত আটজন সাংবাদিককে সরকারি স্বীকৃতি কার্ড (রিকগনিশন) প্রদানের দাবিতে সোমবার জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর অসম-র (জাফা) কাছাড় জেলা কমিটি জেলা কমিশনার (ডিসি) তথা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্রিডিয়েশন কমিটির চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছে। ডিসির অবর্তমানে এডিসি জাগৃতি কালোয়ারের হাতে স্মারকপত্রটি তুলে দেওয়া হয়। এবং তাঁর কাছে বিষয়টি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এডিসিকে বলা হয়েছে যে, জেলার বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের মধ্যে তৈয়বুর রহমান লস্কর ৩৭ বছর, শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য ৩৩ বছর, সঞ্জনকান্তি দত্ত ৩২ বছর ধরে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা সহ শিবির আহমদ বড়ভূইয়া, রাজীব হোসেন মজুমদার, নুর আহমদ চৌধুরী, নৈতিক শীল, মজবুল হক লস্কর এবং রমিজ উদ্দিন লস্কর রিকগনিশন কার্ড প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এরা এভাবে কেন বঞ্চিত রয়েছেন জানতে চেয়ে এডিসি বিষয়টি ডিসির সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রতিনিধি দলে সভাপতি সুবীর দত্ত, কার্যকরী সভাপতি মিলন উদ্দিন লস্কর, সম্পাদক মনজুর আহমদ বড়ভূইয়া, কার্যালয় সম্পাদক রমিজ উদ্দিন লস্কর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভূমি রোটারি ক্লাব অব বর্ডারল্যান্ডের এগারোতম অভিষেক

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ২০ জুলাই : বর্ণাঢ্য কার্যসূচির মধ্য দিয়ে শ্রীভূমি রোটারি ক্লাব অব বর্ডারল্যান্ডের ১১তম অভিষেক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল রবিবার। শহরের এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির পদাধিকারীদের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন প্রাক্তন কমিটির সদস্যরা। ২০২৬-২৭ সালে রোটারি ক্লাব অব বর্ডারল্যান্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন অলোককুমার পাল। অন্যদিকে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেছেন সিদ্ধার্থ দাস। এদিন অভিষেক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে বর্ডারল্যান্ডের ডিজি সুখবিন্দর সিং, এজি অমিত কালোয়ার এবং প্রাক্তন এজি বিশ্বজিৎ বণিক সহ অন্যদের উপস্থিতিতে রোটারি ক্লাব বর্ডারল্যান্ডের ২০২৬-২৭ বর্ষের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রোটারিয়ান অলোককুমার পাল। প্রাক্তন সভাপতি (আইপিপি) হিসেবে রয়েছেন রোটারিয়ান পারমিতা চৌধুরী। প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট এবং সহ-সভাপতির দায়িত্বে মনোনীত হয়েছেন রোটারিয়ান বাল্মীকি দেবরায়। কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রোটারিয়ান সিদ্ধার্থ দাস। যুগ্ম সম্পাদক রোটারিয়ান সৌরভ বণিক এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন রোটারিয়ান শঙ্কর ঘোষ। সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রোটারিয়ান সুব্রত শীল। ক্লাবের সম্পাদক (এডিটর) হিসেবে মনোনীত হয়েছেন রোটারিয়ান দেবাহুতি হোড় চৌধুরী এবং বোর্ডের উপদেষ্টা (ডিরেক্টর) হিসেবে রয়েছেন রোটারিয়ান বিশ্বজিৎ নাথ। নবগঠিত কমিটিতে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির চেয়ারপার্সনদেরও দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। প্রশাসন কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন রোটারিয়ান জিতুল সোনোয়াল, রোটারি ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে রোটারিয়ান বিরাজ নাথ, সার্ভিস প্রজেক্টের দায়িত্বে রোটারিয়ান অনুরূপা দাস, সাক্ষরতা কমিটির দায়িত্বে রোটারিয়ান মঙ্গল চৌধুরী, সদস্যপদ কমিটির দায়িত্বে রোটারিয়ান সুদীপ সরকার এবং পাবলিক ইমেজ কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন রোটারিয়ান সুবীর দাস। এছাড়া ক্লাব ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রোটারিয়ান হাবিবুর চৌধুরী। আন্তর্জাতিক পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছেন রোটারিয়ান সঞ্জীব পাল, যুব বিষয়ক কমিটির দায়িত্বে রোটারিয়ান অরুন্ধতী নাথ, ফেলোশিপ কমিটির দায়িত্বে রোটারিয়ান বাবন শুক্লবৈদ্য, নারী ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন কমিটির দায়িত্বে রোটারিয়ান সুপর্ণা নাথ এবং আরসিসি (RCC) কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন রোটারিয়ান বদরুল হক চৌধুরী।

রোটারি ক্লাব অব বর্ডারল্যান্ডের ১১তম অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তারা।

নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোটারির মূলমন্ত্র— 'Service Above Self'-কে সামনে রেখে আগামী দিনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, যুব উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি আরও বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। একইসঙ্গে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

রোটারি ক্লাব বর্ডারল্যান্ডের বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে মানুষকে সেবাদান করা এবং সমাজের সার্বিক মঙ্গলে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি ক্লাবের সদস্য-সদস্যাকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে কাজ করার অঙ্গীকার করেন রোটারি বর্ডারল্যান্ডের নবনিযুক্ত সভাপতি এবং সম্পাদক। এদিনের অনুষ্ঠানে মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, অনুপম চক্রবর্তী, সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

FOLKইরা'র দশম বর্ষপূর্তি

আনন্দময় 'আনন্দলোক'

ঋষির গানে আসর মাত

সুবীর ভট্টাচার্য

আমাদের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে লোকগান বা লোকসঙ্গীত বৈচিত্র্যময়। বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবী জনমানসের সংস্কারগত চিন্তাভাবনা, বারোমাসে তেরো পার্বণের উৎসব-অনুষ্ঠান, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ঔৎসুক্য, প্রকৃতি, নদী ও নৌকার রূপকাশ্রয়ী চিন্তাচেতনা, দারিদ্র্য, সমাজের অন্যায়-অবিচার, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য প্রভৃতি বিষয়গত বোধ ও অলৌকিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ লোকগানের মাধ্যমেই দৈনন্দিন জীবনচর্চার পথ খুঁজে নেয়। তবে বাংলা লোকগানে মানবতা বড় বিষয় তা আলাদা করে না বললেও চলে। লোকগানের রচয়িতা বা কবিরা বেশিরভাগই কোনও না কোনও লোকধর্মের অনুসারী এবং তাদের নিজস্ব সেই লোকধর্মের মূলত প্রচার করতে তারা গানের আশ্রয় নেন। সে হিসেবে একে ধর্মসঙ্গীতও বলা হয়। তবে লোকগানের এই তত্ত্বকে নিয়েও গানের যে মহিমা প্রকাশ করে তা সাধারণ মানুষকে আকর্ষিত করে। লোকগানের রচয়িতারা মানবতার গান গেয়েছেন। কখনও তারা বলেছেন, সাধনপন্থার রূপকে, কখনও বলেছেন মানবমুক্তির কথা। জাতপাতহীন এক অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজের কথা। আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ তাদের সরল ভাবনাচিন্তা নিয়ে যে মানবতার অসমতার গান গেয়েছেন, তা জীবনের চলার পথের অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদকে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আজ থেকে নয় বছর আগে অর্থাৎ ২০১৭ সালে কোনও এক সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকে কতিপয় যুবকের অদম্য ইচ্ছায় 'FOLKইরা গানের দল'-র যাত্রা শুরু করেছিল।

যা-ই হোক, গত ১০ ও ১১ জুলাই FOLKইরা'র ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবারও স্থানীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী লোকগানের কর্মশালা (সহজ আলাপ) হয়ে গেল। প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন জি বাংলাখ্যাত লোকগান শিল্পী ঋষি চক্রবর্তী। ২০৭ জন প্রশিক্ষার্থী। বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের অত্যধিক প্রশিক্ষার্থী দেখে উপস্থিত জনকে চমৎকৃত করে। এরই অঙ্গ হিসেবে ১২ জুলাই (রবিবার) বঙ্গভবনে উৎসাহ ও উচ্ছলতার সঙ্গে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হয় লোকসঙ্গীতানুষ্ঠান। যদিও অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৫টায় কিন্তু বিশেষ কারণে অনুষ্ঠান পিছিয়ে দিতে হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও ছিল চমৎকারিত্ব। মঞ্চে তুলসীবেদিতে শিশুদের দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন, প্রদীপ প্রজ্বলন এবং সংকীর্তনের মাধ্যমে শুরু হয় FOLKইরা গানের দলের 'আনন্দলোক'।

উদ্বোধনের পরপরই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীরবে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে স্মারক দিয়ে ও গামছা পরিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মানিত ব্যক্তিত্বরা হলেন— বাপি দত্তরায় (গীতিকার), হৃষীকেশ চক্রবর্তী (সুরকার, গীতিকার ও যন্ত্রশিল্পী), শান্তনু পাল (অভিনেতা ও পরিচালক), সায়ন বিশ্বাস (অভিনেতা ও পরিচালক), গোরা চক্রবর্তী (সংস্কৃতিকর্মী), সৌমেন পালচৌধুরী (বংশীবাদক), নলিনী শব্দকর (সানাইবাদক), আইনজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠক অজয়কুমার রায়, নিলয়কান্তি দত্ত (তবলাবাদক), তমোজিৎ ভট্টাচার্য (সাংবাদিক), বিকাশ চক্রবর্তী (সাংবাদিক), সন্তোষ চন্দ (সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী), দিলু দাস (সমাজকর্মী), মিঠুন রায় (সমাজকর্মী), সঞ্জীব রায় (সমাজকর্মী), কানাইলাল দাস (সংস্কৃতিকর্মী), স্বর্ণালী চৌধুরী (সমাজকর্মী) ও ভাস্কর দাস (সংস্কৃতিকর্মী)।

এরপরই মঞ্চে পরিবেশিত হয় প্রশিক্ষক প্রখ্যাত গায়ক ঋষি চক্রবর্তীর পরিচালনায় প্রশিক্ষার্থীর ছয়টি গান। যদিও প্রশিক্ষার্থীদের স্থান প্রতিকূলতার জন্য 'ক' ও 'খ' বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমেই 'ক' বিভাগ প্রশিক্ষার্থীরা 'পড়শিরে জামাই আইসছে হামার বাড়ি' গম্ভীরাগান গেয়ে শ্রোতা-দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। সাবলীল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে 'রাঁচিসে ভেজাল কুলি' (ঝুমুর), 'বুড়াটার নাই কাণ্ডজ্ঞান' (গাজন) গানে বঙ্গভবনে আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 'খ' বিভাগের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে শাহ আব্দুল করিমের 'বলে বলুক লোকে', 'মিছাই লোকের কথা' (ধামাইল), 'বুড়াটা মাসে মাসে' (গাজন) গান শুনে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এরপরই নিক্কণ এবং নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীরা যথাক্রমে শুভ্রাংশু নাথমজুমদার এবং গায়ত্রী দেব ও সোনালি দে-র

পরিচালনায় দু'টি লোকনৃত্য (কালী ও গাজন নৃত্য) পরিবেশন করেন। মনোমুগ্ধকর দু'টি নৃত্যই শ্রোতা-দর্শকদের আপ্লুত করে।

নৃত্যানুষ্ঠানের পরই মঞ্চে আসেন এদিনের মূল আকর্ষণ সারেগামা-খ্যাত শিল্পী ঋষি চক্রবর্তী। তাঁকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়, বংশিতা কলানিকেতন, বন্ধু সামাজিক সংস্থা, প্রহরী সংস্থা-সহ আরও অনেক সংস্থা উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে শিল্পীকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। সেসঙ্গে শুভ্রাংশু নাথমজুমদার, গায়ত্রী দেব এবং সোনালি দেকে FOLKইরা গানের দলের পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়।

হাসিখুশি ঋষি চক্রবর্তী চলনে-বলনে ছিলেন সপ্রতিভ ও দুর্দান্ত। তাঁর গায়কী তাল-লয় ছিল অসাধারণ। প্রথমেই তিনি গেয়ে ওঠেন ভৈরব দিয়াছে তালি, মহানন্দে নাচে কালী। এরপর একে একে 'একবার দু'হাত তুলিয়া দেও ঘোমটা', 'মিলন হবে কত দিনে', 'আমি প্রেমরসিকা হবো কেমনে', 'মাছমারিতে গেলো', 'কালোজলে কুচলাতলে', 'বকুলফুল বকুলফুল', 'বন্ধুবিনে প্রাণ বাঁচে না', 'সোহাগচাঁদ বদনে ধনি' গানগুলো শুনে দর্শকরা প্রেক্ষাগৃহজুড়ে আনন্দে নেচে ওঠেন। তখন বঙ্গভবন যেন ভাবাবেগের সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিল। সবশেষে, গেয়ে ওঠেন কালিকাপ্রসাদের সেই কালজয়ী গান 'আমি তোমারি গান গাই' এবং 'আমার ভিতর-বাহিরে অন্তরে অন্তরে'। এভাবেই অসাধারণ এক সঙ্গীতানুষ্ঠান সন্ধ্যা FOLKইরা শিলচরবাসীকে উপহার দিল। এদিনের অনুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন নিরুপম বড়ভূইয়া (কিবোর্ড), সৌমেন পালচৌধুরী (বাঁশী), শুভ্রাংশু পাল (বাংলা ঢোল), সুদর্শন নাথ (ব্যাঞ্জো), স্বর্ণদীপ দেব (হ্যান্ডসোনিক), শিবম পাল (অক্টোপ্যাড)। মঞ্চসজ্জা অঙ্কন কংসবণিক। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বিপ্লব দেব।

সবশেষে, আমরা সবাই জানি, লোকগান জীবনের সার্বিক চরিত্র ধারণ করে। সংস্কৃতি ও চরিত্র বিকাশে লোকগানের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তাই লোকগান নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। লোকগায়করা শুধুমাত্র দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দের জন্য করেন না। লোকগান আমাদের সমাজসংস্কৃতির এক দর্শন। তাই, FOLKইরা'কে অনুরোধ, আপনারা লোকগান নিয়েই এগিয়ে যান। আপনাদের আগামী যাত্রাপথ সুগম হোক।

শ্রীভূমিতে নজরুল শ্রদ্ধাঞ্জলি তিনদিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

হিল্লোল দত্ত

ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে করিমগঞ্জে তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, নাট্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা এবং পুরস্কার বিতরণী— বহুমুখী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কবির জীবন, আদর্শ ও সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কর্মসূচির সূচনা হয় ২৬ মে শম্ভুসাগর পার্কে স্থাপিত কাজি নজরুল ইসলামের ব্রোঞ্জ মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ৪ ও ৫ জুলাই বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবনে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

৪ জুলাই সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এরপর দুপুরে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং বিকেল ৪টা থেকে নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ জুলাই সকাল থেকে নজরুলগীতির সঙ্গে নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে গোটা অনুষ্ঠানস্থল উৎসবমুখর পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংগঠনের শিল্পীরা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এতে অংশ নেন লক্ষ্মী চন্দ, বাবলি দাস, রাধা কোঁহার, শিবা দাস ও জয়দীপ দাস। এরপর এআইডিএসও-র

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, নাট্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা এবং পুরস্কার বিতরণী— বহুমুখী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কবির জীবন, আদর্শ ও সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কর্মসূচির সূচনা হয় ২৬ মে শম্ভুসাগর পার্কে স্থাপিত কাজি নজরুল ইসলামের ব্রোঞ্জমূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ৪ ও ৫ জুলাই বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবনে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

শিল্পীরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটকে অভিনয় করেন শিবা দাস, রাধা কোঁহার, সুরজ নমশূদ্র, দীপক রায়, মুখতার আহমদ, শেখর খোসার, তনুশ্রী বণিক, মাসুমা বেগম, স্বস্তিকা দত্ত, অনামিকা নাথ ও জয়দীপ দাস।

সংগঠনের সদস্যাদের পরিবেশনায় নৃত্যানুষ্ঠানও দর্শকদের মন জয় করে। এতে অংশ নেন অনামিকা, হ্যাপি, পিয়ালি, দীপালি, বর্ষা, তুষ্টি, সঞ্চিতা ও তানিয়া। এআইএমএসএস-র শিল্পীরা সমবেতভাবে নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' আবৃত্তি করেন। আবৃত্তিতে অংশ নেন সুদীপ্তা দে চৌধুরী, পিকলু দে ও নীতিমালা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দেবশ্রী চক্রবর্তীর সঙ্গীত পরিবেশনা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী সুদীপ্তা দে চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এআইডিএসও-র করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক সঞ্চিতা শুক্ল। তিনি বলেন, নজরুলের দেশপ্রেম, মানবতাবাদ এবং শোষণবিরোধী চেতনা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। অপসংস্কৃতি, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য নজরুল-সহ নবজাগরণের মনীষীদের জীবন ও আদর্শকে অনুসরণ করার আহ্বান জানান তিনি।

আলোচনায় বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও এআইডিএসও-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রোজ্জ্বল দেব বলেন, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম কেবল একজন কবি নন, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। কবি, গীতিকার, সাহিত্যিক ও বিপ্লবী চেতনার ধারক হিসেবে তিনি শোষণ, বঞ্চনা, সাম্প্রদায়িকতা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে আজীবন কলম ধরেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকট, পাশাপাশি সমাজে সাম্প্রদায়িকতা, অশ্লীলতা ও মাদকাসক্তির বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নজরুলের আদর্শ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

সভাপতির বক্তব্যে সুদীপ্তা দে চৌধুরী বলেন, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে নজরুল জয়ন্তী পালন করলেই হবে না, তাঁর জীবনসংগ্রাম, সাহিত্যচর্চা এবং মানবমুক্তির চেতনাকে আত্মস্থ করে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপসহীন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আলোচনা সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক মন্টু কোঁহার এবং এআইএমএসএস-র জেলা সম্পাদক পিকলু দাস।

অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। বসে আঁকো, আবৃত্তি, নজরুলগীতি এবং নৃত্য— এই চারটি বিভাগে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক শ্রেণিতে মোট কয়েক ডজন প্রতিযোগী পুরস্কৃত হন। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় মেঘা রায়, সুজা দাস, দীপায়ন দে, প্রদীপন দাস ও স্নেহা নাথ নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। আবৃত্তিতে অলঙ্কৃতা দে, সমৃদ্ধা দাস ও দেবপ্রিয়া চক্রবর্তী প্রথম হন। নজরুলগীতিতে সপ্তদীপ নাথ, সৌরজয় কর, স্বরূপ চন্দ, সুস্মিতা নাথ এবং দেবাংশী পাল নিজ নিজ বিভাগে শীর্ষস্থান অর্জন করেন। নৃত্য প্রতিযোগিতায় সম্রাজ্ঞী দাস বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া সমৃদ্ধা দাস, সুনয়না সিন্‌হা, দেবোলীনা বণিক এবং পিঙ্কি পাল বিশ্বাস নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, সংস্কৃতিপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের মতে, নতুন প্রজন্মের মধ্যে নজরুলচর্চা, মানবিক মূল্যবোধ এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

ট্রফি দিয়েও পোডিয়াম থেকে নামতে নারাজ ট্রাম্প !

নিউজার্সি, ২০ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনও খেলাধুলোর ইভেন্টে উপস্থিত থাকবেন, আর সেখানে মজাদার কোনও কাণ্ড ঘটবে না, তাই হয় নাকি। রবিবারও হল। হয়তো সেটাই হল, যেটা প্রত্যাশিত ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রফি দেওয়ার পর কিছুতেই পোডিয়াম থেকে নামতে চাইলেন না। একপ্রকার জোর করেও তাঁকে নামাতে পারলেন না ফিফা সভাপতি। এমন ভাব যেন তিনিই চ্যাম্পিয়ন। ১৬ বছর পর বিশ্বজয় স্পেনের। দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ের খেতাব পেল লা রোহা। লামিনে ইয়ামাল, পাও কুবারসি, দানি ওলমো, ফেরান তোরেসদের প্রাণোচ্ছ্বল স্পেন যোগ্য দল হিসাবেই চ্যাম্পিয়ন হল। ফাইনালে হতাশ করলেন লিও মেসি। যেমনটা করল আর্জেন্টিনাও। কার্যত একপেশে ম্যাচে হারতে হল মেসিদের। ফাইনালে স্পেন জেতার পর অবশ্য মজার মুহূর্তে কমতি পড়েনি। গোটা দল যখন সেলিব্রেশনের অপেক্ষায়, তখন ট্রফি দিতে এসে খানিক অপ্রস্তুতে পড়তে হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। ট্রফিটি তুলে দেওয়ার পর যে তাঁর পোডিয়াম থেকে সরে যাওয়া উচিত, সেটা যেন বুঝতেই চাইলেন না ট্রাম্প।

প্রথমে ফুটবলারদের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ফিফার কয়েক জন কর্তা তাঁকে সরতে বলেন, যাতে স্পেনের ফুটবলারেরা সেলিব্রেশনটা করতে পারেন। তাতে ট্রাম্প খানিকটা পাশে সরে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু পুরোপুরি পোডিয়াম থেকে নামলেন না। ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো প্রায় তাঁর হাত ধরে তাঁকে মঞ্চ থেকে নামানোর চেষ্টা করলেন। তাতেও তাঁকে নামানো গেল না। উলটে ফুটবলারদের সঙ্গে খানিক উচ্ছ্বাসে মাতলেন তিনিও। আসলে ওই মহার্ঘ্য ট্রফিটির মায়া তিনি ছাড়তে পারছিলেন না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিন খেলার শুরুতে ভিআইপি বক্সে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে বসেছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্র গ্যালারি জুড়ে বিদ্রুপ শুরু হয়। সেসময় বিশ্বকাপ ট্রফিটিও তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বার কয়েক সেটিতে হাত বুলিয়ে নেন তিনি।

বিশ্বকাপ হাতছাড়া হতেই সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত স্কালোনির

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : বিশ্বকাপ রাখার স্বপ্নপূরণ হল না লিওনেল স্কালোনির। কাতারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চার বছর পর নিউ জার্সিতে ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে 'দ্বিতীয়' হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল আর্জেন্টিনাকে। তবু পরাজয়ের হতাশার মাঝেও নিজের দলকে নিয়ে গর্বের কথা শোনালেন আর্জেন্টাইন কোচ।

একইসঙ্গে লিওনেল মেসির এবং নিজের কোচিং-জীবন নিয়েও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি।

ফাইনালের পর স্কালোনি বলেন, 'ধন্যবাদ ফুটবলার, সমর্থক, দেশবাসীকে। আমরা সর্বস্ব দিয়েছি। জয়ের আগুন নিয়েই বিশ্বকাপে খেলতে এসেছিলাম। আজকের মতো যদি নিজেদের পুরোটা নিংড়ে দেওয়া যায় মাঠে, তাহলে তার চেয়ে গর্বের আর কিছু হয় না। হারলে আবার ঘুরে দাঁড়ানো শিখতে হয়। আর তো কোনও রাস্তা নেই।'

স্কালোনির কথায়, 'অবশ্যই দ্বিতীয়দেরও মানুষ মনে রাখে। আমি তো মনে রাখি। এই জায়গায় পৌঁছতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমরা জিততেই নেমেছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই সবাই হতাশ। কিন্তু মাঠে নেমে সব কিছু দেওয়ার পরেও জয় না পেলে অতটা ভেঙে পড়ার কিছু নেই।' মেসির ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে স্কালোনি এখনও বিদায়ের কথা ভাবছেন না। তিনি বলেন, 'এখন ওর ৩৯ বছর বয়স। অবিশ্বাস্য। ওর থেকে আমি নতুন কিছু আর বার করতে পারব না। আগেও বলেছি, আজও বলছি, মেসি যত দিন চাইবে তত দিন খেলতে পারে। সমর্থক, সতীর্থ, সবাই ওর পাশে থাকবে। ও যা অর্জন করেছে, নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার।'

ফাইনালের পরে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন স্কালোনি। তাঁর মন্তব্য, 'এ রকম একটা প্রতিযোগিতা জেতার পর রানার্স-আপ হওয়াতেও আলাদা আনন্দ রয়েছে। এটাও একটা সাফল্য। মানুষ জানে আমরা কী অর্জন করেছি এবং কীভাবে করেছি। আমি লকার রুমে প্রচণ্ড কেঁদেছি। এই দলকে নিয়ে আমি গর্বিত। ওরা প্রত্যেকে এক একজন যোদ্ধা। অসাধারণ একটি দলের বিরুদ্ধে খেলেছি। এতটা ভালো দলের মুখোমুখি হওয়াটাও গর্বের।'

সাংবাদিক সম্মেলনেও শেষ দিকে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি আর্জেন্টিনার কোচ। নিজের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, আমি এখনও মেসির সঙ্গে কথা বলিনি। সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে হবে। কী করতে চাই সে ব্যাপারে আমার একটা ধারণা রয়েছে। আপাতত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকতে চাই। তারপর দেখা যাবে। এত বড় কিছু আর অর্জন করতে পারব কি না জানি না। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ।' স্কালোনির এই মন্তব্যে আর্জেন্টিনার কোচ হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। আপাতত যা জল্পনা, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচিং চালিয়ে যাবেন তিনি।

অন্যদিকে স্প্যানিশ কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে বলেন, 'ম্যাচটির ফলাফল অনেক আগেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমিলিয়ানো মার্টিনেজ তা হতে দেননি।' উল্লেখ্য, ফাইনালের আগে কোনও এক ম্যাচে চারটের বেশি সেভ করতে হয়নি। তবে ফাইনালে ৭৫ মিনিটেই সাতবার সেভ করেন। স্পেনের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে একাই লড়াই করেন আর্জেন্টিনা গোলরক্ষক। গোটা ম্যাচে ১২টা সেভ করে নজির গড়েন। তবে অবশেষে তিনি পরাস্ত হন। খুলল গোলমুখ। উইলিয়ামের বাড়ানো বল থেকে এবার আর গোল করতে কোনও ভুল করেননি তোরেস। এক্সট্রা টাইমের দ্বিতীয়ার্ধে ১-০ এগিয়ে যায় স্পেন। শেষ পর্যন্ত সেটাই ফলাফল থাকে।

মেসি পেলেন না সোনার বল! রদ্রিকে সেরার পুরস্কার দিতেই শুরু বিতর্ক

নিউজার্সি, ২০ জুলাই : বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেলেও বিতর্ক থামার নাম নেই। এবার বিতর্ক শুরু হয়েছে সোনার বল নিয়ে। চলতি বিশ্বকাপে আটটি গোল করেছেন মেসি। করিয়েছেন চারটি গোল। আট ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হয়েছেন সেরা। তাই ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার হারের পরেও অনেকে ভেবেছিলেন, সোনার বল জিতবেন মেসি। কিন্তু তাঁর বদলে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রদ্রিকে সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তার পরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিশ্বকাপের সোনার বলের জন্য রদ্রির নাম ঘোষণা হতেই গ্যালারিতে থাকা আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা মেসির নামে জয়ধ্বনি শুরু করেন। তা দেখে কেঁদে ফেলেন মেসি। কিন্তু সেই জয়ধ্বনি যে ফিফার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল। তা হলে কেন রদ্রিকে সোনার বল দেওয়া হল? ফিফার এই সিদ্ধান্ত কি সত্যিই ভুল? ৩৯ বছর বয়সেও এই আর্জেন্টিনা দলকে চালিয়েছেন মেসি। ম্যাচের পর ম্যাচ দলকে জিতিয়েছেন। ২০২২ সালেও পাঁচটি ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবারও পেয়েছেন। ২০২২ সালে সাতটি গোল করেছিলেন তিনি। এবার করেছেন একটি বেশি। ফলে মেসির জন্য যাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন, তাঁদের কথার যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। সেই তালিকায় পড়েন দুই প্রাক্তন ফুটবলার জলাটান ইব্রাহিমোভিচ ও আঞ্জেল দি মারিয়া। ইব্রাহিমোভিচ বলেছেন, 'সোনার বল জেতার জন্য মেসিকে আর কী করতে হত? আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, কোন যুক্তিতে এই পুরস্কার দেওয়া হল। ২০১৮ সালে ক্রোয়েশিয়া হারলেও লুকা মদ্রিচ সোনার বল জিতেছিল। তা হলে মেসি কেন পেল না?'

আর এক ধাপ উঠে সরাসরি ফিফার দিকে আঙুল তুলেছেন দি মারিয়া। তিনি বলেছেন, 'আমি প্রায় দুই দশক ধরে মেসির সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নিয়েছি। আমার বলতে দ্বিধা নেই, ফিফা সবচেয়ে অপমানজনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই সোনার বল মেসিরই প্রাপ্য।' ইব্রা ও দি মারিয়া মেসির পাশে দাঁড়ালেও রদ্রির পক্ষেও যুক্তি রয়েছে। স্পেনের বিশ্বজয়ের প্রধান কারিগর রদ্রি। আটটি ম্যাচেই শুরু থেকে দলের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে ছিল। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পাস এ বার খেলেছেন রদ্রি। যেমন রক্ষণে সাহায্য করেছেন, তেমনই তাঁর পায়েই তৈরি হয়েছে আক্রমণ। হতে পারে তিনি কোনও গোল করতে পারেনি। অ্যাসিস্টও করেননি। এমনকি, ফাইনালে তিনি উঠে যাওয়ার পরেই দলের জয়সূচক গোল এসেছে। একটি ম্যাচে সেরার পুরস্কার পেয়েছেন। তাতে কিন্তু রদ্রির কৃতিত্ব কমে যায় না। বিশ্বকাপে যে শুধুমাত্র বেশি গোল ও অ্যাসিস্ট করলেই সোনার বল জেতা যায় তা নয়, ফিফার টেকনিক্যাল কমিটি দেখে, গোটা প্রতিযোগিতায় কে সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। সেই কারণেই ২০০২ সালে জার্মানি রানার্স হওয়ার পরেও তাদের গোলরক্ষক অলিভার কান সোনার বল জিতেছিলেন। ২০০৬ সালে জিতেছিলেন ইটালির অধিনায়ক তথা ডিফেন্ডার কানাভারো। অর্থাৎ, এই আগে ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষকও সোনার বল জিতেছেন। তাই রদ্রির এই পুরস্কার জেতার নেপথ্যে যুক্তি রয়েছে।

তবে তার পরেও বিতর্ক থামছে না। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনার বল মেসিই জিতেছেন। ২০১৪ ও ২০২২ সালে প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হয়েছেন তিনি। এবার আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিততে পারলে হয়তো আরও একবার সেই পুরস্কার তিনি পেতেন। কিন্তু রদ্রি যেভাবে গোটা প্রতিযোগিতা ধরে সফলভাবে একটি চ্যাম্পিয়ন দলকে চালিয়েছেন, সেই দক্ষতার কারণেই তাঁকে বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার বেছে নিয়েছে ফিফা।

অবসর জল্পনা উড়িয়ে নিন্দুকদের একহাত রোহিতের

লর্ডস, ২০ জুলাই : চারদিন আগেই তাঁকে একেবারে 'প্রাক্তন' করে দেওয়া হয়েছিল। ক্রিকেটমহল ধরে নিয়েছিল, লর্ডসেই তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি। কিন্তু নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে সেই রোহিত শর্মা ফিরেছেন স্বমহিমায়। একমাত্র ভারতীয় হিসাবে লর্ডসে হাঁকিয়েছেন সেঞ্চুরি। তারপরই একেবারে ধন্যধন্য শুরু হয়েছে হিটম্যানকে নিয়ে। শুভমান গিলও স্পষ্ট জানিয়েছেন, রোহিতের অবসর নিয়ে তিনি কিচ্ছুটি জানেন না। রবিবার লর্ডসের ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামে বহু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ছিল রোহিতের। দিন কয়েক ধরেই সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছিল, এই ম্যাচটাই নাকি রোহিতের কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। এরপর নাকি তাঁকে আর জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার সুযোগই দেওয়া হবে না। একপ্রকার বাধ্যতামূলকভাবে অবসরে পাঠানো হবে। শেষ ১০ ম্যাচে তাঁর ব্যাটে সেভাবে রান আসেনি। তাই চাপটা ছিল পাহাড়প্রমাণ। কিন্তু তাঁর নাম রোহিত শর্মা। চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে কোনওকালেই শেখেননি তিনি। বরং যখনই তাঁর কেরিয়ার নিয়ে, দলে তাঁর জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সপাটে পুল করে সেসব প্রশ্নকে মাঠের বাইরে ফেলেছেন। যেমনটা রবিবার করলেন। কেবল ঝোড়ো মেজাজে সেঞ্চুরি নয়, গোটা তিনেক রেকর্ডও গড়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসাবে সেঞ্চুরির মালিক এখন তিনি। আগে এই রেকর্ড ছিল শচীন তেণ্ডুলকরের দখলে। ইংল্যান্ডের মাটিতে এটি রোহিতের অষ্টম সেঞ্চুরি।

২৯২ কার্ডে ৩০৮ গোল, ৪৬ ক্লিন শিট, রেকর্ডের ফুলঝুড়ি বিশ্বকাপে

নিউইয়র্ক, ২০ জুলাই : উত্তর আমেরিকার তিন দেশ-আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে সদ্য সমাপ্ত হওয়া ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং সফলতম আসর হিসেবে রেকর্ড বুকে নাম লিখিয়েছে। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দলের অংশগ্রহণে এবং নতুন বিন্যাসে অনুষ্ঠিত ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ কেবল মাঠের লড়াইয়েই নয়, পরিসংখ্যানের দিক থেকেও পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

গোলের বন্যা, স্টেডিয়ামে দর্শকের উপচে পড়া ভিড়, কার্ডের ছড়াছড়ি-সহ একাধিক নতুন রেকর্ডের সাক্ষী থাকল এই টুর্নামেন্ট।

৪৮টি দলের মোট ১০৪টি ম্যাচের এই মেগা টুর্নামেন্টে গোলের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপে রেকর্ডসংখ্যক গোল হয়েছে। ম্যাচ প্রতি গোলের গড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। আক্রমণাত্মক ফুটবলের ফুলঝুরিতে দলগুলো প্রতিপক্ষের জাল কাঁপাতে কোনো কার্পণ্য করেনি। গোল্ডেন বুটের লড়াইয়েও দেখা গেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পেনাল্টি বক্সের নিখুঁত ফিনিশিং থেকে শুরু করে দূরপাল্লার দর্শনীয় শট বা ফ্রি-কিক-সব মিলিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা এক অনবদ্য গোলবন্যা উপভোগ করেছেন। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে মোট ১০৪টি ম্যাচে ৩০৮টি গোল হয়েছে, যার গড় ম্যাচ প্রতি ২.৯৬টি।

আমেরিকা, মেক্সিকো এবং কানাডার আধুনিক ও বিশাল স্টেডিয়ামগুলোতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল বিশ্বরেকর্ড ছোঁয়ার মতো। ১০৪ ম্যাচেই টিকিট পেতে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে হাহাকার দেখা গিয়েছিল। ফিফার হিসেব অনুযায়ী, এবারের বিশ্বকাপে মোট দর্শক উপস্থিতির সংখ্যা অতীতের সব আসরকে ছাড়িয়ে গেছে, যা গড়ে প্রতি ম্যাচে প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশি। বিশেষ করে মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়াম বা আমেরিকার মেটলাইফ স্টেডিয়ামের মতো ভেন্যুগুলোতে গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে রেকর্ডসংখ্যক মোট ৬৮,১০,৯৬৬ জন দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ১০৪টি ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ প্রতি গড়ে ৬৫,৪৯০ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। স্টেডিয়ামের আসন পূর্ণ থাকার হার ছিল প্রায় শতভাগ (৯৯.৭)।

আক্রমণভাগের পাশাপাশি এবার বিশ্বকাপে রক্ষণভাগ এবং গোলরক্ষকদের দক্ষতাও ছিল দেখার মতো। টুর্নামেন্টের সেরা দলগুলোর গোলরক্ষকরা দুর্দান্ত পারফর্ম করে একাধিক ম্যাচে 'ক্লিন শিট' (কোনো গোল না খাওয়া) ধরে রাখেন। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমন সাতটি ম্যাচে সাতটি 'ক্লিন শিট' (কোনও গোল না খাওয়া) রেখে টুর্নামেন্টে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র একটি গোল খেয়ে তিনি দেশকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা রাখেন। সব মিলিয়ে এই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলো ১০৪ ম্যাচে মোট ৪৬টি ক্লিন শিট বজায় রাখতে পেরেছে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের গোলরক্ষকদের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ডার্ক হর্স দলের রক্ষণভাগও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাল অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। যা কিনা টুর্নামেন্টের 'গোল্ডেন গ্লাভস' পুরস্কারের লড়াইকে আরও কঠিন করে তোলে। এবার বিশ্বকাপে রেফারিদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে টুর্নামেন্টে হলুদ ও লাল কার্ডের ছড়াছড়ি দেখা যায়। বিশেষ করে নকআউট পর্বের ম্যাচগুলোতে ট্যাকটিক্যাল ফাউল এবং মাঠের উত্তেজনা সামলাতে রেফারিরা দেদার কার্ড দেখান। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে মোট ২৯২টি কার্ড দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে ২৭৭টি হলুদ কার্ড এবং ১৫টি লাল কার্ড। ৪৮টি দলের নতুন বিন্যাসে ১০৪ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে ম্যাচ প্রতি হলুদ কার্ডের গড় ছিল বেশ কম-প্রায় ২.৫৪টি। তবে পূর্ববর্তী টুর্নামেন্টগুলোর তুলনায় এবার লাল কার্ডের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। কিছু ক্ষেত্রে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি SVARV প্রযুক্তির নিখুঁত ব্যবহারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টি ও লাল কার্ডের সিদ্ধান্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইতিহাসে প্রথমবার তিনটি দেশ মিলে সফলভাবে কোনও বিশ্বকাপ আয়োজন করার অনন্য কীর্তি গড়ল। এবারের আসরে একদিকে যেমন বেশ কিছু তরুণ তুর্কি সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড গড়েছেন, অন্যদিকে অভিজ্ঞ তারকারাও নিজেদের শেষ বিশ্বকাপে গোল করে প্রবীণতম স্কোরের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। সেনেগালের ফরওয়ার্ড ইব্রাহিম এমবায়ে মাত্র ১৮ বছর ১৪৩ দিন বয়সে ফ্রান্সের বিপক্ষে গোল করে এই আসরের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তরুণ তুর্কিদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বজয়ী স্পেনের উইঙ্গার লামিন ইয়ামাল। ওদিকে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে প্রবীণতম গোলদাতা হিসেবে রেকর্ড গড়েছেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি অধিনায়ক লিওনেল মেসি। ৩৯ বছর ২৫ দিন বয়সে গোল করে তিনি এই বিশ্বকাপের প্রবীণতম গোলদাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

ভাঙা আঙুল, যন্ত্রণা সামলে বিশ্বকাপ ফাইনালে নজির মার্টিনেজের

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে আর্জেন্টিনাভক্তদের কাছে রীতিমতো ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সের একের পর এক তারকার পেনাল্টি রুখে লিওনেল মেসির হাতে তুলে দিয়েছিলেন অধরা বিশ্বকাপ। চারবছর পরে আরও ক্ষুরধার পারফরম্যান্স 'দিবু'র। ফাইনালে একা কুম্ভ হয়ে সামলালেন দলকে। ইতিহাস গড়লেন। কিন্তু দিবুর এই অসম্ভব লড়াইয়ের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারল না আর্জেন্টিনার গোটা দল। গোটা টুর্নামেন্টেই আর্জেন্টিনাকে ভুগিয়েছে রক্ষণ। লতারো মার্টিনেজ-ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোদের সেই ব্যর্থতার ছবি যে স্কোরলাইনে দেখা যায়নি, তার নেপথ্যে অন্যতম কারিগর দিবু। তেকাঠির নিচে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থেকে একের পর এক গোল বাঁচিয়েছেন। রাউন্ড অফ ৩২ তে কেপ ভার্দে হোক বা প্রি-কোয়ার্টারে মিশর- আর্জেন্টিনা যে জিততে পেরেছে তার নেপথ্যে মার্টিনেজের দস্তানা। তবে আর পাঁচটা গোলকিপারের মতো সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না দিবু। বিশ্বকাপের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর ডানহাতের আঙুল ভেঙে যায়। চিকিৎসকদের প্রত্যেকেই বলেছিলেন, অবিলম্বে অপারেশন করানো দরকার। গোলকিপিং তো দূরের কথা। কিন্তু দিবু সবসময়ে নিজের মর্জির মালিক। চিকিৎসকদের পরামর্শকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নেমে পড়লেন বিশ্বকাপে। টেপ জড়িয়ে নামতেন প্রত্যেকটা ম্যাচে, প্রত্যেকটা অনুশীলনে। প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যেই হাতে এসে লাগত একটার পর একটা জোরাল শট। কিন্তু বুকের উপর থাকা আর্জেন্টিনার পতাকার জন্য সহ্য করতেন নিত্যদিনের এই যন্ত্রণা। টানা দু'বার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে রবিবার খেলতে নামলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তেকাঠির নিচে তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্স জায়গা করে নিল বিশ্বকাপের সর্বকালীন রেকর্ডবুকে। গোটা ম্যাচ জুড়ে স্পেনের তরুণ ব্রিগেড ২০টা শট মেরেছে, ফালাফালা করেছে আর্জেন্টাইন রক্ষণকে। কিন্তু ১১টা নিশ্চিত গোলের সুযোগ আটকে দিয়েছেন ভাঙা আঙুল নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা দিবু।

'আপনার আরও সুন্দর বিদায় প্রাপ্য ছিল', দেশচ্যাম্পের বিদায়ে আবেগ এমবাপের

নিউ জার্সি, ২০ জুলাই : সম্পর্কটা শুধুই আর কোচ-ফুটবলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অথবা সাধারণ গুরু-শিষ্য। জাতীয় দলের পথ চলতে চলতে দিদিয়ের দেশঁ আর কিলিয়ান এমবাপের সম্পর্কটা হয়তো এই সব সাধারণ সম্পর্ক ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছিল বন্ধুত্বের। একে অপরের পরামর্শদাতারও। সেখানে বয়সের পার্থক্য এই বন্ধুত্বের সম্পর্কে কখনওই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি।

স্বাভাবিক কারণেই এহেন 'বন্ধু' দেশঁ যখন দীর্ঘদিন জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলানোর পর সরে দাঁড়াচ্ছেন, অধিনায়ক এমবাপে তাঁর বিদায়লগ্নে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন এটাই স্বাভাবিক।

জাতীয় দল থেকে বিদায়ের মুহূর্তে অন্তত শেষ ম্যাচটা যে দেশঁ জিতে বিদায় নেবেন, এমনটাই আশা করেছিলেন সবাই। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম ঘটায় এমবাপে তাঁর অন্যতম প্রিয় কোচের উদ্দেশ্যে ম্যাচ শেষে বলেন, 'আপনি আমাদের এত ভালো ভালো সব মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। আমাদেরও উচিত ছিল, বিদায় মুহূর্তে আপনাকে একটা সুন্দর সমাপ্তি উপহার দেওয়া। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি।'

২০১৭-তে এমবাপে যখন ফ্রান্সের জাতীয় দলে এলেন, কতই বা বয়স তাঁর? খুব বেশি হলে ১৭। শোনা যায়, সেই সময় পিতৃস্নেহে কম বয়সে তারকা হয়ে যাওয়া ফরাসি ফুটবলারকে সবদিক থেকেই আগলে রাখতেন দেশঁ। ছোট থেকে প্রচারের আলোয় থাকা এমবাপে সংবাদমাধ্যমের সামনে যাতে কোনও ভুল শব্দ চয়ন না করেন, প্রতিদিনের জীবনযাপনের রুটিনে যাতে গণ্ডগোল না হয়, সব দিকে নজর রাখতেন দেশঁ। কারণ, ফরাসি কোচ মনে করতেন, এমবাপে জন্মগতভাবে প্রতিভাবান। ফরাসি ফুটবলের স্বার্থে এই তরুণ ফুটবলার যাতে অন্যদিকে চলে না যান, তাই শুরু থেকেই অভিভাবকের স্নেহে পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

২০২১-এ ইউরো কাপে, সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে এমবাপে যখন পেনাল্টি মিস করলেন, ফরাসি মিডিয়া সমালোচনায় শেষ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিল এমবাপেকে। সেই সময়েও ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দেশঁ। সমালোচনায় বিদ্ধ হতে-হতে একটা সময় এমবাপে ভেবেছিলেন খেলাই ছেড়ে দেবেন। দেশঁ তখন আলাদা করে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসে বোঝান, ফরাসি ফুটবলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাই তাঁর দিকেই তাকিয়ে। দেশের স্বার্থে এমবাপে জাতীয় দলের হয়ে খেলা ছাড়তে পারেন না। হুগো লরিসের অবসরের পর এমবাপের হাতেই অধিনায়কের আর্মব্যান্ড তুলে দিয়েছিলেন এই দেশঁ। স্বাভাবিকভাবে কোচের বিদায়লগ্নে দলের অধিনায়ক স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠবেন। আমেরিকা বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্যাচে হেরে যাওয়ার পরেও দেশঁ সম্পর্কে এমবাপে বলেন, 'জাতীয় দলে চলার পথে আমরা দু'জনেই এমন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যার স্মৃতি চিরকাল আমার হৃদয়ে থেকে যাবে। ফরাসি ফুটবলের উন্নতিতে দেশঁ যা করেছেন, বিদায়বেলায় হয়তো তার সঠিক মূল্যায়ন হল না।'

দেশঁর কোচিংয়ে একশোর বেশি ম্যাচ খেলেছেন এমবাপে। তারমধ্যে ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়। ২০২২ বিশ্বকাপে রানার্স। ২০২১ নেশনস লিগ জয়। ২০২৬ বিশ্বকাপে এসে ফরাসি জার্সিতে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক ২২টি ম্যাচ খেলার রেকর্ড সবই তাঁর পকেটে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে ফরাসি ফুটবলের সর্বাধিক ২৬টি ম্যাচে কোচিং করানোর রেকর্ডও দেশঁর পকেটে। সবমিলিয়ে এই দীর্ঘ সময়ে 'গুরু-শিষ্য' হাত ধরাধরি করে চলেছেন জাতীয় দলে। বিদায়লগ্নে কোচ দেশঁও যে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। 'সকলের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অসাধারণ সময় কাটালাম। অনেক লড়াই করে এই দলকে বড় করে তুলেছি। সব কিছু রাতারাতি হয়নি। সময় দিতে হয়েছে। আমি ছেড়ে দেওয়ার পরেও ফ্রান্সের সাফল্যের মুকুটে আরও অনেক কিছুই যুক্ত হবে,' বলে দিয়েছেন তিনি।

বিদায়লগ্নে ইংল্যান্ডের কাছে হারটা সত্যিই মেনে নিতে পারেননি দেশঁ। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের ম্যাচ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছিলেন, 'প্রথমার্ধটা সত্যিই আমাদের জন্য ভয়াবহ ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি ফুটবলের সঠিক রূপ আমরা দেখাতে পেরেছি। আসলে বেশ কিছু ফুটবলার বিশ্বকাপে খুব কম খেলার সুযোগ পেয়েছে। তাই মাঠে নেমেই যে তারা অসাধারণ পারফর্ম করবে, ভাবা উচিত না।'

১৪ বছর ফ্রান্সের জাতীয় দলের কোচ থাকার পর বিদায় নিলেন দেশঁ। আর তাঁর ছেড়ে যাওয়া কোচের আসনে যিনি বসছেন, ফরাসি ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকা- জিনেদিন জিদান। কিন্তু রেখে যাচ্ছেন, এমন একজন অধিনায়ককে, যাঁকে গত আট বছর ধরে ধীরে-ধীরে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়ে পরিণত করেছেন। কিলিয়ান এমবাপে!

আসাম সুইমিং সংস্থার সম্পাদককে সংবর্ধনা জানালেন শিলচর দলের কর্মকর্তারা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : শেষ হল আসাম সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৩৩তম আসাম স্টেট অ্যাকুয়াটিক চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৬। গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামের ডাঃ জাকির হোসেন অ্যাকুয়াটিক কমপ্লেক্সে এই আসর বসেছিল ১৭ থেকে ১৯ জুলাই। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম বারের মত শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগীরা হলেন রুদ্রনীল দাস (১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ব্যাক স্ট্রোক ও ব্রেস্টস্ট্রোক), বিজয়া দাস (১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক, ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল), তৃষাণ মিত্র (৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল, বাটার ফ্লাই, ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক), বিজয়ন দাস (৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ব্যাকস্ট্রোক, ব্রেস্টস্ট্রোক), রুদ্রজ্যোতি রায় (৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল)। এই বৃহৎ পরিসরে শিলচর ডিএসএর সাতারুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দেওয়ার জন্য আসাম সুইমিং সংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর রঞ্জন দাসকে সংবর্ধনা জানিয়ে ধন্যবাদ জানান শিলচর ডিএসএর সুইমিং সচিব সুখেন সরকার ও দলের কোচ পিঙ্কু রঞ্জন নাথ। আগামী দিনে আরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্য সংস্থার সম্পাদক ভাস্কর রঞ্জন দাস।

প্লেয়ারদের ঘনঘন চোটে ক্ষুব্ধ শুভমন গিল

লণ্ডন, ২০ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। শেষ ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের লড়াকু ইনিংসের পরেও হারতে হয়েছে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়াকে। এই ব্যর্থতার নেপথ্যে ভারতীয় ক্রিকেটারদের চোট এবং সেরা একাদশ নামাতে না পারাকেই দায়ী করেছেন শুভমন। ইংল্যান্ড সফরের আগে ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার চোটের কারণে ছিটকে যান। তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া পুরো সিরিজে খেলতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে দলে থাকা নীতীশ কুমার রেড্ডিও কোয়াড্রিসেপস মাসলের চোটে সফর থেকে ছিটকে যান। এ ছাড়া পেসার হর্ষিত রানা এবং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরও সিরিজের মাঝেই চোটের কবলে পড়েন। সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে তৃতীয় ওয়ানডে-তে বিশ্রামে ছিলেন দলের প্রধান পেসার জশপ্রীত বুমরা।

ফাইনালের শেষে হাতাহাতি, স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের গলা টিপে ধরলেন মেসির সতীর্থ

নিউজার্সি, ২০ জুলাই : বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের লড়াইটা ছিল মূলত ফুটবলের। দু-একটি ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া ম্যাচে দুই দলের ফুটবলাররাই সংযত ছিলেন। রেফারিকেও বেশি কার্ড দেখাতে হয়নি। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজতেই পরিস্থিতি বদলে যায়। মাঠেই দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে তর্ক, ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতি শুরু হয়। সেই উত্তেজনায় জড়িয়ে পড়েন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিও। ম্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্প্যানিশ ফুটবলাররা জয়ের আনন্দে উৎসব শুরু করেন। অন্যদিকে হতাশ আর্জেন্টিনার কয়েকজন মাঠেই বসে বা শুয়ে পড়েন। এরই মধ্যে মাঠের মাঝখানে দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে প্রথমে তর্কযুদ্ধ শুরু হয়, যা দ্রুত হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এই সংঘর্ষের কেন্দ্রে ছিলেন আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারেদেস। ম্যাচে নেমেই অবাঞ্ছিত ট্যাকেলের জন্য তিনি ৫ মিনিটের মধ্যেই হলুদ কার্ড দেখেছিলেন। শেষ বাঁশির পর প্রথমে স্পেনের এরিক গার্সিয়ার সঙ্গে তাঁর বচসা বাঁধে। এক পর্যায়ে গার্সিয়ার গলা চেপে ধরেন তিনি। পরে স্পেনের গাভির সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় তাঁকে সরাসরি লাল কার্ডও দেখানো হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত মাঠে ছুটে আসেন দুই দলের সাপোর্ট স্টাফ ও কোচিং সদস্যরা। স্কালোনিও নিজের ফুটবলারদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে তার আগে গার্সিয়ার সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। সাধারণত শান্ত স্বভাবের কোচ হিসেবে পরিচিত স্কালোনিকে এমন মেজাজে খুব কমই দেখা গিয়েছে। এদিকে, আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডির সঙ্গে স্পেন অধিনায়ক রদ্রিরও তর্কাতর্কি হয়। যদিও সেই ঘটনা মৌখিক বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছায়নি। শেষ বাঁশির পরের উত্তপ্ত পরিস্থিতিও ফাইনালের আবহে কিছুটা হলেও বিতর্কে ফেলে দিল।

রামকৃষ্ণনগরে শুরু শচীন্দ্রমোহন দত্ত বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ

উদ্বোধনী ম্যাচে এমডিসি ট্রাইবেলের জয়

বিশ্বজিৎ দে, রামকৃষ্ণনগর, ২০ জুলাই : প্রতিকূল আবহাওয়া ও সকাল থেকে টানা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই রামকৃষ্ণনগরে শুরু হল শচীন্দ্রমোহন দত্ত বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ কাম নক-আউট প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী ম্যাচে সদ্য সমাপ্ত ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ এমডিসি ট্রাইবেল ক্লাব ১-০ গোলে ডলুরবন্দ জেজেএফসি-কে পরাজিত করে শুভ সূচনা করে।

ম্যাচের মাত্র ২ মিনিটেই এমডিসি ট্রাইবেলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ফেডরিক। এরপর উভয় দলই একাধিক আক্রমণ গড়ে তুললেও আর কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় দুই দলই। বিশেষ করে ডলুরবন্দ জেজেএফসি-র মাঝমাঠের দুর্বলতা পুরো ম্যাচেই চোখে পড়ে। বলের দখল ধরে রাখতে না পারায় তাঁদের আক্রমণভাগও কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত সেই মূল্যই দিতে হয়েছে।

ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রেফারি সাহিন আহমদ, জসিম উদ্দিন, আলি হোসেন ও দেবজিৎ মালাকার। খেলা শুরুর আগে দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন রামকৃষ্ণনগর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুনীত দেব, সহ-সভাপতি বিধু নাথ, ফুটবল সম্পাদক কানু রায়, প্রাক্তন সচিব বিশ্বতোষ সেন, সঞ্জীব দাস, প্রাক্তন ফুটবলার কমলজিৎ পাল, জয়ন্ত শ্যাম চৌধুরী, এজিএস সুরুজিৎ দে, গভর্নিং বডির সদস্য মনোতোষ দেব, সানি দাস ও দীপঙ্কর শীল।

লীগের পরবর্তী ম্যাচে মঙ্গলবার বালিরবন্দ একাদশ মুখোমুখি হবে নাগরা ফাইভ স্টার-র। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল সন্তোষজনক।

স্পেনের পকেটে প্রাইজমানি ৪২০ কোটি টাকা, আর্জেন্টিনা পেল ২৭৭ কোটি

মায়ামি, ২০ জুলাই : বিশ্বকাপ ট্রফি উঠেছে স্পেনের হাতে। আর আর্জেন্টিনীয় অধিনায়ক লিওনেল মেসির চোখে শুধুই বিষাদের জল। নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১০৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের একমাত্র গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন মাঠের লড়াই শেষ হতেই এবার সামনে এল ২০২৬ বিশ্বকাপের বিপুল আর্থিক পুরস্কারের খতিয়ান।

ফুটবল নিয়ামক সংস্থা ফিফা প্রাইজমানির অঙ্কে পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। বিশ্বমঞ্চের ৪৮টি দেশের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এক অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ। গত সংস্করণের তুলনায় এবার সামগ্রিক পুরস্কার মূল্যের পরিমাণ একলাফে বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। চ্যাম্পিয়ন স্পেনের ঘরে ৪২০ কোটি। এবারের মেগা ইভেন্টের জন্য ফিফা কাউন্সিল রেকর্ড ৭২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক অনুদান অনুমোদন করেছিল। তার মধ্যে শুধু প্রাইজমানি বাবদ ৪৮টি অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকার সমান। খেতাব জিতে স্বাভাবিকভাবেই সিংহভাগ টাকা নিজেদের পকেটে পুরেছে চ্যাম্পিয়ন স্পেন। বিশ্বজয়ী হিসেবে লা রোজাদের ঘরে গিয়েছে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪২০ কোটি টাকা। ম্যাচ শেষে জয়সূচক গোলের নায়ক ফেরান তোরেসের গর্বের সুরে মন্তব্য, 'এই গোলটা ৪৭ মিলিয়ন মানুষের করা।' টুর্নামেন্টে জুড়ে মাত্র এক গোল হজম করা স্পেনের নিশ্ছিদ্র ডিফেন্সের সামনে আসুরিক শক্তির আর্জেন্টিনাও মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে! মেগা ফাইনালে হারলেও একেবারে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে না রানার্স-আপ আর্জেন্টিনাকে। মেসিদের ঝুলিতে এসেছে ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৭৭ কোটি টাকার কাছাকাছি।

অন্যদিকে, তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ইংল্যান্ড দল পেয়েছে ২৯ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৪৩ কোটি টাকা। চতুর্থ স্থানে শেষ করা কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্সের ভাগ্যে জুটেছে ২৭ মিলিয়ন ডলার বা ২২৬ কোটি টাকা। এছাড়া নক-আউট ও গ্রুপ পর্বে বিদায় নেওয়া দলগুলোর জন্যও বিপুল অঙ্কের পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছিল ফিফা। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানে থাকা দলগুলো পেয়েছে ১৬০ কোটি টাকা করে। ৯ থেকে ১৬ নম্বরে থাকা দলগুলির পকেটে গিয়েছে ১২৬ কোটি টাকা। ১৭ থেকে ৩২ নম্বর দল পেয়েছে ৯২ কোটি এবং একদম তলানির ৩৩ থেকে ৪৮ নম্বর দলও ঘরে তুলেছে ৭৫ কোটি টাকা। আর্থিক পুরস্কারের পাশাপাশি ফুটবলারদের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানও তুলে দেওয়া হয়েছে। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গোল্ডেন বল জিতেছেন স্পেনের মাঝমাঠের জেনারেল রদ্রি। অন্যদিকে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুললেও সিলভার বল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল লিওনেল মেসিকে।

আসরের সর্বোচ্চ ১০টি গোল করে গোল্ডেন বুট নিজের নামে করেছেন ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের গোল্ডেন গ্লাভস উঠেছে স্পেনের উনাই সিমোনের হাতে। আর উদীয়মান সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন স্পেনের তরুণ তুর্কি পাউ কুবারসি।

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের সম্পূর্ণ পুরস্কার ও প্রাইজমানির তালিকা :

চ্যাম্পিয়ন (স্পেন): ৫০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪২০ কোটি টাকা)।

রানার্স-আপ (আর্জেন্টিনা): ৩৩ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৭৭ কোটি টাকা) তৃতীয় স্থান (ইংল্যান্ড): ২৯ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৪৩ কোটি টাকা) চতুর্থ স্থান (ফ্রান্স): ২৭ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২২৬ কোটি টাকা) ৫ম থেকে ৮ম স্থান: ১৯ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬০ কোটি টাকা) ৯ম থেকে ১৬তম স্থান: ১৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১২৬ কোটি টাকা) ১৭তম থেকে ৩২তম স্থান: ১১ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৯২ কোটি টাকা)।

৩৩তম থেকে ৪৮তম স্থান: ৯ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭৫ কোটি টাকা)

গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়): রদ্রি (স্পেন)

*সিলভার বল: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)

*ব্রোঞ্জ বল: কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)

*গোল্ডেন বুট (সর্বোচ্চ গোলদাতা): কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স)

*সিলভার বুট: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)

*ব্রোঞ্জ বুট: জুড বেলিংহ্যাম (ইংল্যান্ড)

গোল্ডেন গ্লাভস (সেরা গোলরক্ষক): উনাই সিমোন (স্পেন)

*ফিফা সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়: পাউ কুবারসি (স্পেন)

*ফিফা ফেয়ার প্লে ট্রফি: নেদারল্যান্ডস।

কলকাতা থেকেই শুরু হয়েছিল তোরেসের স্বপ্নের উড়ান

কলকাতা ২০ জুলাই : দ্বিতীয়বার বিশ্বজয়ী স্পেন। অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের একমাত্র গোলেই ফাইনালের নিষ্পত্তি হয়েছে। গোটা ফুটবল মহলে চর্চা চলছে স্প্যানিশ তরুণকে নিয়ে। বার্সা তারকা খুব তাড়াতাড়িই স্পেনের জাতীয় নায়ক হয়ে উঠবেন, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার সঙ্গে উচ্চারিত হবে তাঁর নাম এমনটা ধরে নেওয়াই যায়। কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের অনেকেই জানেন না, এই ফেরান তোরেস প্রচারের আলোয় এসেছিলেন ভারত থেকেই।

আজ জাতীয় নায়ক হয়ে ওঠার শুরুটা খাস কলকাতায়। ২৬ বছর বয়সি তোরেস বর্তমানে খেলেন বার্সেলোনায়। তবে তাঁর ফুটবলে হাতেখড়ি ভ্যালেন্সিয়া থেকে। ছোটবেলা থেকে ভ্যালেন্সিয়ার অ্যাকাডেমিতে খেলতেন। সেখান থেকে বয়সভিত্তিক জাতীয় দলে সুযোগ করে নেন। ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপেও তিনি জায়গা পান স্পেনের জাতীয় দলে। বিশ্বকাপ খেলতে চলে আসেন ভারতের মাটিতে। রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রবল চাপ নিয়েও ঠাণ্ডা মাথায় খেলেছেন তোরেস। তবে তাঁর জীবনের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালটি তিনি খেলেছিলেন কলকাতার বুকে।

২০১৭ বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুটা ভালো হয়নি স্প্যানিশ ব্রিগেডের। ২-১ গোলে হারতে হয় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। কিন্তু কামব্যাক কীভাবে করতে হয় সেটা অনূর্ধ্ব ১৭ দলে থেকেই শিখে নিয়েছিলেন তোরেস। গ্রুপ পর্বে বাকি দুই ম্যাচ জেতে স্পেন। নকআউটেও পরপর জিতে ফাইনালে উঠে যান ফেরান তোরেসরা। ততদিনে বিশ্বকাপে দু'টো গোল করে ফেলেছেন তিনি, রয়েছে জোড়া অ্যাসিস্টও। বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বুকে নিয়ে কলকাতায় পা রেখেছিলেন তোরেস। ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-০ এগিয়েও গিয়েছিল স্পেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৫-২ বিধ্বস্ত হয়ে মাঠ ছাড়েন তোরেসরা।

কিন্তু জীবনের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে আর ভুল হল না স্প্যানিশ তারকার। গোল নষ্টের প্রবণতার অভিযোগে বারবার বিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগটা তোরেস কাজে লাগালেন। নিকো উইলিয়ামসের বাড়ানো দারুণ বল জড়িয়ে দিলেন জালে। বিশ্বকাপ ফাইনালের একমাত্র গোলদাতা হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হল ফেরান তোরেসের নাম। ফুটবল বিশ্বের মনে পড়ল, অক্টোবরের এক বিকেলে কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকেই শুরু হয়েছিল এই ফেরানের স্বপ্নের উড়ান।

রোহিতের সেঞ্চুরিতেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ হার ভারতের

লর্ডস, ২০ জুলাই : রোহিতের সেঞ্চুরিতেও শেষরক্ষা হল না ভারতের। ওয়ানডে সিরিজেও হার। ১০ ওভার আগেও এই ম্যাচটা টিভিতে চালালে কে বলত, ভারত এই ম্যাচ হারতে চলেছে? ক্রিজে তখন মারমুখী রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি। ততক্ষণে সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন হিটম্যান।

চূড়ান্ত বোলিং ব্যর্থতার নিদর্শন দিলেন বোলাররা। একইসঙ্গে রান তাড়া করার সময় রোহিত-বিরাট আউট হতেই সেই হারাকিরি। একের পর এক উইকেট পড়তে লাগল ভারতের। অবশেষে ৩৮৮ রান তাড়া করতে নেমে ২৭ রানে হার ভারতের। একই সঙ্গে সিরিজও হাতছাড়া।

রোহিতের এদিনের ইনিংস দেখে বারবার মনে পড়ছিল ২০১৯ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের কথা। যেখানে ৫টি সেঞ্চুরি তিনি করেছিলেন এই ইংল্যান্ডের মাটিতেই। তবে রবিবার প্রথমে ব্যাট করে রানের পাহাড় তুলেছিল ইংল্যান্ড। করেছিল ৩৮৭/৩। ১৩৫ বলে ১৪১ করেছিলেন বেন ডাকেট। আরসিবিতে খেলে যাওয়া জেকব বেথেল করলেন ৯১ রান। বড় রান পেলেন জো রুট, করলেন ৭৪ রান, খেললেন ৪৮ বল। প্রথম থেকেই বিপাকে পড়েছিল ভারত। ১৯২ রানে পড়ল ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেট। ভারতের বোলিং জুড়ে শুধুই শোচনীয় পারফরম্যান্স। ১০ ওভার বল করে ৯৭ রান দিলেন গুরনুর ব্রার। ৭২ দিয়েছেন অর্শদীপ সিং। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ২ উইকেট পেলেও রান দিয়েছেন ৬৯।

জবাবে ব্যাটে নেমে পাল্টা লড়াই শুরু করে ভারতও। ১৪৭ রানে প্রথম উইকেট পড়ে ভারতের। ৭৭ রান করলেন ক্যাপ্টেন গিল। তবে রোহিতের কথা না বললেই নয়, ১৩৮ রান করলেন ১১০ বলে। মেরেছেন ১৭টি চার, ৫টি ছয়। লর্ডসের মাটিতে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় হয়ে গেলেন রোহিত। কেরিয়ারের ৩৪তম সেঞ্চুরি করলেন হিটম্যান। রান পেলেন কোহলিও। লর্ডসে নিজের কেরিয়ারে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করলেন বিরাট। তবুও, ৪৫ ওভারের মধ্যে এই দুই স্তম্ভ আউট হতেই যেন হারাকিরি পড়ে গেল ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডারে। শ্রেয়স (০) থেকে রাহুল (১২), কেউই চাপ নিতে পারলেন না। ৩০৪/৩ থেকে ৩৬০/৭ এ থামল ভারত। ৪ উইকেট পেলেন স্যাম কারান।প্রথমে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ হার, তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ হার, আবার ওয়ানডে সিরিজ হার। হেরেই চলেছে ভারত। কেন জিতছে না, কবে জিতবে, এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে গম্ভীর অ্যান্ড কোংকে, না হলে সামনে কিন্তু সমূহ বিপদ।

যোগ্যতম দল হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছে : বাইচুং

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই : ১৬ বছর পর অবশেষে শাপমোচন। ২০১০ সালের পর দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ খেতাব জয় করল স্প্যানিশ ফুটবল দল। ফাইনাল ম্যাচে তাঁরা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল। খেতাবি লড়াইয়ে তাঁরা ১-০ গোলে জয়লাভ করেছে। স্প্যানিশ আর্মাডার হয়ে জয়সূচক গোলটি করলেন ফেরান তোরেস। আর এই জয়ের পর রীতিমতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। তিনি মনে করেন, ফাইনাল ম্যাচে একেবারে যোগ্য দল হিসেবেই বিশ্বকাপ খেতাব জয় করেছে স্পেন। তিনি বলেন, 'একটা ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ যে এতটাও একপেশে হতে পারে, সেটা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারিনি। গোটা ম্যাচে আর্জেন্টিনার তরফ থেকে একটাও গোলমুখী শট দেখতে পাওয়া গেল না। সত্যি কথা বলতে কী, গোটা ম্যাচে স্পেন যেভাবে লড়াই করেছে, তারই যোগ্যতম পুরস্কার তাঁরা পেয়েছে।' প্রসঙ্গত, এই ম্যাচের রেগুলেশন টাইমে কোনও দলই গোলের দরজা খুলতে পারেনি। অবশেষে ১০৬ মিনিটে স্পেনের হয়ে প্রথম তথা জয়সূচক গোলটি করলেন তোরেস। নিকো উইলিয়ামস বাঁ দিক থেকে দুর্দান্তভাবে এগিয়ে এসে আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগকে টেনে বের করেন এবং এরপর নিখুঁত ক্রস বাড়ান ফেরান তোরেসের উদ্দেশ্যে। ফেরান সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে পরাস্ত করে বল জালে পাঠান। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে অবশেষে আর্জেন্টিনার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেয় স্পেন। এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের অপর অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীও। তিনি অবশ্য বললেন, 'গোটা ম্যাচে আর্জেন্টিনা খুব একটা খারাপ খেলেনি। তবে স্পেন এতটাই ভাল খেলেছে, আর্জেন্টিনার কাউকে সেভাবে চোখেই পড়েনি।' সুনীলের মন্তব্য শুনে বাইচুংও হেসে ফেলেন।

স্পেন অনেক ভালো খেলেছে : মেসি

নিউজার্সি, ২০ জুলাই : অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন লিওনেল মেসি। মুখ খুললেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। কয়েক ঘণ্টা আগে পর পর দু'বার বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তাঁর। জঘন্য খেলে হেরেছে তাঁর দল। কিছু করতে পারেননি মেসিও। গোটা ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন। সেই মেসিই এবার মুখ খুললেন। স্পেনের কাছে এই হার স্বীকার করে নিয়েছেন মেসি। খেলা শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'খুব দুঃখ হচ্ছে। একথা বলতে পারি যে, আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়েছি।' স্পেন যে যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে তা মেনে নিয়েছেন মেসি। তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, ওরা আমাদের থেকে ভাল খেলেছে। আমরা হেরেছি। হার স্বীকার করছি। তার মানে এই নয় যে, এতদিন যে ফুটবলটা খেলেছি তা ভুলে যাব। সকল সতীর্থ ও আর্জেন্টিনার সকল নাগরিককে ধন্যবাদ।'

এর বেশি অবশ্য কিছুই বলেননি মেসি। এর পরে যে মেসি আর বিশ্বকাপে খেলবেন না তা বলাই যেতে পারে। কিন্তু তিনি আর্জেন্টিনার জার্সিতে আর খেলবেন কি না, সেই বিষয়ে মুখ খোলেননি মেসি। তবে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে মেসির পোস্ট দেখে মনে হয়েছে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে হয়তো তাঁকে আর দেখা যাবে না। হতে পারে হারের ধাক্কার পর এখনই অবসর নিয়ে কিছু বলতে চাননি তিনি। পরে এই বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন মেসি। মেসি কিছু না বললেও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে তাঁর দেশের ফুটবল সংস্থা। সামাজিক মাধ্যমে মেসিকে নিয়ে একটি পোস্ট করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গলায় রানার্সের পদক ঝুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেসি। তাঁর চোখে জল। ক্যাপশনে তাঁরা লিখেছে, 'অধিনায়ক, তোমার কান্না আমাদেরকেও কাঁদায়। তুমি আমাদের জীবনের সেরা আনন্দ দিয়েছ। তোমার নিষ্ঠা, জাদু ও দেশের হয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার লড়াইতে সেলাম। তোমাকে সারা জীবন আমরা ভালবাসব লিও। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ।' মেসিকে নিয়ে ফুটবল সংস্থার এই পোস্ট থেকে ইঙ্গিত, হয়তো দেশের জার্সিতে নিজের শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন তিনি। তবে আরও একটি জল্পনা শোনা যাচ্ছে। হতে পারে আর্জেন্টিনার মাটিতে কোনও প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হতে পারে। সেখানে খেলে দেশের মানুষের সামনে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাবেন মেসি। তবে সবই এখন জল্পনার স্তরে। সরকারি ভাবে কিছু জানা যায়নি। ফাইনাল হেরে মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খুলেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। তিনি বলেন, 'এখন ওর ৩৯ বছর বয়স। ও এককথায় অবিশ্বাস্য। ওর থেকে আমি নতুন কিছু আর বার করতে পারব না। আমি আগেও বলেছিলাম। আজও বলছি। মেসি যত দিন চায় খেলে যেতে পারে। সব সমর্থক, সতীর্থ ওর পাশে থাকবে। আমি নিশ্চিত, প্রত্যেকে ওকে নিয়ে গর্বিত। ও যা অর্জন করেছে, নিঃসন্দেহে বিশ্বের সর্বকালের সেরা ফুটবলার।'

হাসি কান্নার কোলাজে শিলচরের ফ্যান পার্কে যেন বুয়েন্স আয়ার্স-মাদ্রিদের ছবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ২০ জুলাই : রাত সাড়ে ৩টা নাগাদ যখন ম্যাচ শেষ হয়, তখন মেসিদের হারে হতাশ এক কিশোরকে দেখা যায় হতাশায় চোখের জল মুছতে। সঙ্গে আসা বাবা কোনওক্রমে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে নিয়ে রওয়ানা হন বাড়ি অভিমুখে। ওই কিশোরের হতাশা ব্যতিক্রমী কিছু নয়, শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর ফিফা ফ্যানপার্কে ফাইনাল ম্যাচের পর অনেককেই দেখা যায় এভাবে ভেঙে পড়তে।

অবশ্য পাশাপাশি লামিন ইয়ামালদের জয়ে একইভাবে উচ্ছ্বাসও জাহির করতে দেখা যায় একাংশকে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে দুই প্রতিপক্ষ ছিল আর্জেন্টিনা ও স্পেন। ফাইনাল ম্যাচের সঙ্গে ভারতের কোনও সংযোগই ছিল না। সংযোগ থাকবেই বা কীভাবে, শুধু এবার নয় ভারত যে দীর্ঘ ইতিহাসে ফুটবল বিশ্বকাপে কখনোই খেলেনি। তবে ভারত না থাকলেই বা কি, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো অন্যান্য দেশকে সমর্থন জানিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে মেতে উঠতে কখনোই পিছিয়ে থাকেনি শিলচর।

এবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর ফিফা ফ্যান পার্ক এই উন্মাদনায় যেন এনে দিয়েছিল অন্য মাত্রা। রবিবার রাতে ফাইন্যাল ম্যাচকে ঘিরে এই উন্মাদনা যেন পৌঁছে যায় চরম পর্যায়ে।

শিলচরে এমনিতে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা এই দুই দলের সমর্থকদের সংখ্যা বেশি। তবে ব্রাজিল টুর্নামেন্টের মাঝপথেই বিদায় নেওয়ায় সেই দলের সমর্থকরাও মনে মনে মেতে ওঠেন আর্জেন্টিনার বিজয় কামনায়, সৌজন্যে অবশ্যই মেসি। রবিবার রাত স্থানীয় সময় সাড়ে ১২টা নাগাদ যখন ম্যাচ শুরু হয় এর অনেক আগে থেকেই ভরে গিয়েছিল ফ্যান পার্কের সব চেয়ার। এরপর ধীরে ধীরে ভরতে শুরু করে গ্যালারিও। জায়ান্ট স্ক্রিনে দু'দলের খেলোয়াড়দের বল নিয়ে দৌড় এনে দিচ্ছিল ভিন্ন অনুভূতি। চিৎকার চেঁচামেচি ও সমর্থন সূচক উল্লাসে তখন কে বলবে জায়গাটা শিলচর।

যেন আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স বা স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ। তবে খেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের একাধিপত্য যত বাড়তে থাকে ততই চুপসে যেতে থাকেন সংখ্যায় বেশি আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। অতিরিক্ত সময়ে স্পেন গোল করার পর তাঁরা আরও হতাশ হয়ে পড়েন, আর সংখ্যায় কম হলেও স্পেনের সমর্থকদের উল্লাস যেন গর্জনের রূপ নেয়। একেবারে শেষলগ্নে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা দুই-তিনবার স্পেনের গোলপোস্টে হানা দিলে ওই দলের সমর্থকরাও আশায় আশায় দিতে শুরু করেন সমর্থন সুযোগ ধ্বনি। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁদের হতাশই হতে হয়।

কাপ ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে এমন আবেগ উচ্ছ্বাসের মাঝে শোনা গেছে স্থানীয় ফুটবলের হতাশাজনক চিত্র নিয়ে আলোচনাও। যে খেলাকে ঘিরে এখানকার জনমানসে এত আবেগ,সেই খেলায় দিনকে দিন আমরা কেন পিছিয়ে পড়ছি, দর্শককুলের একান্ত আলোচনায় বারবারই শোনা গেছে এমন প্রশ্ন।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80